(মিখাইল আরজিবাষেভ্)

॥ অনুবাদক ॥

নির্মলকুমার ঘোষ
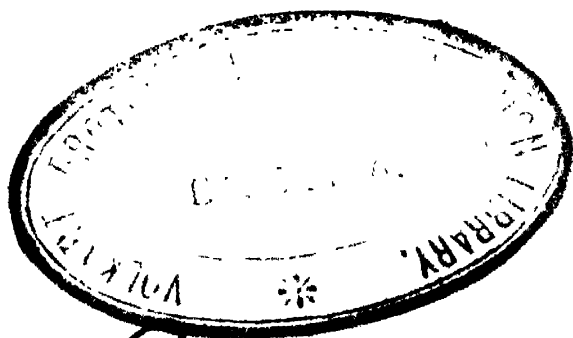
'স্প্যানিন'-এর অনুবাদ
মাসিক বসুমতীতে ধারা-প্রকাশিত

প্রকাশক
অজয় দাশগুপ্ত
৩৩বি, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড
কলিকাতা—২৫

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ-বিচিত্রণ
সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ
১লা আশ্বিন ১৩৬২

পূর্বপাকিস্তানের পরিবেশক
বইঘর, চট্টগ্রাম।

তিন টাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
'স্ত্যানিনকে'
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতেই

এই অনুবাদকের

পরবর্তী বই

এমিলি জোলার

নরপশু (**Human Beast**)

ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা-সর্বস্ব এই যুগে যখন বাংলা কথা-সাহিত্যে অনুবাদের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে রাশিয়ার বিপ্লব-পূর্ব যুগের 'স্যানিন' উপন্যাসের অনুবাদ একটা ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। এর লেখক মিখাইল আর্জিবাষেভ্ সেই যুগের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক—বিশিষ্ট এই অর্থে যে, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে তাঁর একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিল এবং তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন একটা শিল্প-সচেতন মন নিয়ে। 'স্যানিন' উপন্যাসে সেই প্রতিভার স্বাক্ষর আছে যা বলতে পেরেছে—জীবন সুন্দর এবং যে সত্যকে আমরা হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ভেতর দিয়ে মিখাইল আর্জিবাষেভ্ সেই রহস্য প্রকাশ করেছেন, রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যা সত্য, যা বাস্তব এবং যা স্বাভাবিক। যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার যাচাই করে থাকেন, তাঁরা আর্জিবাষেভের এই উপন্যাসখানির কিরূপ সমাদর করেছিলেন তা ইতিহাসে আছে। তথাপি অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মত একসময়ে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই এই উপন্যাসটির প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর একমাত্র ইংলণ্ডেই 'স্যানিন'-এর বিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় দশ বছরের মধ্যে। 'স্যানিন'-এ যদি কেবলমাত্র স্থূল বস্তুই থাকত, তা হলে এর জনপ্রিয়তা কবেই নিঃশেষ হয়ে যেত। সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, কথা-সাহিত্যের অধিকাংশেরই মেয়াদ দু'চার দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিছুদিন পরেই তাদের চেহারা পুরানো খবরের কাগজের মতোই ধূলি-ধূসর হয়ে পড়ে। দশ কি বিশ বছর আগে যে উপন্যাস য়ুরোপে কি আমেরিকায় বহুলক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে ঢেউ তুলেছিল, আজ তার মধ্যে ক'টির নাম কে মনে রেখেছে? এক-একটা বিদেশী নভেল

তুবড়ীর মত হঠাৎ জ্বলে উঠেই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, এ আমরা কতবারই দেখলাম। চকচকে আনকোরা অবস্থায় যার জেল্লায় চোখ ধাঁধায়, কত সহজেই যে তা বাসি ও বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে, সে-কথা ভাবলে সমগ্র কথা-সাহিত্য সম্বন্ধেই একটা সকরুণ সহনশীলতার ভাব মনের মধ্যে জন্ম নেয়। কিন্তু 'স্যানিন'-এর অমরতা সম্বন্ধে আ রা নিঃসন্দেহ।

মিথাইল আর্জিবাষেভের এই উপন্যাসখানি এমন জিনিস নয়, যা পড়ে নিবিড় আনন্দের সুলভ রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়। 'স্যানিনে'র কালজয়ী স্থায়িত্বের কারণ খুঁজতে হলে খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে এর আখ্যানভাগের অন্তঃপুরে, পৃথিবী যেখানে আজও তার আদিমযুগ অতিক্রম করেনি, অথচ যুগ-সভ্যতার প্রথম আলো যেখানে গিয়ে পৌঁছেচে। তাঁরাই মহৎ শিল্পী, তাঁরাই বড় লেখক যাঁরা প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশরাশিকে বেছে, গুছিয়ে, সম্পূর্ণ করে মনের সচেতন স্তরে তুলে ধরেন। তাঁরাই সৃষ্টিধর্মী লেখক যারা আপন দেশকালপাত্রের পরিবেষ্টনীতে বিশ্বমানবের প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত করেন। মিথাইল আর্জিবাষেভ্ ছিলেন এমনি একজন মহৎ শিল্পী। তাই না টলষ্টয়ের মত লোক লিখতে পেরেছিলেন: " 'স্যানিন' একটি সত্যিকারের উঁচুদরের শিল্প-সৃষ্টি।"

অনুবাদক মনে করেন বর্তমান সময়ে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্যানিন-এর মত সংস্কারমুক্ত তরুণের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

কলিকাতা — নির্মলকুমার ঘোষ

১৯৫৫

মানুষের আর পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে চরিত্র যখন গঠিত হতে থাকে, সেই বিশেষ সময়টি, ভাডিমির স্যানিনের, বাপ মায়ের সঙ্গে থেকে কাটেনি। সেই সময়টিতে তাকে দেখা-শোনা করবার মত বা সহায়তা করবার মত কেউ ছিল না, প্রান্তরের গাছের মতই তার ব্যক্তিত্ব আপন স্বকীয়তা নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠেছিল।

অনেক বছর সে কাটাল পারিবারিক আবেষ্টনের বাইরে। যখন সে বাড়ী ফিরে এল, তার মা এবং বোন লিডা তাকে প্রায় চিনতেই পারেনি। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্বর বা ভঙ্গিমা হয়ত সামান্যই বদলেছিল; কিন্তু কী যেন একটা অবর্ণনীয় নতুনত্ব, কেমন যেন একটা আলগা-আলগা ভাব, তার ব্যক্তিত্ব এবং চলাফেরায় এক পরিণত প্রকাশ-ব্যঞ্জনা দিয়েছিল। যেদিন সে বাড়ীতে ফিরে এল তখন সন্ধ্যা; এমন ভাবে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে ঘরে ঢুকল, মনে হ'ল যেন মাত্র পাঁচ মিনিট আগে সে ঘর থেকে বেড়িয়েছিল। ঘরের মাঝখানে সে যখন এসে দাঁড়াল, —দীর্ঘকায় ঋজু শরীর, চওড়া কাঁধ,—প্রশান্ত মুখে ঠোঁটের কোণে যেন কী এক বিদ্রূপের হাসি টেনে—পথশ্রমের ক্লান্তি বা পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের উচ্ছ্বাসবিহীন তার সেই মূর্তির সামনে মা ও বোনের উচ্ছ্বসিত কলরব নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

যখন সে খেতে বসল, তার বোন মুখোমুখি বসে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। অধিকাংশ রোমাণ্টিক মেয়েরা যা সাধারণতঃ করে থাকে, সেও তেমনিই তার প্রবাসী ভাইয়ের প্রেমে পড়েছিল। লিডা বরাবরই ভাডিমিরকে এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করত—রূপকথার রাজপুত্রের মতই। তার দাদার জীবন যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেদনা সুন্দর নিঃসঙ্গ একাকীত্বে এত দিন বিরাজ করছিল।

"তুমি অমন ক'রে কী দেখছ আমাকে?" মৃদু হেসে স্যানিন জিজ্ঞাসা করল।

প্রশান্ত হাসি ও তীক্ষ্ণ অবলোকন তার স্বভাব, কিন্তু আশ্চর্য্য, লিডার তা' ভাল লাগল না। লিডার মনে হ'ল যেন এই প্রকাশভঙ্গী অন্তঃসারশূন্য, তার আড়ালে নেই কোন অতীন্দ্রিয় ঘাত প্রতিঘাতের পরিচয়। লিডা মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে পর, স্যানিনের মা ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "এবার তোমার সব খবর বল। কি করছিলে সেখানে এতদিন?"

"কি করেছি?" হাসতে হাসতে স্যানিন বলল, "এই, খেয়েছি দেয়েছি, আর ঘুমিয়েছি। কখনো সখনো কাজকর্ম্ম করেছি, কখনো বা কিছুই করি নি!"

প্রথমে মনে হ'ল ও হয়ত নিজের কথা কিছু বলতে চায় না। কিন্তু যখন ওর মা এক এক ক'রে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ও তখন বেশ খুসী হয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী সব বলতে সুরু করল। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, যে কারণেই হোক, শ্রোতাদের ওপর ওর কথাবার্তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা সে মোটেই লক্ষ্য করছিল না। ওর কথা বলবার ধরণ ও অন্যান্য ব্যবহার যত ভদ্রই হোক না কেন, একই পরিবারের লোকদের পরস্পরের ভিতর কথাবার্তায় যে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়, স্যানিনের কথাবার্ত্তায় তা ছিল না। প্রদীপের আলো যেমন চার পাশের জিনিষের ওপর সমান ভাবেই বিচ্ছুরিত হতে থাকে,—স্যানিনের সহৃদয়তাও তেমনি সমান ভাবেই চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছিল, বস্তুবিশেষের ওপর তা পক্ষপাতিত্বহীন।

খানিকটা পরে ওরা বাগানের দিকে গেল এবং চত্বরের সিঁড়িতে

গিয়ে সবাই বসল। লিডা এক ধাপ নীচুতে বসে মনোযোগ দিয়ে দাদার কথা শুনছিল। বুকের ভেতরে সে অনুভব করল একটা চাপা ঠাণ্ডা। মেয়েলী অন্তরে সে ঠিক বুঝতে পারল, ভাইকে সে কল্পনার চোখে যে রকম দেখেছিল, বাস্তবে তার চিহ্নও নেই। তার সামনে নিজেকে কেমন একটু ব্রীড়ানত মনে হচ্ছিল—যেমনটি হয়ে থাকে অপরিচিত পুরুষের সামনে। সন্ধ্যার অন্ধকার তাদের চার পাশে ঘনিয়ে আসছিল। ধূসর আবছায়ায় অনতিস্পষ্ট সব আভাস। স্যানিন একটা সিগারেট ধরিয়ে তাদের বলতে লাগল ভাগ্য তাকে নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলেছে এত দিন! কি রকম এক এক সময়ে সে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেরিয়েছে গৃহহীন যাযাবরের মত। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া ও তা' সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা তার জীবনে কি রকম একাধিক বার ঘটেছে।

লিডা নিঃসাড়ে তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিল। চৈত্রী সন্ধ্যার অপস্রিয়মান আলোকে তন্বী মাত্রই যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, লিডাও তেমনই এক অনির্বচনীয় সুষমায় ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

স্যানিন তার নিজের জীবনের কথা যতই বলছিল, লিডা ততই অনুভব করছিল— এ তার কল্পনার রাজপুত্র নয়, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সে অসম্ভব দুঃসাহসের পথে করেনি কোন দিন অভিযান, মাটিতে এর পা, অন্য দশ জনের মতই সাধারণ মানুষ এ। অবশ্য খানিকটা বিশেষত্ব তার ছিল বৈ কি। কিন্তু কি যে সেই বিশেষত্ব তা' লিডা ঠিকমত ধরে উঠতে পারছিল না। ওর দাদার কথাবার্তার থেকে এইটুকু তার মনে হ'ল যে, কল্পনার রামধনু রঙে তা'র মনের আঁকা ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দাদার কোনো সাদৃশ্যই নেই। ওর সামনে যে বসে আছে, তার জীবন কাহিনী অতি সাধারণ, অসহ্য বিরক্তিকর। এটা ঠিক যে, ওর দাদা করেনি কোন মহৎ ত্যাগ বা মহৎ দুঃখবরণ।

মেয়েদের সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট হয়েছে; যা হোক, একটা কিছু অবলম্বন করে কাটিয়েছে দিন। জীবনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ওর নেই কোন ধারণা, তা' নিয়ে ভাবেও নি' কোনদিন। কাউকে ও দুঃখ দেয় নি, ঘৃণা করে নি, কারুর জন্যে ও দুঃখ পায় নি। অন্যান্য কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখেও লিডা মনের মধ্যে বিরক্তি অনুভব করছিল, বিশেষতঃ স্ট্যানিন যখন বল্‌ল যে এক সময়ে অভাবের জন্যে নিজের ছেঁড়া প্যাণ্টালুন তাকে নিজের হাতে রিপু করে নিতে হয়েছিল।

"সে কি, সেলাই করতেও জান নাকি তুমি?" অজান্তেই লিডা জিজ্ঞাসা করল,—কিছুটা আশ্চর্য্য কিছুটা বিরক্ত হয়েই।

"প্রথম প্রথম জানতুম না, তবে শিখে নিয়েছিলুম।" মৃদু হেসে স্ট্যানিন জবাব দিল। সে অনুমানে বুঝে নিয়েছিল লিডার মনের ভাব।

যেন এতদিন লিডা স্বপ্নে দেখেছে সূর্য্যালোক; চোখ তুলে তাকাতেই দেখ্‌ল মন্থর কালো আকাশ। লিডার স্বপ্নের মায়াপুরী টুকরো টুকরো হয়ে গুড়ো হয়ে যাচ্ছিল।

তাঁর মা'ও মন-মরা হয়ে যাচ্ছিলেন। সামাজিক পদমর্য্যাদা নিয়ে স্ট্যানিদের যেখানে দাঁড়ান উচিত ছিল, সেটা হয়নি মনে করতেই তাঁর মন ব্যাথিত হয়ে উঠ্‌ছিল। তিনি বল্‌তে সুরু করলেন যে এভাবে সময় কাটতে পারে না, স্ট্যানিনের কর্ত্তব্য হচ্ছে অতঃপর খানিকটা বুঝে সুঝে চলা। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এই উপদেশ দেওয়া হ'ল,—তিনি লক্ষ্য করলেন—তা সে খেয়ালই করছে না। ফলে, অল্প বুদ্ধিমতী মেয়েদের মতই তিনি চটে গেলেন, বারে বারেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, ভাবলেন ছেলে তাকে অশ্রদ্ধা করছে। স্ট্যানিন কিন্তু না হ'ল আশ্চর্য্য, না হ'ল বিরক্ত; হাসিভরা মুখে নীরবে বসে রইল।

তবু, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করবে তা হলে এর পর ?" —সে হেসে উত্তর করল, "যা হোক একটা কিছু।"

তার প্রশান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে বলবার ভঙ্গী এবং আয়ত দৃষ্টি থেকে, তার মা অবশ্য কিছুই বুঝলেন না ; কিন্তু এক অর্থপূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা নিয়েই স্যানিন কথা কয়টি বল্‌ল।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ, তোমার ব্যাপার, যা ভাল বোঝ কর। এখন আর তুমি শিশুটি নও।"—একটু বাদে বললেন, "যাও না একটু বাগানে বেড়িয়ে এসো। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! এস লিডা ; আমাকে বাগান দেখাবে এস।"—বলল স্যানিন। "বাগানটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছি।"

স্বপ্নের আবরণ ছিড়ে ফেলে লিডা উঠে এল। তার পর পাশাপাশি দু'জনে সরু পথ ধরে ছায়াচ্ছন্ন বাগানের গভীর নীলে প্রবেশ করল।

স্যানিনদের বাড়ীটা ছিল প্রধান রাস্তার ওপর ছোট শহরের এক সীমান্তে। বাগানটা গিয়ে শেষ হয়েছে নদীর তীরে। আদ্যিকালের পুরোনো নড়বড়ে বাড়ী, প্রশস্ত ছাদ, মোটা-মোটা থামওয়ালা বারান্দা। অযত্নলালিত বাগানে শ্রীহীন সৌন্দর্য্য ; ধূসর মোটা একটা মেঘের চাদর যেন মাটির ওপর ছড়ান রয়েছে। রাত্রে মনে হ'ত অশরীরী আত্মারা আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ দোতলাটা বড়-বড় হল-ঘরের সমষ্টি ;—সেখানে জানালায় ঝুলছে ছেড়া পরদা, মেঝেতে বিছান আছে ধূলো-ভর্ত্তি কার্পেট। বাগানের ভেতর মাত্র একটি সরু পথ, মরা ব্যাঙ ও শুকনো পাতায় আকীর্ণ। দালানের বাইরে মৌশমী ফুলের কেয়ারী করা বাগানের এক প্রান্তে গ্রীষ্মকালে টেবিল পাতা হয়—সন্ধ্যায় চা বা নৈশ আহার্য্য পরিবেশন ও গল্প-গুজবের জন্য। বাড়ীর বিরাট শ্রীহীনতার বিরুদ্ধে এই প্রান্তটুকু যেন বিদ্রোহের প্রতীক।

বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে এলে পর যেখানে নিঃশব্দ গাছগুলো মৌন সাক্ষীর মত ওদের ঘিরে দাড়াল, সেখানে হঠাৎ স্যানিন সজোরে লিডার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে চাপা-গলায় বল্‌ল: "ভারী সুন্দর হয়েছ তো তুমি! যে তোমাকে প্রথম ভালবাসবে কি সুখীই সে হবে।"

সুগঠিত মাংসপেশীর সুদৃঢ় স্পর্শে লিডার কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। লজ্জা-জড়িত ভাবে কেঁপে উঠে স্যানিনের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়াল—যেন কোন শিকারী হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে।

এতক্ষণে ওরা নদীর কিনারায় এসে পৌছল। তটরেখার সীমানায় আধো-ডোবা লতা-পাতার থেকে উঠে-আসা একটা স্যাঁত-সেতে গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলছে। নদীর ওপারে মাঠের ওপর গোধূলির প্রথম তারাগুলি এক-এক করে দেখা দিয়েছে।

এক পাশে সরে গিয়ে স্যানিন একটা মরা ডাল তুলে নিল, দু' টুক্‌রো করে ছুঁড়ে ফেলল জলে; আবর্তের ঘূর্ণিতে আর কয়েকটি পাতা ও বস্তু-টুক্‌রোর সঙ্গে এই ছুঁড়ে-ফেলা মরা ডালের টুকরো দুটি একবার চকিতে ভেসে উঠে মাথা নাচু করে যেন স্যানিনকে ডাকল, পরক্ষণেই ঘূর্ণি-আবর্তে কোন্ অতলে তলিয়ে গেল দ্রুত স্রোতে।

দুই

সন্ধ্যা ছ'টা। আকাশে তখনো সূর্য্য আছে, কিন্তু বাগানে সবুজ ছায়াগুলি ক্রমশঃই দীর্ঘায়ত হয়ে আসছে। বাতাস বেশ হাল্কা এবং মৃদু উত্তাপে মন্থর। চারি দিকে একটা প্রশান্তির আবহাওয়া। ম্যারিয়া আইভানোভনা সবুজ পাতায় ভরা লিণ্ডেন গাছের ছায়ায় বসে জ্যাম্ বানাচ্ছিলেন; টেপারি ফুল এবং চিনি জ্বাল দেওয়ার গন্ধে জায়গাটা থম্থমে হয়ে আছে। সারাটা বেলাই স্যানিন ফুলের গাছগুলির গোড়া পরিষ্কার করবার কাজে ব্যস্ত ছিল—আধ-মরা কয়েকটা ফুল ধূলো-বালির হাত থেকে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টায়।

"আগাছাগুলোকে আগে তুলে ফেল"—ওর মা বললেন। তিনি মাঝে-মাঝে ছেলের কাজ দেখছিলেন। "গ্রুনস্কাকে বরঞ্চ বল, ও মেয়েটাই করে দেবে সব।"

স্যানিন মুখ তুলে তাকাল। পরিশ্রমে তার মুখখানা ঘামিয়ে তাতিয়ে উঠেছিল। "কেন?"—চোখের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "হোক না আগাছা যত খুসী পারে। সবুজ কিছু দেখলে আমার দু'চোখ জুড়িয়ে আসে।"

"আশ্চয্যি বাপু তুমি।"—ছেলের ছেলেমানুষিতে মা'র মন খুসী হয়ে উঠেছিল।

"আশ্চর্য্য লোক আমি না, তোমরা।" দৃঢ়তার সঙ্গে স্যানিন বলল। তারপর ও উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে এল এবং টেবিলের কাছে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসল। ওর মনটা বেশ খুসী খুসী ছিল। দূরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সূর্য্যালোক এবং নীল আকাশ—খুসীতে যেন তার জীবন পাত্র উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল। কোলাহল মুখরিত মহানগরী তার কাছে কোন

দিনই আকর্ষণীয় ছিল না। এখন তার চার পাশে রয়েছে প্রসন্ন সূর্য্যালোক ও প্রশস্ত মুক্তি; আগামী দিন আনে না তার সামনে কোন সমস্যা; যাই ঘটুক আর যাই আসুক তার জীবনে,—সহজে তা গ্রহণ করবার মত মন তার আছে। স্যানিন সজোরে চোথ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে দিল, নিজের দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তার তার মনে এক মাধুর্য্যপূর্ণ অনুভূতির সঞ্চার করল।

মৃদু-মন্দ হাওয়া বইছে। সমস্ত বাগানটা যেন ফেল্‌ছে নিঃশ্বাস। অতি ক্ষুদ্র জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে চড়ুইগুলি কিচির-মিচির করছে। মিল—ওদের ফক্স-টেরিয়ার কুকুরটা লাল জিভ মেলে দিয়ে কান পেতে শুন্‌ছে। গাছের পাতাগুলো যেন ফিস্‌-ফিস্‌ করে কানে কানে কথা কইছে;—কাঁকরের পথের ওপর তাদের ছায়া পড়েছে নিটোল হয়ে।

ম্যারিয়া আইভানোভনা তাঁর ছেলের নিশ্চিন্ততায় একটু উৎকণ্ঠিতই হয়েছিলেন। ছেলেকে তিনি ভালই বাসতেন, যেমন কি না তিনি তাঁর মেয়ের প্রতিও মমতা বোধ করতেন, এবং ঠিক সেই কারণেই তিনি ছেলের আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ওঠাতে চাইছিলেন। পিঁপড়ের মত তিলে তিলে অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি তাঁর সংসারের কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। অগুণতি ইঁটের সারি দিয়ে তাঁর সংসারের কাঠামোটি গড়া,—কোন অনতিকুশলী গৃহশিল্পীর হাতের ছাপ-পড়া হয়ত তা',—কিন্তু প্রত্যেকটি ইঁটে তাঁর দীর্ঘজীবনের দুঃখ-সুখের আস্তর লাগানো। হতে পারে তা নিরাময় শান্তির নয়, তাতে হয়ত লেগে আছে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বেদনা ও ভাঙ্গা মনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার সংখ্যাতীত দাগ।

"তুমি কি মনে কর, জীবন তোমার চিরকাল এই ভাবেই কাটবে?" ফুটন্ত জ্যামের পাত্রটির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই 'চিরকাল' বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?" স্যানিন প্রতি প্রশ্ন করল। তারপর উঁচু আওয়াজ করে একটা হাঁচি দিল।

ম্যারিয়া আইভানোভ্না ভাব্লেন, স্যানিন তাকে চটাবার জন্য ইচ্ছে করেই হাঁচির আওয়াজ করেছে। যদিও ও রকম ধারণা করা অস্বাভাবিক। তবু, তিনি মুখ গোম্‌রা করে রইলেন।

স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে স্যানিন বল্‌ল, "তোমার কাছে এখানে থাকতে কী ভালই লাগ্‌ছে।"

"হ্যাঁ, এ জায়গাটাতো খুব খারাপ নয়।"—শুকনো গলায় তিনি উত্তর দিলেন। মনে মনে তিনি এই ভেবে খুসী হলেন যে তাঁর গৃহস্থালী এবং এই দীর্ঘজীবনের ছোঁয়া লাগা এ ঘর সংসার ছেলের ভাল লেগেছে।

স্যানিন মা'র দিকে একবার তাকাল, তারপর খুব চিন্তাপূর্ণ স্বরে বল্‌ল, "যত সব আজে বাজে ব্যাপার নিয়ে যদি আমাকে তোমরা বিরক্ত না করতে, তাহলে আরো ভাল হ'ত।"

কথাগুলো ও বল্‌বার ধরণ এমন পরস্পর বিরোধী যে ম্যারিয়া আইভানোভ্না ধরতেই পারলেন না, স্যানিন সত্যি সত্যি কি বল্‌তে চায়।

"তোমাকে দেখ্‌ছি, আর তোমার ছেলেবেলাকার কথা ভাবছি। কী অদ্ভুতই ছিলে।" গাঢ় স্বরে বলিলেন ম্যারিয়া।

"আর এখন?"—ভারী স্ফূর্ত্তিপেয়ে স্যানিন বল্‌ল। যেন বিশেষ কোন মজার কথা শোনা যাবে, এমনি ওর মুখের ভাব।

"এখন, আরও বেয়াড়া হয়ে গেছ!" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন ম্যারিয়া।

"বেশ, সে তো খুবই ভাল কথা।" হেসে স্যানিন বল্‌ল। খানিকটা থেমে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আঃ, এই যে নোভিকফ, এসে গেছে!"

বাড়ীর ভেতর থেকে বেড়িয়ে এল এক সু-আকৃতির দীর্ঘকায় যুবক। পরিধানের লাল সিল্কের সার্ট অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছিল। ঈষৎ ধূসর নীলাভ চোখে কেমন যেন ভদ্রজনোচিত অলস প্রকাশ-ব্যঞ্জনা।

"তোমার যেমন কাণ্ড, মারমুখো হয়েই রয়েছ সব সময়ে!" বলার ভঙ্গি যেন জড়িমা-জড়ানো, অন্তরঙ্গতা মাখা। "ঈশ্বরের দোহাই, কি নিয়ে ঝগ্ড়া, বল তো!"—জিজ্ঞাসা কর্ল নোভিকফ্।"

"ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মা মনে করেন আমার নাকি গ্রীক্ আদর্শের আর্য্যজনোচিত চোখা নাক মানাত ভাল; যদিও, আমি যা পেয়েছি তাই নিয়ে বেশ খুশীতেই আছি।"—স্যানিন চোখ আনত ক'রে নিজের নাকের দিকে তাকাল, এবং হাস্তে হাস্তে নোভিকফের প্রশস্ত, কোমল হাত চেপে ধর্ল।

নোভিকফ্ পুলকিত হয়ে হেসে উঠল। বাগানের দিক থেকে উঠল একটা প্রতিধ্বনি, যেন আর একজন কেউ ওর আনন্দে সায় দিয়েছে।

"ওহোঃ, বুঝেছি ব্যাপার। ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামান হচ্ছে নিশ্চয়।"

নকল আশংকার ভঙ্গিতে স্যানিন বল্ল, "কি, তুমিও ঘামাতে সুরু কর্লে নাকি?"

"তোমাকে জব্দ করা চাই তো!"

"আরে বাপ্রে!"—স্যানিন চেঁচিয়ে উঠ্ল। "দুজনে যখন একজনের বিরুদ্ধে সপ্তরথীর মা'র সুরু করলে তখন আমার পলায়নই যুক্তিসঙ্গত।"

"না, না, আমিই চলে যাচ্ছি।" অকস্মাৎ জলে উঠে ম্যারিয়া আইভানোভ্না বল্লেন। জ্যামের সস্প্যান্টা তুলে নিয়ে কারুর দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ ক'রে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

"সিগারেট্ আছে?" জিজ্ঞাসা কর্ল স্যানিন। মা চলে যাওয়াতে সে বেশ খুসীই হয়েছে।

ধীর সুস্থে নোভিকফ্ তা'র সিগারেট-কেস্ বের করল। "মাকে

এরকম চটান তোমার উচিৎ হচ্ছে না। ওঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে সেটা খেয়াল রেখো।"—বল্‌ল উপদেশের মত ক'রে।

"কি রকম চটালাম ?"

"বেশ দেখ—"

"তুমি 'বেশ দেখ' কি বল্‌ছ ? উনিই তো সদাসর্ব্বদা আমার পেছনে লেগে আছেন ! আমি তো কারও কাছে কিছু চাইছি না, আমাকে একলা থাক্‌তে দিলেই তো পারে ওরা !"

দুজনেই এরপর চুপ করে গেল।

"ভাল কথা ডাক্তার, চল্‌ছে কি রকম বল তো !"—কুণ্ডলায়িত সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে স্তানিন জিজ্ঞাসা করল।

"খারাপ।"

"মানে ?"

"সব দিক দিয়েই ! এই একরত্তি শহরে সবকিছুই এত ঝিমিয়ে পড়া যে আমাকে যেন পিষে মারছে। কিচ্ছু করবার নেই।"

"কিছু করবার নেই ! কেন, তুমিই তো বলেছিলে যে নিঃশ্বাস ফেল্‌বার ফুরসৎ নেই তোমার ?"

"আমি সে কথা বল্‌ছি না। একটা লোক অষ্টপ্রহর কেবল রোগী দেখে বেড়াতে পারে না। তা' ছাড়াও জীবনের আরেকটা দিক আছে।"

"কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে জীবনের সে দিকটা উপলব্ধি করতে ?"

"এ একটা জটিল প্রশ্ন।"

"কোন্ দিক্ দিয়ে জটিল ? বয়সে তরুণ, দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালই, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য,—আর কি চাও তুমি ?"

সামান্য বিদ্রুপের সুরে নোভিকফ্ বল্‌ল, "আমার তো মনে হয়, সেইগুলিই জীবনের সব কিছু নয়।"

"সত্যি ?"—স্যানিন হেসে বল্‌ল, "আমার তো মনে হয়, জীবনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

এবার নোভিকফের হাস্‌বার পালা। বল্‌ল, "আমার পক্ষে নয়।"

তার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কে স্যানিনের মন্তব্য তা'র ভালই লেগেছে, যদিও নিজের শারীরিক প্রশংসা শুনে মেয়েদের মতই লজ্জা পেল।

স্যানিন একটু চিন্তান্বিত ভাবে বল্‌ল, "একটা জিনিষের তোমার অভাব আছে।"

"কি সেটি ?"

"জীবন সম্পর্কে একটি সম্যক্ ধারণা। বেঁচে থাক্‌বার একঘেয়েমী তোমার পীড়াদায়ক, তবু যদি কেউ তোমাকে পরামর্শ দেয়,—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তুমি বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়, তুমি তা পারবে না; তোমার ভয় করবে।"

"কি ভাবে যাব ? ভিখারীর মত ? হুঁ—"

"হাঁ, ভিক্ষুকের মত! তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে কি হয় জান ?—মনে হয়, ধর কেউ এক জন যেন দেশের উন্নতি করবার জন্য এমন কি চিরটা কাল সাইবেরিয়ায় জেলে কাটাতেও রাজী। কিন্তু তাকে যদি তার বর্ত্তমান দুর্বহ জীবনের পরিবর্ত্তন করবার জন্য কিছু একটা করতে বলা হয়, অমনি সে বলে বসবে, 'তা কি করে হবে ? রোজগারের একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চলবে কি করে ?'—মজার নয় কি ?"

"আমি তো এর ভেতর মজার কিছু পাচ্ছি না। তুমি যা বললে, তার একটার ভেতর আছে আদর্শের ব্যাপার, আর একটায় আছে—"

"বলো—"

"ঠিক বোঝাতে পারছি না।" নোভিকফ্ বল্‌লে।

বাধা দিয়ে স্যানিন বল্‌ল, "ঠিক এই ভাবেই সত্য ব্যাপারের ধামা-চাপা দাও তোমরা। আমি কখনই বিশ্বাস করবো না যে, দেশের উন্নতি করবার ইচ্ছেটা তোমাদের ভাল ভাবে খেয়ে থেকে বাঁচবার ইচ্ছের চেয়ে তীব্রতর।"

"এ একটা কথার মত কথা বটে। সম্ভবতঃ তাই।"

স্যানিন হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "থামো থামো! তোমার একটা আঙুল যদি কাটা যেত, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি দেশের অন্য যে কোন রাশিয়ানের আঙুল কাটার চেয়ে বেশী অনুভব করতে। তাই কি না বল?"

"দর্শনশাস্ত্রের সিনিসিজম্‌ও বলা চলে।" বিদ্রূপ করেই নোভিকফ্ কথাটা উচ্চারণ করল, যদিও বোকার মতই তা হ'ল।

"সম্ভবতঃ। কিন্তু কথাটা সত্যি। যদিও এই মুহূর্তে রাশিয়া বা অন্য অনেক দেশেই সুশাসন বলে কিছুই নেই, তবু এটা তোমাকে মানতেই হবে যে এই যে তোমার মনের অস্বস্তি তা সেই সু-শাসনতন্ত্রের অভাবের জন্য নয়, সেটা হচ্ছে তোমার নিজের অ-সুখী জীবনের জন্য। তবু যদি বল যে, না অস্বস্তিটা দেশের বৃহত্তর অভাববোধ থেকেই হয়েছে, তবে তা মিথ্যা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে এই যে," —স্যানিনের চোখে দুষ্ট্ হাসির ঝলক খেলে গেল,—"তোমার মনের অস্বস্তি তোমার নিজের ব্যক্তিগত অভাবের জন্যও নয়, সেটা হচ্ছে লিডা এখনো তোমার প্রেমে পড়েনি,—এর জন্য। বল, তাই কি না?"

"কি বাজে বক্‌ছ!" পরিধানের লাল শার্টটার মতই নোভিকভ্ লাল হয়ে উঠল। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে স্যানিন কথাটা বল্‌ল যে, নোভিকফ্, যাকে বলে—একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। সুন্দর চোখ দু'টি তার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল।

"বাজে বক্‌ছি মানে? দু'টো চোখে তো তোমার লিডা ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই দেখা দেয় না। তোমার মুখেই সে কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে।"

নোভিকফ্ ভ্রূকুঞ্চিত করল। মানসিক উত্তেজনা দমন করবার জন্য সে তখন দ্রুত পদচারণা সুরু করে দিল। যদি স্যানিন না হয়ে অন্য কেউ এ কথা উচ্চারণ করত, তা হলে সে অপমানিত বোধ করত নিশ্চয়। কিন্তু স্যানিনের মুখে এই কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে স্কুল-কলেজে সে স্যানিনের সঙ্গে পড়েছে, তাকে মন্দ লোক বলে সে ভাবতেই পারে না। তাই সে বল্‌ল, "দেখ স্যানিন, হয় তুমি ঠাট্টা করেই বল্‌ছ, নয় তো—"

"নয় তো কি?" স্যানিনের মুখে হাসি।

লিডার নামোচ্চারণও নোভিকফ্-এর ভাল লাগে। কিন্তু স্যানিনের মুখে লিডার নামোচ্চারণের অন্তরালে যে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নোভিকফ্-এর তা' ভাল লাগে নি। ভাই-এর কাছে কোন সম্পর্কে এহেন উক্তি শ্লীলতা বহির্ভূত। যুগপৎ তার মনের উপর আনন্দ ও বিরক্তির এক দ্বন্দ্ব সে অনুভব করল। মনে হ'ল কে যেন উত্তপ্ত হাত দিয়ে তা'র হৃৎপিণ্ড অকস্মাৎ স্পর্শ করে মৃদু চাপ দিল।

দু'জনেই নীরব। খানিকটা পরে স্যানিন বল্‌ল "বল, তোমার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ কর। আমার তেমন তাড়া নেই।"

নোভিকফ্-এর ইচ্ছা ছিল না অপ্রীতিকর অথচ বাঞ্ছিত সেই অসমাপ্ত আলোচনার জের টেনে চলে। তাই ও কথাটার গতি ফেরাবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলে, "শ্রীমতী লিডিয়া পেত্রোভ্‌না কোথায়?"

"লিডা? কোথায় আর থাক্‌বেন? দেখ গিয়ে পার্কের রাস্তায় মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের আধুনিকা

স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা তো এই সময়টাতে সেখানেই গিয়ে ভিড় জমিয়ে থাকে।"

ঈর্ষায় নোভিকফের মুখ কালো হয়ে এল। বল্‌ল, "এ রকম বুদ্ধিমতী সম্ভ্রান্ত মেয়ে কি ক'রে ঐ মাথা-মোটা লোকগুলোর সঙ্গে সময় নষ্ট করতে পারে?"

"বন্ধু, লিডা সুন্দরী এবং তরুণী, স্বাস্থ্যও তার ভাল,—যেমন তোমারও; তোমার চেয়েও বেশী, কেন না, তার সব কিছুতেই আগ্রহ যথেষ্ট—যা' তোমার নেই। সে সব জানতে চায়, জীবন দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়।"—স্যানিন উত্তর দিল। "ঐ যে আস্‌ছে। তুমি এক-নজর দেখে নাও, আমি যা বল্‌লাম, মাথায় ঢুক্‌বে। দেখ, বল, লিডা সুন্দরী না?"

লিডা ভাইয়ের চেয়ে লম্বায় একটু খাট, কিন্তু সৌন্দর্য্য তার অনেক বেশী। কমনীয় মাধুর্য্য তার স্বাস্থ্যকে দিয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ও ব্যক্তিত্ব। তেজোদীপ্ত তার চোখের চাউনি, গলার স্বরে মধুর সংগীত-মূর্চ্ছনা। সিঁড়ি বেয়ে সে ধীর অথচ গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তার পেছন পেছন ঘোড়সওয়ারের পোষাকে দু'টি সুবেশ যুবক সামরিক কর্মচারী তা'কে অনুসরণ ক'রে প্রবেশ করল।

"কে সুন্দরী? আমি কি?"—সমস্ত বাগানটিকে গলার স্বরে সৌন্দর্য্যে ও তারুণ্যে ভরপুর ক'রে দিয়ে লিডা জিজ্ঞাসা করল। হস্তমর্দন করবার জন্য সে নোভিকফের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, নোভিকফ্‌ও তার হাত ধরল বটে,—কিন্তু লজ্জায় আরক্তিম হয়েই। লিডা নোভিকফের এই সলজ্জ প্রেম-নিবেদনে অভ্যস্ত ছিল বলেই এ সব নজর করেনি।

আগন্তুক কর্মচারী দু'টির মধ্যে যার চেহারা সুন্দরতর, সে বল্‌ল, "শুভ সন্ধ্যা ভ্লাডিমির পেত্রোভিচ্‌।"

এর নাম স্কাঙ্কডিন, ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টে এক জন ক্যাপ্টেন; লিডার অন্যতম স্থায়ী অনুরাগী। অন্য জনের নাম লেপ্টেনাণ্ট টানারফ্, সে স্কাঙ্কডিনকে আদর্শ সৈন্য বলে মনে মনে পূজা করে, ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গিকে করে অনুকরণ। সে একটু উস্‌খুস্ করল, কিন্তু বল্‌ল না কিছু।

"হ্যাঁ, তোমাকেই বল্‌ছিলাম।" স্যানিন বল্‌ল তার বোনকে।

"নিশ্চয়ই, আমি সুন্দরী বৈ কি! তোমাদের বলা উচিত ছিল, বর্ণনাতীত সুন্দরী।" খুসী মনে হাস্‌তে হাস্‌তে স্যানিনের দিকে তাকিয়ে লিডা গিয়ে চেয়ারে বস্‌ল দুহাত উঁচু ক'রে তুলে,—এতে তার সুঠাম নিটোল বুকের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল,—সে মাথার চুল যথা স্থানে বিন্যস্ত করতে লাগ্‌ল। বোধ হয় ইচ্ছে করেই একটা চুলের কাঁটা তার আঙুল ফস্‌কে মাটিতে পড়ে গেল।

"আন্দ্রে পাভ্‌লোভিচ, দয়া ক'রে আমাকে একটু সাহায্য করুন!" ন্যাকামির সুরে লিডা বল্‌ল টানারফ্‌কে।

লিডার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে, স্যানিন, অন্যরা শুন্‌তে পায়, এমন স্বগতোক্তি করল, "কী সুন্দর!" লীডার উচ্চারিত দেহভঙ্গির দিকে ওর দৃষ্টি। লিডা সলজ্জভাবে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

লিডা বল্‌ল, "এখানে আমরা যা'রা আছি, তা'রা সবাই সুন্দর।"

"কি বললেন? সুন্দর? হাঃ, হাঃ, হাঃ!"—চক্‌চকে দাঁত মেলে স্কাঙ্কডিন্ হেসে উঠল। "বড় জোর বল্‌তে পারা যায় যে আমরা হচ্ছি আপনার চোখধাঁধান সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করবার কাঠামো—ফ্রেম্ মাত্র!"

আশ্চর্য্যান্বিত হয়েই স্যানিন বলে উঠ্‌ল, "কী বাক্ প্রতিভা!" তা'র কথায় শ্লেষের আভাষ ছিল।

চুলের, কাঁটাটির সন্ধানে নিরত থেকে টানারফ লিডার কেশ

বিন্যাসের কাজে সহায়তা করছিল। সে বল্‌ল, "লিডিয়া পেত্রোভ্‌নার উপস্থিতিই যে-কারুর বাক্‌পটুত্বের সহায়ক।"

"আরে, সেকি? স্ত্যানিন জড়িত স্বরে বল্‌ল, "আপনিও বাক্‌পটু হয়ে উঠলেন দেখছি।"

নোভিকফ্‌ ফিশ্‌ফিশ্‌ ক'রে বল্‌ল, "ছেড়ে দাও ওদের কথা।" যদিও লিডার প্রশংসা শুনে ও খুসীই হ'ল।

লিডা স্ত্যানিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। যা'র মানে হচ্ছে, 'ভেব না এই লোকগুলোকে আমি চিনি না। তোমার চেয়ে আমি একবিন্দুও বেশি বোকা নই, আর আমি বেশ জানি যে আমি কি করছি।"

স্ত্যানিন ওর দিকে তাকিয়ে হাস্‌ল।

শেষ অবধি হারানো চুলের কাঁটাটির পুনরুদ্ধার হ'ল। টানারফ্‌ সেটি সসম্ভ্রমে টেবিলের উপর রাখল।

"দেখুন, আমার অবস্থা কি করেছেন আন্দ্রে পাভ্‌লোভিচ্‌।" দুষ্টমী ও ন্যাকামী মিশ্রিত স্বরে লিডা বল্‌ল। "আমার চুলগুলো সব জড়িয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে ঘরে গিয়ে সব আবার ঠিক করে নিতে হবে।"

টানারফ্‌ থতোমতো খেয়ে মাপ চাইবার চেষ্টা করল।

লিডা চলে গেল। সুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্যে পুরুষমাত্রই যে একটা অতিমাত্রায় সংযত বোধ করতে থাকে, সেই মনোভাব থেকে রেহাই পেয়ে সবাই যেন হাঁপ ছাড়তে পেল। স্যারুডিন সিগারেট ধরালো। ওর কথাবার্তার ধরণে মনে হোতে পারত, যেন আলাপ আলোচনায় সর্বদাই প্রধান অংশ গ্রহণ করতে ও অভ্যস্ত; আর কথাবার্তার ভেতর দিয়ে যেন কখনই ওর সত্যিকার মনোভাব প্রকাশ পেত না।

বল্‌ল, "আমি লিডিয়া পেত্রোভ্‌নাকে ভাল করে গান শিখতে বলেছিলুম। ওঁর এমন সুন্দর গলা,—বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ ওঁর খুবই উজ্জ্বল।"

"অতি উজ্জ্বল জীবনাদর্শ, বল্‌তেই হবে!"—বিমর্ষভাবে নোভিকফ প্রতিবাদ করল অন্য দিকে তাকিয়ে।

"কি দোষটা এতে দেখ্‌লেন?" ঠোঁট থেকে সিগারেট্‌ সরিয়ে প্রকৃতই বিস্মিত হয়ে স্যারুডিন জিজ্ঞাসা করল।

"ভাল ক'রে গান শিখে কি হবে? অপেরা গায়িকা? একটা অভিনেত্রী কি? বেশ্যা ছাড়া আর কি! অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে নোভিকফ ফস্‌ করে বলে ফেল্‌লে। ঈর্ষায় সে জ্বলে উঠেছে। যে তরুণীর দেহকে সে ভালবাসে, তা' যে অন্যান্য লোকের সামনে প্রলোভনকর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দেখা দেবে তাদের কামচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য, একথা ভাবতেই তা'র শরীর রী রী করে উঠ্‌ল।

স্যারুডিন্‌ আনিমীল চক্ষপল্লব তির্যক্‌ ক'রে বল্‌ল, "ওকথা বলাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

নোভিকফের দুই চোখ-ভর্ত্তি ঘৃণা। সে স্যারুডিন্‌কে সেই শ্রেণীর লোক ব'লে মনে করত, যে কিনা তা'র প্রেয়সীকে ছিনিয়ে নিতে চায়; লিডার প্রেমে স্যারুডিন্‌ যেন ওর প্রতিদ্বন্দ্বী! তা ছাড়া, স্যারুডিনের সুন্দর আয়ত চোখ দুটিও ওর বিদ্বেষের অন্যতম কারণ ছিল।

তাই সে প্রত্যুত্তরে বল্‌লে, "না, না, মোটেই বাড়াবাড়ি হয় নি। মঞ্চের ওপর অর্ধ অনাবৃতা হয়ে দাঁড়ান, এবং কামোত্তেজক দৃশ্যে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ ক'রে দেখানটা, বিশেষতঃ তা'দের কাছে, যা'রা কিনা দু একঘণ্টার মধ্যেই বিদায় নেবে, যেমন তারা বিদায় নিয়ে থাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে বাইজি বা ঐ শ্রেণীর কুলটাদের কাছে থেকে। অঃ, মনোরম জীবনাদর্শ।"

"বন্ধু,"—স্তানিন বল্‌ল, "প্রত্যেক রমণীরই প্রথম এবং প্রধান কামনা হচ্ছে তা'র দেহগত সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ও প্রশংসা শোনা।"

বিরক্ত হয়ে নোভিকফ্‌ কাঁধের ঝাঁকুনি দিল। মুখে বল্‌ল, "কি রকম ছ্যাবলা অভদ্র মন্তব্য।"

"অভদ্রই হোক্‌ আর যাই হোক্‌, কথাটা সত্যি।" উত্তর দিল স্তানিন। ষ্টেজেই লিডাকে মানাবে সব চেয়ে ভাল। আর আমি খুসী মনে তাকে সেখানেই দেখ্‌তে যাব।"

সহজাত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই উপস্থিত সকলে স্তানিনের উক্তি শুন্‌ল; কিন্তু ওরাও মনে মনে অখুসী হ'ল। স্তারুডিন, যে কি না নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করত, সে এই কলহ-মুখর অপ্রীতিকর আবহাওয়াকে দূর করবার দায়িত্ব নিজেরই বলে গ্রহণ করল। বল্‌ল, "বেশ, আপনি তা'হলে এই তরুণী ভদ্র মহিলার ভবিষ্যৎ জীবন ঠিক কি রকম ছকে গড়ে' ওঠা উচিৎ বলে মনে করেন? বিয়ে করাটাই কি তার'পক্ষে একমাত্র কর্তব্য হবে? পড়া শুনা ক'রে জীবন কাটাবে? অথবা দেবদত্ত ক্ষমতার ঘটাবেন অসময়ে সমাপ্তি? তাই যদি হয়, তাহলে সেটা হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গর্হিত অপরাধ, যে প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে তা'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"

অবিমিশ্র বিদ্রূপ নিয়ে স্তানিন উচ্চারণ করল, "ওঃ, এতবড় একটা গুরুতর অপরাধ ঘট্‌তে চলেছে, এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার মাথায় এতবড় একথাটা ঢোকে নি দেখ্‌ছি!"

নোভিকফ্‌ও এই বিদ্রূপের সুরেই হেসে উঠ্‌ল, কিন্তু যথেষ্ট ভদ্রভাবেই স্তারুডিনকে প্রশ্ন করল, "অপরাধ কিসের? একজন সু-মাতা অথবা একজন মেয়ে-ডাক্তার হাজারটা অভিনেত্রীর চাইতেও বেশি মূল্যবান।"

টানারফ্‌ সরোষে উত্তর দিল, "মোটেই না।"

"এ আলোচনাটা কি আপনাদের কাছে তেতো লাগ্‌ছে না ?"—স্থানিন সবাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

স্যারুডিন কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, কা'র যেন কাশির শব্দে সে কথা শোনা গেল না। আলোচনাটা ক্রমশঃই বিস্বাদ ও বিরক্তি জনক হয়ে উঠ্‌ছিল, মনে মনে সবাই এই আলোচনারই মুণ্ডপাত কর্‌ছিল বটে, ভাবছিল কি ক'রে এই অপ্রীতিকর আলোচনার সমাপ্তি ঘটানো যায়,—কিন্তু স্থানিনের কথায় কেমন যেন আহত বোধ করল সবাই।

অদূরে বারান্দায় লিডা এবং ম্যারিয়া আইভানোভনোকে দেখা গেল। লিডা তার ভাইয়ের কথার শেষাংশ শুন্‌তে পেয়েছিল, কিন্তু আলোচনার বিষয়-বস্তু বা কি উদ্দেশ্য করে ও-কথা বলা হয়েছে, তা' সে বুঝতে পারেনি। হেসে চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা খুব শীগ্‌গিরই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। তারচেয়ে চলুন, সবাই নদীর দিক্‌টায় যাই। এখন ওখানটা বেশ মনোরম হয়েছে।"

ওদের সামনে দিয়ে সে যখন চলে এলো, তাঁ'র সুঠাম দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈষৎ দুলে-দুলে উঠছিল; তার চোখে একটা রহস্যঘন চাহনি,—কিছু যেন বলতে চায়, কিছু যেন প্রত্যাশা করবার ইঙ্গিত দেয়।

"খাওয়ার আগে অবধি একটু ঘুরেই এসো না!"—বললেন ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না।

"সানন্দে।"—উৎফুল্ল হয়ে উঠল স্যারুডিন। হাত বাড়িয়ে দিলো লিডার বাহু ধারণ করবার জন্য।

যেন ঠাট্টার মত শোনায় এরূপভাবে নোভিকফ্‌ বল্‌ল, "আশা করি, আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে আসবার জন্য।"—চোখ প্রায় অশ্রুভারাক্রান্ত।

ঘাড় ফিরিয়ে লিডা উত্তর করলো, "কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে?"

"হাঁ, হাঁ, তুমিও যাও," বললো স্তানিন। "আমিও নিশ্চয়ই আসতাম যদি না লিডা দৃঢ়বিশ্বাস করতো যে, আমি তার ভাই।"

লিডা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তির হাসি হাস্‌ল।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না সত্যিই অসন্তুষ্ট হলেন স্তানিনের কথা শুনে। "তুমি ও-রকম বোকার মত কথা বল কেন?" বললেন, "বোধ হয় নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করো?"

স্তানিন পাল্‌টিয়ে বল্‌ল, "সত্যিই আমি ভাবিনি কোনো দিন যে আমি খুব বাহাদুর।"

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ছেলেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। স্তানিন কখন যে ঠাট্টা করে, আর কখনই বা সহজ সুরে গভীর কথা বলে, তা তিনি ধরতেই পারতেন না। যে সামাজিক আবেষ্টনে স্তানিন জন্মেছে, শিক্ষা-দীক্ষার অন্তে তার সামাজিক মর্য্যাদা সেই আবেষ্টনেই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখুক সমাজের আর পাঁচ জনার মতো, এইটাই ছিল তাঁর কামনা। তিনি অবশ্য জানতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার ফলে মানুষের অবচেতন গুণাবলী ভেসে ওঠে সজ্ঞান মনের ওপর তলায়, যেখানে প্রত্যেকটী ছাত্র দেখা দেয় বিপ্লবীরূপে, শাসকশ্রেণী তখন দেখা দেয় ওদের চোখে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদিরূপে। কিন্তু যদি ছাত্র হয়ে ওঠে রক্ষণশীল, এবং শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে অ্যানার্কিষ্ট, তাহলে তো বিপদের কথা। স্তানিনের হয়ে ওঠা উচিত ছিল অন্য কিছু, এখন যা' হয়েছে তা নয়। বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত-মহলে স্তানিনের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তার প্রতিক্রিয়া তিনি যা দেখছেন, তাতে তাঁকে আশংকিতা করে তুলেছে।

স্তানিনও জানতো এ কথা। সে প্রথম প্রথম ভেবেছিল মাকে বোঝাবে তাঁর শ্রেণীসুলভ ভাবধারার মূল্যহীনতা। কিন্তু তা না ক'রে

সে মা'র কথায় হেসে উঠত, পরে উঠে ঘরের ভেতর চলে যেত। সেখানে গিয়ে বিছানায় খানিকটা শুয়ে থাকত; চিন্তা করত। তার মনে হ'ত, যেন এক দল লোক এই পৃথিবীটাকে একটি মাত্র সামরিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেখানে স্থান নেই। এক-এক সময় ধর্ম সম্বন্ধেও চিন্তা করত। কিন্তু তা এতই বিশ্রী লাগত যে, শেষ অবধি ওর ঘুম পেত, এবং সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হওয়া অবধি ঘুমিয়েই থাকত।

ম্যারিয়া আইভানোভ্না একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন। অপসৃয়মান সন্ধ্যালোকের দিকে তাকিয়ে কি একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

তিন

ওরা যখন বেড়িয়ে ফিরে এল, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাগানের পাতলা কালো আবরণের ওপার থেকেই ওদের হাসি ও মেজাজী গলার শব্দ খানিক সময় থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। লিডার গায়ে যেন নদীর গন্ধ, তারুণ্যের সঙ্গে মিশে এক অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল।

"খেতে দাও, মা খেতে দাও।" লিডা মাকে টান্তে টান্তে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল, বলল, "ইতিমধ্যে ভিক্টর সার্জেভিস আমাদের গান শোনাবেন।"

ম্যারিয়া আইভানোভ্না রাতের খাবার গুছিয়ে নেবার জন্ত বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, এমন সুন্দরী হাস্তমুখী মেয়ে তাঁর, নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ কখনই এর দুঃখের হবে না।

স্যারুডিন এবং টানারফ্ বসবার ঘরে পিয়ানোর কাছে গেল; লিডা বারান্দায় একটা দোল্না-চেয়ারে গিয়ে বস্ল। নোভিকফ্ অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে এক-একবার লিডার মুখের দিকে, একবার তার সুপুষ্ট স্তনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে। লিডার ওদিকে নজরই ছিল না। সে চোখ বুজে জীবনের প্রথম আত্মপ্রেম-সুধা পান করছে।

নোভিকফের মনে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব; সে লিডাকে ভালবাসত, কিন্তু লিডার তা'র প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে সে মোটেই নিশ্চিত নয়। এক-এক সময়ে মনে হ'ত, হয়তো লিডা তাকে ভালবাসে, আবার হয়তো মনে হ'ত, না। যখন মনে হ'ত হঁ্যা, লিডা তাকেই ভালবাসে, তখনই মনে মনে সে লিডার সুকোমল দেহবল্লরী যেন দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছে,

স্বপ্ন দেখত! কিন্তু এই চিন্তা কামজ, অশ্লীল—এ'টা ভাবতে নিজের ওপর ধিক্কার হ'ত; অনুতপ্ত হয়ে ভাবত, সে যেন লিডার উপযোগী নয়।

সে ঠিক করল, আজই লিডার কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করবে। হাঁ, আজই। এ ভাবে সে আর নিজেকে দগ্ধে মারতে পারে না। কিন্তু যদি লিডা প্রত্যাখান করে?

সে ভাবতেই পারে না, এই প্রত্যাখ্যানের পর সে কি করবে। না। আজই............

ওর মাথায় তখন আগুন ছুটছে। কপালে সারি সারি ঘামবিন্দু; হৃদপিণ্ডের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

"আঃ, ও-রকম ঘট-ঘট ক'রে আওয়াজ কোরো না।" চোখ মেলে লিডা নোভিকফকে জুতোর আওয়াজ করতে বারণ করল। "কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না।"

মাত্র তখনই নোভিকফ উপলব্ধি করতে পারল যে, ভেতরে স্যারুডিন গান গাইছে—

"এক দিন তোমা ভালবেসেছিনু
তুমি কি গো পার ছলিতে?
দেখ চেয়ে প্রেম-হোমানলশিখা
আজো আছে হৃদে জ্বলিতে!"

নিতান্ত মন্দ গায় না স্যারুডিন; অশিক্ষিত পটু গাইয়েরা যেমন স্বরের ওপর দিয়েই কায়দা দেখাবার চেষ্টা ক'রে থাকে, স্যারুডিনও তেমনি। নোভিকফ ওর গানে এমন কিছু পেল না।

"কি গান ওটা? ওর নিজেরই তৈরী না কি?"—নোভিকফ, বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"না! দয়া করে ব্যাঘাত কর না, বস!"—তীব্র সুরে লিডা বলল। "গান যদি না ভাল লাগে, বাইরে চাঁদ দেখ গে যাও।"

সেই সময়টিতে, পূর্ণিমার চাঁদ কালো গাছের ডাল-পালা ছাড়িয়ে উঠছিল। আবছা পাণ্ডুর আলো বারান্দায় ঠাণ্ডা পাথরের ওপর, লিডার পোষাকে, শান্তশ্রী মুখের ওপর এসে পড়ছিল। বাগানের ছায়া ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে আসছে—যেন নিবিড় বনানীর আবছায়া।

নোভিকফ্ সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, চাঁদের চেয়ে তোমাকেই আমি বেশি পছন্দ করি।" (মনে মনে বলল, 'একটা আহাম্মকের মতো মন্তব্য করলাম!')

লিডা হো-হো, ক'রে উঠল। "কি রকম কুমড়োপানা বর্ণনা।"

"কি করে আমার মনের কথা তোমাকে জানাব, বুঝতে পারছি না।"—নীরস মুখে বলল নোভিকফ্।

"বেশ, চুপ করে বসে শোন তা'হলে।"—কমনীয় ভাবে গ্রীবা নেড়ে লিডা বল্ল তাকে।

"ভুলে গেছ আজি,
জানি আমি জানি,
মোরে নাহি তব স্মরণে।
কেন তবে তব বিরচিত ব্যথা
অশ্রু-বিভল নয়নে!"

পিয়ানোর রূপালী সুর বাগানের সবুজ পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। চাঁদের আলো আরও ছল্‌কে ওঠে। ছায়া হয় আর সুনিবিড়। ঘাসের ফালিটুকু পার হয়ে স্যানিন একটি লিম্‌ডেন গাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল। অকস্মাৎ এই চাঁদের আলো, নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার, তার ওপর পিয়ানোর সুর, সব মিলিয়ে একটা ঐক্যতান মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে যেন। স্যানিনের মন চাইলো না ঐ সুন্দর পরিবেশকে কোন সামান্য উপায়েও ব্যাহত করতে।

"লিডিয়া পেত্রোভ্‌না!"—যেন এই মুহূর্ত কিছুতেই অতিক্রান্ত হ'তে দিতে চায় না নোভিকফ্‌।

যন্ত্রচালিতবৎ লিডা বলল, "কি, বল?" বনের ওপর যেখানে ফিকে নীলে রূপালী চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে।

"অনেক—অনেক দিন অপেক্ষা করেছি—মানে তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই।"—কোন রকমে থতমত খেয়ে বলে ফেলল নোভিকফ্‌।

স্যানিন কান পেতে শুন্‌তে লাগল, কি বলে ওরা।

"কি নিয়ে?"—আন্‌মনা লিডা জিজ্ঞাসা করল।

স্যারুভিনের আগের গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবার আর একটা গান সুরু করল।

নোভিকফ্‌ বুঝছে, সে ক্রমশঃই লাল হয়ে উঠছে, এবার পাণ্ডুর হবার পালা। বোধ হয় এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

"আমি—দেখ—লিডিয়া পেত্রোভ্‌না—তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?"

থেমে, তোৎলিয়ে যখন কোন রকমে নোভিকফ্‌ কথা কয়টা শেষ করল, তার মনে হ'ল, আরও ভাল ক'রে গুছিয়ে প্রস্তাবটা করা যেত। কথা শেষ হবার আগেই সে বেশ বুঝতে পারছিল, তা'র ভাগ্যে আছে 'না'। একটা আহাম্মুকী কিছু ঘট্‌বে এই মুহূর্তে, এ যেন সে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে।

যন্ত্রোচ্চারিতবৎ লিডা বলল, "কাকে বিয়ে?—" তার পর অকস্মাৎ আরক্তিম হয়ে উঠে সে যেন কিছু বলতে চাইল। কেমন একটা দুর্দমনীয় লজ্জা এবং সঙ্কোচ তা'কে করে তুলল বিমূঢ়। জ্যোৎস্নালোকে তখন তা'র সর্বাঙ্গ পরিপ্লুত।

"আমি—তোমাকে ভালবাসি।"—জানাল নোভিকফ্‌।

চাঁদের আর আলো নেই; তরুণী রাত্রির বাতাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল; ধরণী যেন পায়ের নীচে দ্বিধা হয়ে যাচ্ছে।

"আমি জানি না কি ক'রে গুছিয়ে কথা বলতে হয় ;—তা যাই হোক্ গে, আমি তোমায় খুব ভালবাসি !"

('খুব ভালবাসি' মানে ? যেন আইস্-ক্রীম আর কি ?—নিজের মনেই বলল নোভিকফ্ ।)

কোথা থেকে একটা পাতা খ'সে উড়ে এসে পড়ল লিডার হাতে ; সেইটাকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে লিডা ভাবল, কী ! এইমাত্র যা' শুন্‌ল, তা' তাকে নিঃসংশয়ে অভিভূত করেছে, প্রস্তাবের অসমীচিনতা ও আকস্মিকতার জন্যই । নোভিকফ—যাকে সে শিশুকাল থেকেই দেখে-দেখে অভ্যস্তা হয়ে গিয়েছিল, যাকে সে নিকট-আত্মীয়ের মতই মনে ক'রে এসেছে, তা'র মুখে এই প্রস্তাব !

"আমি সত্যিই বুঝছি না কি বল্‌ব ! আমি কখনই ভাবিনি ।"

নোভিকফের বুকের ভেতর কি হাতুড়ীর ঘা' হচ্ছে ? এখনই কি হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনি বন্ধ হয়ে যাবে ? অসম্ভব রকম পাণ্ডুর হয়ে সে উঠে দাঁড়াল, হাট্‌টা তুলে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল ।

"তুমি কি চলে যাচ্ছ ?—বিদায় !"—অস্বস্তিকর হাসি টেনে এনে হাত বাড়িয়ে দিল লিডা ।

তুলে নিল হাত নিজের মুঠোয়, কিন্তু নোভিকফ্ তা' স্পর্শ করল না অধর দিয়ে । ছেড়ে দিল হাত । টুপিটা মাথায় দিয়েই সে আর একটি বাক্য উচ্চারণ না ক'রে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে ।

গাছের ছায়ায়, অন্যের অলক্ষিতে, দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে সে বলে উঠল, "হে ভগবান্ ! শেষটায় এই দিলে আমায় ? কী করব ? নিজেকে গুলী করব ?—না, না, সেটা একটা নিছক বোকামী !—অ্যাঁ, গুলী করব নিজেকে ?"

এলোমেলো উন্মত্ত চিন্তার দ্রুত স্রোত বয়ে গেল তা'র মস্তিকে ।

স্যানিন গোড়ায় ভেবেছিল ওকে ডাকা যাক্ ; তা' না ক'রে সে

একটু হাস্‌ল। এটা তা'র কাছে অদ্ভুত লাগছিল যে নোভিককের মত একটা সুস্থ সবল লোক নিজের চুল টেনে ছিঁড়বে, মেয়েছেলের মত কাঁদবে,—কেন না যে মেয়ের দেহ কামনা সে করেছিল সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। এ রকম একটা লোককে লিডা পাত্তা দেয়নি বলে সে একটু খুসীই হ'ল মনে-মনে।

কয়েকটা মুহূর্ত লিডা একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্যানিনের কৌতুহলী দৃষ্টি তা'র প্রস্তরমূর্তিবৎ শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইল। স্যারুডিন এতক্ষণে ড্রয়িং-রুমের আলো থেকে বেরিয়ে বারন্দায় এল। লিডার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে নীরবে আল্‌গোছে ওর কটিবেষ্টন ক'রে ধরল।

কানের কাছে মুখ রেখে ফিশ্‌ফিশ্‌ ক'রে স্যারুডিন বলল "এত মনময়া হয়ে কেন?"—লিডার কানের লতি একটা সে তা'র ঠোঁটে স্পর্শ করল। অন্যান্য বারের মতোই লিডা তা'র সর্ব্বাঙ্গে একটা কম্পন অনুভব করল। লিডা বেশ জানত, আভিজাত্যে, শিক্ষায়, কাল্‌চারে সে নিজে তার অনেক ওপরের স্তরের, তা'কে স্যারুডিন কখনই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তবু এই ওর দু'বাহুর মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ওর সুদৃঢ় স্পর্শ পেতে বেশ ভালই লাগছিল। যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের পাশে এসে ও দাঁড়িয়েছে, ইচ্ছা করলেই নিজেকে সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

অর্ধোচ্চারণে শুধু বল্‌ল, "আমাদের দেখে ফেলতে পারে।"

যদিও ওর আলিঙ্গনের প্রত্যুৎত্তর সে দিচ্ছিল না, তবু তো নিজেকে ওর বাহুমুক্তও ক'রে নিল না! স্যারুডিন কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় প্রত্যুত্তরে ক্রমশঃই উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিল।

কানে কানে বল্‌লো, "একটি কথা দাও।"—দৃঢ় বাহুপাশে সে তাকে পিশে ফেলতে চায়। শিরা উপশিরা ওর কামনায় উদগ্র হয়ে উঠ্‌ছে। বল্‌ল, "আসবে?"

লিডা কাঁপছে। এ প্রশ্ন তা'র কাছে প্রথম নয়; প্রতিবারই এই কাঁপুনি এসেই তো আর তাকে মত দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

"কেন?"—লিডা জিজ্ঞাসা করল। আকাশের চাঁদের দিকে স্বপ্নালু চোখ মেলে ও তাকালো।

"কেন?—তোমাকে কাছে পেতে চাই, তোমাকে দেখতে চাই, কথা বলতে চাই। আঃ,...এ একটা কষ্ট! হাঁ, লিডা তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ! বল, আসবে?"

এ কথা বলে, আর দৃঢ়তর ভাবে ওকে দু'হাতে বুকের ওপর চেপে ধরে। জ্বলন্ত লোহার উত্তাপে যেন লিডার স্নায়ুগুলি মুহ্যমান হয়ে গেল। কোমল দেহবল্লরী যেন কঠিন হয়ে উঠে আরো সান্নিধ্যে এল স্ত্যারুডিনের। আশংকার ও সুখের উত্তেজনায় মিশ্রিত রভস-রসে আতুর হয়ে উঠ্‌ল ওর সমগ্র অস্তিত্ব। চার পাশের বস্তুময় পৃথিবী আর নেই,—সব নাচছে; আকাশে চাঁদ নেই, সে খসে পড়েছে বাগানের লন্‌-এর সীমায় ঝোপ-ঝাড়ের ডগায়। অদ্ভুত ভাবে পরিচিত বাগানটা এক নতুন বস্তুহীন দৃশ্য নিয়ে তার চার পাশে ঘনিয়ে এসেছে। মাথা ঘুরছে। অতি কষ্টে লিডা নিজেকে স্ত্যারুডিনের বাহুমুক্ত করে দাঁড়াল।

অস্পষ্ট ভাবে জবাব দিল, "হাঁ, যাব।"—ওর অধরোষ্ঠ শুকনো নির্জীব। যেন এক অতলস্পর্শী গহ্বরের পাশ থেকে এইমাত্র ও সরে এল।

অনাগত এক অপরিচিত বেদনা, অথচ পুলক-জাগান মাদকতা-মাখা,—এমনি এক চেতনা নিয়ে লিডা ঘরের ভেতর কোন রকমে চলে এল। মনে ভাব্‌ল, কি করলাম? কি বল্‌লাম? সত্যিই কি, যা ও চায় তাই হবে? নিজেকে প্রবোধ দিল এই বলে যে,—'ভাল লাগে তাই বল্‌লাম ওকে। ওর কথা রাখ্‌বার জন্যে তো আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে! দর্পণের সামনে মাথার উপর দুহাত তুলে নিজের কমনীয় তনুর গতিময় সাবলীলতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল লিডা।

স্মার্কডিন তখন বারান্দায়। অর্ধনীমিল চোখ ;···ভাবছিল তা'র ভাগ্যের কথা। কোন দিন নারী-হৃদয় বিজয়ে সে পরাঙ্মুখ হয়নি ; কিন্তু এবারকার—? আগতপ্রায় সময়টি কল্পনা ক'রে সে প্রবল কামপ্রবণতা অনুভব করল শরীরে। সমর্পণের চরম মুহূর্ত্তে লিডার কামোত্তেজিতা হাব ভাব সে স্বপ্নের মত দেখতে পেল!

প্রথম প্রথম যখন লিডাকে সে প্রণয়-নিবেদন করেছিল, প্রথম যখন লিডা তা'র বাহুবন্ধনে এসেছে, সে দেখেছে লিডার চোখে এক কালো আগুনের শিখা, জ্বালাময়ী, অন্তঃ-প্রবাহী,—তা'র চোখের দিকে তাকাতে সাহস হ'ত না।—যেন সেখানে কী এক ঘৃণা তা'র জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তা'র অভিজ্ঞতায় যে-সব মেয়েরা এসেছে, তা'দের তুলনায় একে দেখা চলে না। এক-এক সময় মনে হ'ত, ওকে নিয়ে লিডা যেন খেলা করছে। কিন্তু আজকের এই বাক্‌দানের পর, সে তার জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হ'ল। এই গর্ব্বোদ্ধতা, অপাপবিদ্ধা, মার্জ্জিতরুচি মেয়েটা তা'র কাছে আত্মসমর্পণ করবে—যেমন করেছে অন্যেরা।—ওকে নিয়ে তখন যে-রকম খুসী ব্যবহার করবে সে। সর্ব্ব-আবরণহীনা লিডা, বিস্রস্তবেশা, আলুলায়িতকেশা, আনীমিলনয়না, কামাতুরা,······কামসম্ভোগ পরিবেশের মধ্যমণি! পরিষ্কার সে দেখল—লিডার দেহদানের সেই চরম প্রতিচ্ছবি। শারীরিক স্থৈর্য্যে এই কল্পনার ছবি দেখা যায় না, সে সিগারেট ধরাতে গেল, হাত কাঁপছে। সে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল।

স্ট্যানিন ওদের কথাবার্ত্তা কিছুই শোনেনি ; দেখেছে সব, অনুমানও করেছে সব। ওকে অনুসরণ ক'রে সেও ভেতরে গেল।

মনে তা'র কি ঈর্ষার আভাষ?

ওর মত পশুগুলোরই কি কপাল সব সময়ে ভাল?—সে ভাবল নিজের মনে। কি মানে এর? লিডা আর ও?

খাবার সময় হঠাৎ ম্যারিয়া আইভানোভ্‌নার মেজাজটা রুষ্ট হয়ে উঠল। সেইজন্য টেবিলে আলাপ জমল না। তা' ছাড়া, লিডা কারো দিকে না তাকিয়েই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছিল। স্যারুডিনই যা-কিছু সোরগোল তুলে রেখেছিল। স্যানিন হাই তুলল বার কয়েক, প্রচুর ব্রাণ্ডি খেল, এবং মনে হ'ল এখনই ঘুমুতে যাবে। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হ'ল, সে বলল স্যারুডিনকে ব্যারাক অবধি পৌঁছে দেবে। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি, চাঁদ মাথার ওপরে। প্রায় নীরবে ওরা ব্যারাক অবধি গিয়ে পৌঁছল। সারা রাস্তাটা স্যানিন স্যারুডিনের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবছিল, ওকে ঠিক মুখের ওপর একটা চড় মারলে ঠিক হবে কি না।

"হুঁ—ঠিক।"—হঠাৎ সে সুরু করল। ততক্ষণে ওরা স্যারুডিনের কোয়ার্টারের প্রায় কাছে এসে পৌঁছেছে। "এই পৃথিবীতে কত অজস্র রকমের বদ্‌মাইস যে আছে!"

চোখ উঁচু ক'রে স্যারুডিন জিজ্ঞাসা করল, "কথাটার মানে কি?"

"ঠিক তাই, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বল্‌তেই হবে যে, বদ্‌মাসগুলোই সব চেয়ে আকর্ষণীয়।"

"আপনি নিশ্চয়ই তা' মনে করেন না!" স্যারুডিন হাসিমুখে বলল।

"নিশ্চয়ই তাই। পৃথিবীতে সৎলোকের চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই। সৎলোক মানে কি? সততা এবং পুণ্যের তালিকা ও কার্য্যক্রম আমাদের প্রত্যেকেরই কাছে এত পুরানো ও একঘেয়ে হয়ে গেছে যে, ওর ভেতর আর কোন নূতনত্ব নেই। এই সব মান্ধাতার আমলের বস্তা-পচা নীতির বাহুল্যে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যায় নষ্ট হয়ে, জীবন হয়ে ওঠে সততা ও পুণ্যের ছকে-গাঁথা অসহ্য রকমের সীমায়ত। 'চুরি কর' না,' মিথ্যা কথা বল' না', 'ঠকিয়ো না', 'ব্যাভিচার কর' না। মজার কথা এই যে, এইগুলো প্রায়শঃই একই লোকের মধ্যেই বর্তমান

দেখতে পাওয়া যায়! প্রত্যেকেই চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, ঠকায় এবং ব্যাভিচার করে,—আর করে তা' যতটা পারে।"

"সবাই না।"—মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করল স্ক্রাকুডিন।

"হাঁ, হাঁ; সব্বাই! যে কোন এক জন মানুষের জীবন পরীক্ষা করে দেখুন, দেখবেন তার পাপাবলী। বিশ্বাসঘাতকতাই ধরুন না কেন 'সিজারের জিনিষ সিজারকে দিয়ে, আমরা যখন শুতে যাই, অথবা খেতে বসি, তখন আমরা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসি না?"

কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েই স্ক্রাকুডিন প্রশ্ন করলে, "কি বল্‌লেন আপনি?"

"হাঁ, আমরা তাই করি। আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি; প্রয়োজনের সময়ে সৈন্যদলে নাম লেখাই; তা'র মানে এই যে, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষতি করে থাকি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে,—যা আমরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমরা নিশ্চিতে শুয়ে নিদ্রা যাই, যখন কি না আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত তাদের কাছে, যারা আমাদেরই আদর্শের জন্য নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করছে সেই মুহূর্তে। আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আমরা খাই; অন্য অনেকে অনাহারে মরে। যদি আমরা প্রকৃতই সৎলোক হ'তাম, তাহলে তাদেরই সুখ-সুবিধার জন্য আত্মোৎসর্গ করতাম। উদাহরণ আরও দেওয়া যেতে পারে,—এত সরল কথা! কিন্তু একটা বদ্‌মাস, সত্যিকারের এক জন বদ্‌মাস,—একেবারেই আলাদা ধাতুর তৈরী। তার বর্ণনার প্রথমেই বলা উচিত যে, সে এক জন অতিবিশ্বস্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক মানুষ।"

"স্বাভাবিক?"

"নিশ্চয়ই, সে স্বাভাবিক মানুষ। স্বাভাবিক মানুষ যা' করে, সেও তাই করে। এমন কিছু হয়ত সে দেখলে—যা' তা'র নিজস্ব নয়, অথচ তা' ভাল লেগেছে; সে কি করবে?—নিয়ে নেবে। সে দেখল একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক, যে কি না তাকে আত্মদান করবে না, সে জোরে

বা কৌশলে তাকে আত্মসাৎ করবার পন্থা বের করল। কামনা ও তা'র তৃপ্তিসাধন করবার প্রবৃত্তি—এইটেই তো মানুষকে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের থেকে উর্ধে রেখেছে। জানোয়ারেরা যতই বেশি জানোয়ার হয়, ততই তার মনে এই প্রবৃত্তি লোপ পেতে থাকে। সে শুধু নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই ঘুরে বেড়ায়। এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত যে, মানুষ দুঃখভোগ করবার জন্য জন্ম নেয়নি।"

"সে কথা সত্যি।"

"সত্যি তো! তা'হলে স্বীকার করতেই হয় যে, উপভোগ করাটাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। স্বর্গ তো হচ্ছে এই উপভোগ করবারই নামান্তর। স্বর্গ একটা রূপক, একটা স্বপ্ন,—এই উপভোগ করবার বিষয়বস্তু মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়।"

একটু থেমে সে আবার শুরু করল, "এই উপভোগ ও তার পরিতৃপ্তি প্রকৃতির অনভিপ্রেত নয়। আমরা প্রত্যেকেই স্বর্গ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর কামনা করে থাকি। আমি তাদেরই সত্যিকার মানুষ বলে মনে করি যারা তাদের মনের কামনা গোপন করে না, অর্থাৎ যাদের সামাজিক ভাবে বদমাস বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে—এই যেমন আপনি।"

স্যারুডিন অবাক্ হয়ে তা'র দিকে তাকাল।

"হাঁ, আপনি"—বলে চলল স্যানিন, ওর চম্‌কানোর দিকে একটুও নজর না দিয়ে। "পৃথিবীতে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, অন্ততঃ আপনি তাই মনে করেন। বলুন, আপনার চেয়ে আরও ভাল লোকের দেখা পেয়েছেন?

একটু থম্‌কে স্যারুডিন বললে, "হাঁ, অনেক।" সে স্যানিনের কথার ভাবার্থ অনুমানই করতে পারেনি। বুঝে উঠতে পারল না রাগ করবে, না খুসী হবে।

"বেশ, তাদের নাম বলুন।"—স্যানিন বল্‌ল।

স্যারুডিন নিজের কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"এই তো, পারলেন না বল্‌তে!"—ফুর্তিভরে স্যানিন বল্‌ল। "আপনিই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক, আমিও তাই; তবু দেখুন, আমাদের দু'জনের কেউই চুরি করতে, মিথ্যা কথা বল্‌তে পশ্চাৎপদ নই, এমন কি ব্যাভিচার করতেও,—হ্যাঁ ব্যাভিচার করতেও।"

"কি মৌলিক লোকটা!"—বিড়-বিড় করে স্যারুডিন কথা কয়টা উচ্চারণ করল, তার পর আবার কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

সামান্য বিরক্ত হয়ে স্যানিন শুধোল, "আপনি তাই মনে করেন নাকি?—আমি করি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—বদ্‌মাসরাই সব চেয়ে ভাল এবং আকর্ষণীয় লোক, কারণ মানুষের নীচতা যে কত দূর যেতে পারে তা'র কোন সীমা নির্দ্দেশ এঁরা করেন না। আমি সব সময়েই এক জন বদ্‌মাসের সঙ্গে করমর্দন করতে আগ্রহান্বিত।"

এই কথা বলেই স্যারুডিনের হাত চেপে ধরল এবং ওর মুখের দিকে চোখরেখে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিল। তারপর অকস্মাৎ "গুড্ বাই, গুড্ নাইট্—বিদায়" বলে ফিরে চল্‌ল।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্যারুডিন একই জায়গায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে স্যানিনের অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর কথাগুলো কি ভাবে গ্রহণ করবে সে বুঝতে পারল না,—এমন এলোমেলো এবং কটু সেগুলো। লিডার কথা মনে পড়ল; ওর ঠোঁটের কোণে এল হাসি। যাই হোক্, স্যানিন তো লিডারই ভাই!—ও যা' বল্‌ছে তা নিশ্চয়ই ঠিক বলেছে। কি রকম একটা ভ্রাতৃত্ববোধ ওর মনে এল স্যানিনের প্রতি।

"ভারী মজার মানুষ!"—সে ভাবল। তারপর গেট খুলে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে গিয়ে স্যানিন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতে তুলে নিল 'জরথুস্ত্রের বাণী' নামক দর্শনের বই—যেখানা সে পেয়েছিল লিডার বইয়ের টেবিলে। কিন্তু কয়েক পাতা পড়বার পরই এমন বিরক্ত হোল,—কল্পিত অবান্তর ভাব-কাহিনী পড়ে—যে, সে থুঃ-থুঃ করে থুতু ছড়িয়ে বইটা ছুঁড়ে ফেল্‌ল এক দিকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।
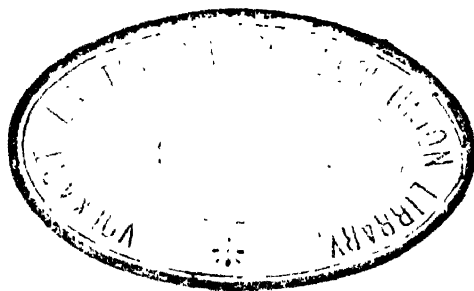
চার

কর্ণেল নিকোলাই ইগারোভিচ্ স্কোয়ারোগীস্, ঐ ছোট শহরটির অন্যতম অধিবাসী। তিনি তাঁর ছেলের—মস্কো পলিটেক্‌নিকের একটি ছাত্র—ফিরে আসবার জন্য রেল-ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন।

পুলিশের নজরবন্দী ছিল ছেলেটি, তাকে সম্প্রতি মস্কো থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে; সন্দেহ করা হয়েছিল, হয়ত বিপ্লবীদের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। ইউরাই স্কোয়ারোগীস্ তার ধরা পড়া, ছ' মাস জেল খাটা এবং মস্কো থেকে বিতাড়ন,—সব খবরই আগে থেকে বাড়ীতে লিখে জানিয়েছিল; সুতরাং তাঁরা তার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। যদিও নিকোলাই ইগারোভিচ্ সব ব্যাপারটাকে একটা বালকোচিত প্রহসন ব'লে মনে করেছিলেন, তবু তাঁর প্রিয় ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুলও হচ্ছিলেন কম নয়। হৃদয়রোগকে অবদমিত ক'রে তিনি ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। পূরো দু'টো দিন ইউরাই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছিল, অপরিমিত নোংরা আবহাওয়ায় থেকে তার ভাগ্যে নিদ্রা জোটেনি। সে একেবারেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়ী ফিরে পিতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী লুড্‌মিলাকে (ডাক নাম লালিয়া) কোন রকমে দু'-একটা কথা ব'লে সে সটান শুয়ে পড়ে ঘুম লাগাল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাশের ঘরে পাওয়া যাচ্ছে লালিয়ার মিষ্টি সু-উচ্চ হাসির শব্দ। তারই সঙ্গে আস্‌ছে আর একটি পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ, সেটিও তার বেশ ভালই লাগ্‌ল। তন্দ্রাঘোরে মনে হয়েছিল, ও আওয়াজ যেন রেল-গাড়ীর পাশের

কাম্‌রা থেকে আসছে। পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙল। চার—পাশে নিজের বাড়ীর পরিবেশ দেখে তার মন বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

একবার মনে হল, বাড়ীতে সে মোটেই না ফিরলে পারত। তাকে যেখানে খুসী থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাহলে সে নিজের বাড়ীই বেছে নিল কেন? এর উত্তর সে দিতে পারল না। বেঁচে থাকবার জন্য তাকে কোন কাজ করতে হত না; পৈতৃক অবস্থা তার ভালই, তা' ছাড়া তার বাবা তার জন্য আলাদা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন; যদিও এ চিন্তাটা তার কাছে লজ্জাজনক। এবার তার মনে হল, বাড়ী এসে ভাল করেনি। বাপ-মা তার কথা বুঝে উঠতে পারবেন না। এত দিন ধরে যে সময়টা কাটল, যে টাকাটা ব্যয় হল তার পড়াশুনার জন্য, সবই অপব্যয় হয়ে গেল। ফলে, বাবার সঙ্গে সরল হৃদয়ে মুখোমুখী কথা কইবার সুযোগও গেল নষ্ট হয়ে চিরতরে। এই ছোট শহরে সে অবিলম্বেই হাঁফিয়ে উঠবে। যে দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ তার জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে, তা' এই মফঃস্বল শহরের কুনো বাসিন্দারা কোন কালেই সম্যক্‌ প্রণিধান করতে পারবে না।

ইউরাই উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিল। ছোট্ট একটি বাগান,—মৌসুমী ফুলের কেয়ারীকরা লতা-পাতার বাহারে ঝলমল করছে; দেয়ালের ওপাশে বড় বাগান—যা এই শহরের অনেকের বাড়ীরই পেছনে রয়েছে। ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদীর জল, সন্ধ্যালোকে টল্‌টল্‌ করছে। সুন্দর প্রশান্ত সন্ধ্যা। ইউরাই মনের ভিতর কি রকম একটা বিরসতা অনুভব করল। বড় বড় শহরেই সে চিরকাল থেকে এসেছে, তবু তার মনে হত, বোধ হয় এই রকম গ্রাম্যতা-জড়ানো ছোট শহরই তার লাগে ভাল; যদিও

প্রকৃতি তাকে কোন দিন দেয়নি প্রেরণা, দিয়েছে একটা স্বপ্নালু অস্বাভাবিক পরিবেশের অনুভূতি মাত্র।

"আহা! ঘুম ভেঙেছে শেষ অবধি!"—লালিয়া ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সহাস্যে বলল।

অনিশ্চিত অবস্থা এবং আসন্ন সন্ধ্যার ভারে নুয়ে-পড়া মন নিয়ে বোনের আনন্দিত কলরব সহজ সুরে নিতে পারল না ইউরাই। সে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, "তোমার এতো উল্লাসের কারণ কি?"

যেন একটা কি মজার প্রশ্নই না করা হয়েছে, তাই লালিয়া আবার হেসে উঠল। বলল, "আহা, কি প্রশ্নই করলেন! আমি তো আর সারা দিন মুখ-গোমড়া ক'রে থাকি না! ও-রকম থাকবার আমার সময়ও নেই।"

তার পর নিজেরই কথায় নিজে উৎসাহিত হয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, "আমরা এ রকম সময় জন্মেছি যে, আমাদের পক্ষে মুখগোমড়া হওয়াটাই অপরাধ,—পাপ। শ্রমিকদের আমি লেখা-পড়া শেখাই; তারপর আছে লাইব্রেরী; তুমি যখন ছিলে না এখানে, তখন আমরা একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছি। তাতে আমার অনেক সময় যায়। বেশ চলেছে ওটা।"

অন্য সময় হলে সংবাদটা ইউরাই-এর পক্ষে মনোরম লাগত। কিন্তু এখন যেন সব কিছুই অবান্তর বলে মনে হচ্ছে। লালিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, সে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠেছে – ভাইয়ের কাছে প্রশংসা শুনবারই আশায়। শেষ অবধি ইউরাই বলল—"ওঃ, তাই না কি?"

"এত সব কাজ ক'রে, তুমি কি মনে কর, আমি মুখ-গোম্‌ড়া হয়ে থাকতে পারি?"—লালিয়া প্রসন্ন মনে বলল।

"কি জানি কেন, সব-কিছুই আমাকে পীড়া দিচ্ছে!"—নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেলল ইউরাই। লালিয়া, মনে হল, কথাটায় আঘাত পেল।

"আহা, কী কথাই বললেন! বড় জোর দু'ঘণ্টা তো হল বাড়ীতে এসেছ, ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে! আর বলছ কি না, তোমার এরি মধ্যে বিশ্রী লাগছে!"

"আমার দোষ নয়, এটা আমার দুর্ভাগ্য।"—কথাটা বলে ফেলে ইউরাই ভাবল—বিশ্রী লাগাটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ, খুসী হওয়াটা নয়।

"তোমার দুর্ভাগ্য! হাঃ হাঃ!"—লালিয়া যেন উৎসাহিত হয়ে ইউরাই-এর পিঠ চাপড়ে দিল।

ইউরাই বুঝতে পারেনি এরি মধ্যে লালিয়ার আনন্দোজ্জ্বল যৌবনোচ্ছ্বাস এবং ফুর্তিময় কথাবার্তায় তার মনের মেঘ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। লালিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, "আমি কখনই খুসী হতে পারি না।"

যেন ভারী একটা মজার কথা শুনেছে,—এমনি ভাবখানা লালিয়ার। সে আবার হি-হি করে হেসে উঠল। বলল, "বেশ বেশ! যে অন্ধকারের হাঁড়িমুখো বাদ্‌শা তুমি, যদি খুসী না হও, না হলে। যাক্ সে কথা। এবার এস তো, তোমাকে একটি সুন্দর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এস!"

হাসিমুখে সে দাদার হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চলল।

"দাঁড়াও! কে এই সুন্দর ভদ্রলোকটি?"

"আমার বন্ধু!"—বলল লালিয়া। ওর মুখ আনন্দে আর লজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠল। বাবা ও বোনের চিঠিতে ইউরাই আগেই জেনেছিল যে, একজন তরুণ ডাক্তার সম্প্রতি লালিয়াকে প্রেম-নিবেদন করছে, কিন্তু তা যে বাক্‌দানের অন্তরঙ্গতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, এ খবরটা তার জানা ছিল না।

"সত্যি?"—আশ্চর্য হয়ে ইউরাই বলল। এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগছিল যে লালিয়া—সবে মাত্র যে জীবনের বাসন্তী-স্পর্শ পেয়েছে, এই

চটুল হাস্যময়ী ছোট্ট মেয়েটি ইতিমধ্যেই প্রেমিকা হয়ে উঠেছে, আর দু'দিন পরেই দাঁড়াবে বধূবেশে! ইউরাই লালিয়াকে জড়িয়ে ধরল, এবং খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়াল রোদে-ঝল্সানো তামাটে চেহারার একটি সুকান্তি যুবা,—ঠিক যেন রাশিয়ানদের মত দেখতে নয়,—নাম তার নিকোলাই ইগোরোভিচ। বলল, "আলাপ করিয়ে দাও।"

সকৌতুকে লালিয়া পরিচয় করিয়ে দিল, "আনাতোল পাভলোভিচ রিয়াজানজেফ।"

"আপনার বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য কামনা করি।"—ঠাট্টার সুরে ইউরাই বোনের কথায় কথা যোগ দিয়ে দিল।

সত্যিকারের বন্ধুত্বাভিলাষী মন নিয়ে দু'জন করমর্দন করল।

মনে মনে ভাবল রিয়াজানজেফ, "এই ওর দাদা!"—লালিয়ার মত তো দেখতে নয়। লালিয়া বেঁটে সুন্দরী হাস্যমুখী। কিন্তু ইউরাই যেন লম্বাটে, রোগা এবং ময়লা রং-এর, কিছুটা গম্ভীর। তাহ'লেও দু'জনকেই দেখতে ভাল এবং গড়নও দু'জনেরই ভাল।

ইউরাই ভাবল, "এই সেই যুবক, যে কি না নূতন বসন্তের সকাল বেলার সৌন্দর্য দেখেছে আমার লালিয়ার ভেতর, আবিষ্কার করেছে এক নারীকে—যাকে ও ভালবেসেছে! মেয়েদের যেমন আমি ভালবাসি, ও-ও তেমনি ভালবেসেছে আমার বোনকে!"—কি জানি কেন, ওর মনটা কি এক ব্যর্থতার বেদনায় ভারী হয়ে উঠল; ভয় পেল, পাছে ওরা ওর মনের ভাব বুঝে ফেলে!

"আপনি লালিয়াকে ভালবাসেন? সত্যি সত্যি? ও-রকম ভাল নিষ্পাপ মেয়েকে শেষ অবধি ঠকাবেন না যেন! বড় দুঃখের কথা হবে তা হলে।"—ইউরাই প্রশ্ন করতে চাইল।

আনাতোল্‌ও মনে মনে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সত্যই ওকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ও-রকম মেয়েকে কে-ই বা ভালবাসবে না, বলুন? কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েটি! টোল-খাওয়া গালে হাসি দেখেছেন ওর?"

কিন্তু ইউরাই জিজ্ঞাসা করল না কিছুই; আনাতোল্‌ও জিজ্ঞাসা করল অন্য কথা: "অনেক দিনের জন্যই কি আপনাকে বিতাড়িত করেছে?"

"পাঁচ বছরের জন্যে।"—ইউরাই-এর উত্তর।

নিকোলাই ইগারোভিচ—অর্থাৎ ইউরাই-এর বাবা—কাছাকাছি পায়চারি করছিলেন। ছেলের উত্তর শুনে একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে শুনলেন, তারপরই আবার অভ্যস্ত সেনাপতির মত পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, তাঁর ছেলেকে পুলিশ মস্কো থেকে বিতাড়িত করেছে: কিন্তু সঠিক জানতেন না—কেন এবং কত দিনের জন্য। অর্ধোচ্চারণ করলেন, "এ সব আহাম্মুকীর মানে কি?"

লালিয়া বাবার ভাবগতিক জানত। আশংকিতা হল, একটা অনর্থ ঘটে বুঝি! সে তাই কথাবার্তার মোড় অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল। ভাবল, "কি বোকা আমি! আনাতোলকে কিছু বলা হয়নি।"

আনাতোলও জানত না ইউরাই-এর বিতাড়নের কারণ। লালিয়া যখন তাকে আর এক কাপ চা খেতে অনুরোধ করল, সে ইউরাইকে জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?"

নিকোলাই ইগারোভিচ তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। ইউরাই একটু বিরক্তির স্বরেই বলল, "কিছুই না।"

"কিছুই না—মানে?"—হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে নিকোলাই জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর গলার স্বর যদিও নীচুই ছিল, কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরের উষ্মা প্রকাশ পেতে বাধা পেল না। "কি ক'রে বললে এ কথা? যেন চিরকাল তুমি আমার গলগ্রহ হয়ে থাকবে! কেন ভাবছ না

যে আমার বয়স হয়েছে,—তোমার এখন নিজের অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা করা উচিত? আমি বলব না কিছু। যা' খুশী তোমার কর। কিন্তু, তোমার নিজেরও কি বিবেক-বুদ্ধি নেই?"

ইউরাই বাবার কথার প্রতিবাদ খুঁজে পেল না; ফলে মনে মনে সে আরো চটে উঠল। খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে জবাবে বলল, "না, কিছু নেই। আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

নিকোলাই ইগারোভিচ পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। আবার শুরু করলেন পায়চারী। ছেলে ফিরে আসবার প্রথম দিনেই তার সঙ্গে ঝগড়া-কেলেঙ্কারী না করবার মত তাঁর মনের আভিজাত্য ছিল। ইউরাই যেন কোন্দল করবার জন্য রুখে উঠল। লালিয়া কেঁদে ফেলবার উপক্রম করল। আনাতোল পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল।

বিরক্তিকর আবহাওয়ায় সন্ধ্যাটা কাটল। সেকেলে মনোভাবসম্পন্ন বাবাকে ইউরাই ক্ষমা করতে পারল না; ওঁরা কি বুঝবেন বর্ত্তমান যুগকে? আনাতোলের কথাবার্ত্তা তার কানে ঢুকছিল না।

নৈশাহারের আগে এল নোভিকফ্, আইভানফ্ ও সেমেনফ্।

সেমেনফ্ নিজে ছাত্র, প্রাইভেট টুইশানী করে জীবিকার্জ্জন করে, হাঁফানীর ব্যায়রাম আছে ওর। আইভানফ্ স্থানীয় কোন স্কুলে মাষ্টারী করে। ইউরাই-এর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পেয়ে ওরা এসেছিল ওকে অভিনন্দন জানাতে। নোভিকফ, স্যানিনদের বাড়ীতে সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে এবং লিডার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াতে বেশ মনমরা হয়েছিল। লিডা ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করে নিজে বড় কুণ্ঠাবোধ করত, এবং নোভিকফও তা অনুভব করে একটু একটু আশান্বিত হতে শুরু করেছে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসবার মুখে নোভিকফ প্রস্তাব করল, "কি

বলেন আপনারা,—এক দিন পুরোনো মঠে চড়ুইভাতি করলে কেমন হয় ?"

জায়গাটা নদীর পারে, একটা পাহাড়ের ওপর, বেড়াতে যাবার ও চড়ুইভাতি করবার পক্ষে বিখ্যাত।

এসব ব্যাপারে লালিয়ার উৎসাহের অভাব নেই। সে আনন্দে প্রায় নেচে উঠে বলল, "খুব ভাল কথা! খুব ভাল প্রস্তাব! কিন্তু কবে যাবেন ?"

"কালকেই চলুন না কেন!"—নোভিকফ্ বলল।

প্রস্তাবটায় আনাতোলও আকৃষ্ট হয়েছিল ; বলল, "আর কাকে বলা যায় ?"—বনের ভেতর বনদেবীর মত নিভৃতে লালিয়াকে সে পাবে এই সম্ভাবনায় সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

"ভেবে দেখা যাক্।...আমরা তো দু'জন আছি!...আচ্ছা, শাফ্রককে বললে কেমন হয় ?"

ইউরাই জিজ্ঞাসা করল, "কে সে ?"

"একটি ছাত্র।"

"বেশ কথা।—আর, লুডমিলা নিকোলাই এভনা বলবে কার্সাভিনা এবং ওলগা আইভানোভনাকে।"

"কারা তারা ?"—আবার জিজ্ঞাসা কবল ইউরাই।

লালিয়া নিজের একটি আঙ্গুলে চুমু দিয়ে হেসে বলল, "দেখতে পাবে।" দুষ্টুমী তার চোখে মুখে।

"আহা—" ইউরাই বলল, "যা দেখব, তা তো দেখবই।"

নোভিকফ্ বলল, স্যানিনদেরও ডাকা যেতে পারে।"

"ওঃ, নিশ্চয়ই লিডাকে ডাকব।"—লিডা যে তার বিশেষ প্রিয় সে জন্য নয়, কিন্তু ও জানত লিডার প্রতি নোভিকফের মনোভাব। লিডা এলে নোভিকফ খুসীই হবে। নিজে যখন আনন্দিত

থাকে, মানুষ অন্যকেও আনন্দিত দেখতে চায়; এইটাই মানুষের প্রকৃতি।

আইভানফ একটু ঝাঁঝাল ভাবেই বলল, "তাহলে তো আমাদের অফিসারদেরও ডাকতে হয়!"

"তাতে দোষ কি? তাই করা যাক্‌। যত বেশি লোক হবে, মজাটাও তো তাতে বেশিই হবে!"

"কি সুন্দর রাত!"—লালিয়া বলল। অজান্তেই ও তার প্রেমাস্পদের দিকে সরে দাঁড়াল। এমন সুন্দর রাতটায় ও আনাতোলকে ছেড়ে দিতে চাইছিল না।

"হাঁ, সত্যিই বড় সুন্দর চাঁদনী রাত!" বলল আনাতোল। সহজ সাধারণ ক'টা কথা; কিন্তু লালিয়ার কানে তা মধুবর্ষণ করল।

সুর কেটে দিয়ে আইভানফ তার হেঁড়ে-গলায় বলে উঠল, "থাক তুমি তোমার চাঁদনী রাত নিয়ে, আমি চললুম ঘুমুতে। যা ঘুম পেয়েছে!"—বলেই সে সোজা এগিয়ে চলল দু'হাত নেড়ে—যেন শামুক তার দাঁড়া নাড়া দিয়ে চলেছে।

নোভিকফ্‌ এবং সেমেনফ্‌ও তাকে অনুসরণ করল। আনাতোল্‌ লালিয়ার কাছে বারে বারে বিদায় নিয়েও যেতে চাইছে না। কিন্তু শেষ অবধি বিদায় তো দিতেই হয়! দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে ললিয়া বল্‌ল, "এখন আমাদের সবাইকে বিদায় নিতে হবে।" ওর নিজের সুকুমার সৌন্দর্য্য, আকাশের চাঁদের আলো, আর হাল্কা হাওয়া,—এই সব মিলে যে একটা মধুর পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করেছে,—এর মাঝখানে আনাতোলকে বিদায় দিতে ওর মন চাইছিল না কিছুতেই।

ইউরাই ভাবছিল, বাবা বোধ হয় জেগে আছেন। বাড়ীর ভেতরে ফিরলেই তাঁর সঙ্গে একটা তিক্ত আলোচনা অনিবার্য হয়ে উঠবে নিশ্চয়।

"না।"—নদীর দিকে,—যেখান থেকে একটা নীলাভ বাষ্পের আবরণী গড়ে উঠে আকাশের দিকে এগিয়ে আসছে,—সেদিকে তাকিয়ে ইউরাই বল্ল, "না, এখনই ঘুমুতে যাব না। একটু বেড়িয়ে আসি।"

"যা খুসী—"বলল লালিয়া তার সুমিষ্ট কলকণ্ঠে। তার পর সে তাকালো চাঁদের দিকে, ঠোঁটের কোণে তার হাসির আভাস। একবার সে আদুরে বেড়ালের মত একটা হাই তুলল, তার পর বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

ইউরাই আর খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল, দূরের বাড়ী-ঘর আর গাছপালা মিলিয়ে যেখানে একটা অস্পষ্ট বস্তুপুঞ্জ রচনা করছে—সেদিকে তাকাল; তার পর সেমেনফ্ যে পথ দিয়ে এগিয়ে গেছে সেদিকে অগ্রসর হল।

সেমেনফ্ বেশী দূর যেতে পারেনি; চল্‌বার সময় থেমে থেমে কুঁজো হয়ে ওকে বারে বারে কাশ্‌তে হয়েছে। চাঁদের আলোয় ওর পেছনে ওর ছায়াটা দীর্ঘায়ত হয়ে রয়েছে। ইউরাই শীগ্‌গিরই ওকে ধরে ফেলল। ওর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করল ইউরাই। খাবার সময় সেমেনফ্ হাসি-খুসী মেজাজী অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন ওকে দেখাচ্ছে বিষণ্ণ আত্মমগ্ন; ওর কাশির আওয়াজ ইউরাই-এর কাছে আশংকাজনক মনে হোল।

"আরে, আপনি যে!"—ইউরাইকে দেখ্‌তে পেয়ে সেমেনফ্ বলল।

"আমার ঘুম পায়নি। আপনি যদি মনে না করেন কিছু তাহলে আপনার সঙ্গে চলি।"

"বেশ বেশ।"—সেমেনফ্ বলল বটে, কিন্তু তাতে আগ্রহ প্রকাশ পেল না।

"আপনার ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে না?"—ইউরাই জিজ্ঞাসা করল। ওর কাশিটা ইউরাই-এর কেমন যেন ভাল লাগছিল না।

বিরক্তির সুরে সেমেনফ্ জবাব দিল, "আমার সব সময়েই ঠাণ্ডা লাগে!"

ইউরাই মনে বেদনা বোধ করল; বোধ হয় সেমেনফের দুর্বল জায়গায় সে আঘাত করেছে। কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে নেবার জন্য বলল, "আপনি কি অনেক দিন হল ইউনিভার্সিটি ছেড়েছেন?"

খানিকটা দেরী করে সেমেনফ্ জবাব দিল, "অনেক দিন।"

ইউরাই তখন শুরু করল বল্‌তে, ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে কি নিয়ে আলোচনা চলছে, ছাত্ররা কোন বিষয়কে এখন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান মনে করছে। গোড়াতে সে সাধারণ ভাবেই বলছিল, কিন্তু ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠে নিজের বিশ্বাস এবং বক্তব্য বলতে লাগল।

সেমেনফ্ কিছু না বলে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল।

শেষটায় ইউরাই বলতে লাগল, জনসাধারণের ভেতর বিপ্লব প্রচারের ব্যর্থপ্রয়াসের কাহিনী, এবং এ জন্য জনসাধারণকেই সে দোষী সাব্যস্ত করল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ইউরাই এ ব্যাপারটা খুব গভীর ভাবেই অনুভব করে।

জিজ্ঞাসা করল, "বেবেল-এর শেষ বক্তৃতাটা আপনি পড়েছেন?"

"হাঁ।" উত্তর দিল সেমেনফ।

"আপনার কি মত?"

হঠাৎ সেমেনফ্ চটে গিয়ে হাতের বাঁকানো লাঠিটা তুলে ধরল। ছায়া দেখে মনে হতে পারত যেন কোন এক নিশাচর কালো পাখী তার ডানা বিস্তার করেছে।

চেঁচিয়ে বলল, "কি আমার মত?...আমি বলছি যে আমি শীগ্‌গিরিই মারা যাচ্ছি।"

আবার সে তার হাতের লাঠিটা তুলে ধরল, আবার তার ছায়া তার অনুকরণ করল। এবার সেমেনফ্‌ও তা লক্ষ্য করল।

বলল, 'দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক আমার পেছনেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে. প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে লক্ষ্য করছে!···আমার কাছে বেবেল্‌-এর মূল্য কি? শুধু বক্‌বক্‌ করতেই জানে। ওর পরে আর এক আহাম্মকও ওরই মতো বক্‌বক্‌ করবে! আমার কাছে সব সমান! আমি যদি আজ মারা না যাই, কাল মারা যাব।"

ইউরাই কোন কথা বলল না। ওর চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

সেমেনফ্‌ বলে চলল, "ধরুন আপনার কথা। আপনার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কি ভাবছে বা বেবেল্‌ কি বলল,—এ সবের মূল্য খুব বেশি। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনিও যদি নিশ্চিত বুঝতে পারতেন—যেমন আমি বুঝছি যে, আপনি শীগ্‌গিরই মারা যাবেন, তা হলে বেবেল্‌ বা নীট্‌শে বা টলষ্টয়, বা ঐ রকমই আর কেউ,—এদের কোন মূল্যই আপনার কাছে থাকত না।"

সেমেনফ চুপ করল। আকাশে চাঁদ তখনও উজ্জ্বল, সেমেনফ্‌-এর ছায়াটাও তেমনি পরিষ্কার তার পেছনে ছড়িয়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ সেমেনফ্‌ আবার বলতে শুরু করল, "আমার শরীরের দফা শেষ হয়ে গেছে! আপনি যদি জানতেন মৃত্যুকে আমি কি রকম ভয় করি!···বিশেষতঃ এমন সুন্দর নরম রাতে···" জ্যোৎস্নার আলোয় ওর কুৎসিত মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠল। "সবই রয়ে যাবে, সবাই বেঁচে থাকবে, শুধু আমাকেই চলে যেতে হবে···আপনার কাছে এই বহু-উচ্চারিত কথাটার কোন দাম নেই হয়তো।···আমি বলছি আমার মনের ভেতরকার সত্য কথাটা, কোন উপন্যাস থেকে ধার করা মুখস্থ কথা নয়। আমি সত্যিই মরে যাব।"—কাশিতে সেমেনফ্‌-এর দম আটকে আসছে।

ও বলে চলল, "আমি প্রায়ই ভাবি, শীগ্‌গিরই তো মরে যাবো! ঠাণ্ডা মাটির ভেতর আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক এক ক'রে ক্ষয়ে পচে যাবে, আর সেই মাটির ওপর, আমার কবরের পাশ দিয়ে চলবে বেঁচে থাকার সমারোহ. জীবনের মিছিল, মৃতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বেবেল, টলষ্টয় বা ও-রকম আরো হাজার বুকনিবাজের মূল্য কি আমার কাছে!" —এই শেষ কথা কয়টা সে হঠাৎ যেন জলে উঠে বলল।

ইউরাই-এর বলবার কিছু ছিল না। বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে চুপ করে রইল সে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেমেনফ্ বলল, "গুড নাইট্—শুভরাত্রি। আমি এবার ভেতরে যাব।"

ওর কাছে বিদায় নিয়ে ইউরাই ফিরে চলল। আধ ঘণ্টা আগেও জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবীর দৃশ্যপট, তারা-ধোয়া আকাশ, রুপালী পপ্‌লার গাছগুলি, মায়া-ভরা ছায়া,...ওর কাছে ভাল লেগেছিল; এই সামান্ত সময়ের ব্যবধানেই তা হয়ে উঠল নিরর্থক, প্রাণহীন, বীভৎস, প্রেতায়িত।

বাড়ী ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করল নিজের শোবার ঘরে, খুলে দিল জানলা বাগানের দিক্‌কার। জীবনে এই প্রথম ইউরাই উপলব্ধি করল যে, এত দিন ধরে যে চিন্তা, যে বস্তু-সমষ্টি ওকে আবিষ্ট করে রেখেছিল, সত্যিই তার হয়ত কোনও দাম নেই। ভাবল, যদি কোন দিন সেমেনফ্-এর মতোই তারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে, হয়ত সেদিন তার মনে...মানুষের উপকার করবার, জনগণকে অধিকতর সুখী করবার জন্য, তার প্রয়াসের ব্যর্থতার জন্য—কোন দুঃখই, কোন অনুতাপই দেখা দেবে না। সব চেয়ে যে বোধটা তার বড় হয়ে উঠবে সেদিন—তা হবে তার নিশ্চিত মৃত্যুর বোধ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষমতালোপের বোধ, জীবনের যাবতীয় উপভোগ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হওয়ায় নিশ্চয়তা-বোধ।

নিজেই লজ্জিত হল নিজের এ রকম চিন্তাপ্রবাহ অনুভব ক'রে। মনে মনে এই রকম ভাববার কারণ মীমাংসা করতে চাইল।

"জীবন হচ্ছে একটা সংঘাত।"

"সম্ভবত, কিন্তু কার সঙ্গে? কিসের জন্য?—সে কি সম্পূর্ণ ই স্বার্থসর্বস্বতার জন্যই নয়? সে কি নিজের জন্য সূর্যালোকের স্থান সংগ্রহের জন্যই?"

—ওর অন্তরে যেন আর একজন কেউ কথাটা বলল। ইউরাই চেষ্টা করল কথাটা মস্তিষ্কে না নিতে। কিন্তু ঘুরে-ফিরে বারে বারেই চিন্তাটা তাকে বিব্রত করে তুলল। নিশীথ প্রহরের নিঃসঙ্গ ইউরাই-এর চোখ ফেটে লোনা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পাঁচ

লালিয়ার নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে লিডা তার ভাইকে সেটি দেখাল। ভেবেছিল স্থানিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না। মনে মনে কতকটা তাই প্রত্যাশা করেছিল। চাঁদের আলোয় নদীর ওপরে সে নিশ্চয়ই স্যারুডিনের দিকে আকৃষ্ট হবে, এবং সেই সন্ধ্যা বেলার মধুর অনুভূতি আবার ফিরে আসবে। কিন্তু ও জান্‌ত যে স্থানিন যদি কাউকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে তবে সে হচ্ছে স্যারুডিন।

কিন্তু স্থানিন এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

সুন্দর সকাল সেদিন; আকাশ মেঘহীন নির্মল, উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝলমল্ করছে।

"অনেক মেয়ে আসবে, তাদের মধ্যে দু'একজনকে তোমার ভালও লাগতে পারে।"—বলল লিডা, খানিকটা যন্ত্রচালিতবৎ।

"আঃ! তাই না কি? খুব ভাল।" স্থানিন বলল। "আকাশও বেশ পরিষ্কার। চলো, যাওয়াই যাক্।"

নির্দিষ্ট সময়টিতে স্যারুডিন এবং টানারফ ওদের পল্টনের একটা বড় ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

"লিডিয়া পেত্রোভনা, আমরা আপনার জন্ম দাঁড়িয়ে আছি।" চালিয়াৎ চৌকশ মূর্তি নিয়ে স্যারুডিন চেঁচিয়ে ডাক দিল লিডাকে।

লিডা একটি পাৎলা ফুরফুরে পোষাক প'রে ছুটতে ছুটতে সেন্টের সুবাস ছড়িয়ে নেমে এল। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্যারুডিনের দু'হাত ধরল, কিন্তু ওর চোখের ওপর চোখ পড়তেই আরক্তিম হয়ে উঠল, সরিয়ে নিল হাত;—জান্‌তো স্যারুডিনের ঐ দৃষ্টির অর্থ কি।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। শহর ছাড়াবার মুখেই ধরে ফেলল আর একটা গাড়ী, সেটায় ছিল লালিয়া, ইউরাই, রিয়াজানৃজেক, নোভিকফ্‌ আইভানফ ও সেমেনফ্‌।

সারাটা রাস্তা হৈ-চৈ করে এসে ওরা গাছে-ঢাকা পাহাড়টার কাছে থামল। চূড়ার কাছেই সেই পুরানো মঠটা। দূরের থেকে দেখলে বিরাট বিরাট গাছগুলোর ঘনসন্নিবিষ্ট ডাল-পাতাকে কোমল পশমের মত মনে হয়। একটি ছোট নদী পাহাড়টার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে।

গাড়ী ভাল করে থামবার আগেই ওরা সব লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল। আগে থেকেই একটি ছাত্র ও দু'টি মেয়ে এসে চা তৈরী শুরু করেছিল। লালিয়া তাদের সঙ্গে স্যানিন ও ইউরাইকে আলাপ করিয়ে দিল। লিডার হঠাৎ মনে পড়ল ইউরাই ও স্যানিনের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় নেই। তাই সে ওদের পারস্পরিক আলাপ করিয়ে দিল। করমর্দ্দনের সময়ে স্যানিনের মুখ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; খুব ভাল লাগছে তার। নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়,—ভারী ভাল লাগছে। কিন্তু ইউরাই-এর মন অন্য ধাতুতে তৈরী। তার ভাল লাগবার মত লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি সামান্য। অপরিচিতকে আহ্বান করে নেবার মত মন তার নয়। আইভানফ্‌ স্যানিনকে বিশেষ চিনত না, কিন্তু ওর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে, তাতেই তার ভাল লেগেছিল। সে সোজা গিয়ে স্যানিনের সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত আলাপ জমিয়ে দিল।

লালিয়া চেঁচিয়ে বলল সবাইকে, "আশা করি, প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠে এবার আমরা মন খুলে আনন্দ করতে পারব।"

গোড়ায় যা বাধো-বাধো লাগছিল, তা অচিরেই উৎরে ওঠা গেল যখন সবাই খেতে বসল। কিছু পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। সুতরাং

আমোদ পুরোপুরি হয়ে উঠতে সময় নিল না। প্রায় সবাই হৈ-হল্লা, দৌড়-ঝাঁপ সুরু ক'রে দিল।

"যদি সবাই এ রকম প্রাণ খুলে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারত, তাহলে শতকরা নব্বুইটি রোগ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হত।"—রিয়াজানৎজেফ্ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলল।

"পাপও যেতো।" লালিয়া বলে উঠল।

আইভানফ্ বলল, "পাপের কথা যদি বলেন, তাহলে বলব যে ওটা যথেষ্ট পরিমাণেই বরাবর থাকবে।" যদিও কথাটায় এমন কিছু বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার ছিল না, কিন্তু উপস্থিত সকলেই হো-হো করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে; নদীর জলে গলিত সোনার আভা, তরুশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্তোন্মুখ সূর্যের বর্ণাঢ্য সমারোহ।

লিডা চেঁচিয়ে বলল সবাইকে, "নৌকোয় চলো এবার।"—স্কার্টের প্রান্ত হাতে তুলে ধ'রে সে দৌড়ল জলের দিকে। "কে আগে গিয়ে পৌঁছবে—দেখি।" বলল সে।

দু'-এক জন তার সঙ্গে দৌড়ল, বাকী সবাই ধীরে-সুস্থে হেঁটেই গিয়ে নৌকায় উঠল।

"ইউরাই নিকোলাইজেভিচ, আপনি চুপ ক'রে রয়েছেন কেন?" —মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লিডা জিজ্ঞাসা করল।

"আমার কিছু বলবার নেই—" ইউরাই একটু হেসে উত্তর দিল।

"হতেই পারে না!"—ঠোঁট ফুলিয়ে, মাথা পেছনে হেলিয়ে লিডা বলল। ওর ধারণা যে পুরুষ মাত্রই ওর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে না।

সেমেনফ্ কথায় যোগ দিয়ে বলল, "ইউরাই বাজে কথা বলবার লোক নয়। উনি চান..."

"খুব একটা গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা, কেমন তাই তো ?"—লিডা বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

স্যারুডিন তীরের দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ একটা গভীর বিষয় এগিয়ে আস্ছে।"

নদীর পারটা সেখানটায় খাড়া হয়ে উঠেছে, বুড়ো একটা ওক গাছের লতানো শিকড়গুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সরু রাস্তার মত, দু'পাশের উঁচু পাড়, স্যাওলা ও বুনো লতা-পাতার আড়ালে প্রায় লুকিয়ে আছে।

শাফ্‌রফ্‌ প্রশ্ন করল, "কি ওটা ?"—ও এদিককার খবর বিশেষ কিছু জানত না।

আইভানফ্‌ উত্তর দিল, "একটা গুহা।"

"কি ধরণের গুহা ?"

"খোদা জানেন। কেউ কেউ বলে, এক কালে না কি কা'রা ওখানে বসে মুদ্রা জাল করবার কাজ করত, পরে সবাই ধরা পড়ে। লাইনটা বড্ডো গোলমেলে, তাই নয় কি ?"—আইভানফ্‌ মন্তব্য করল।

নোভিকফ্‌ ফোড়ন কাট্‌ল, "বোধ হয় তুমিও ও-রকম একটা ব্যবসা ফাঁদবার মতলব আছ ? কি বল ? আনি-দু'-আনি এই সব বানাবে।"

"আনি-দু'-আনি ? ছোঃ ! মোহর, বন্ধু, মোহর !"

"হু"— স্যারুডিন বিড়-বিড় করে কি বলল। আইভানফের ফাজলেমিটা তার বোধগম্য হ'ল না।

একটু পরেই আইভানফ্‌ বলল, "ব্যাটাদের সবাই ধরা পড়ল। গুহার মুখও দেওয়া হলো বুজিয়ে, কালক্রমে গর্ত্তের খানিকটা ধ্বসেও পড়ল ! কেউ আর যায় না ওর ভেতর আজ-কাল। ছেলেবেলায় দু'-একবার আমিও গিয়েছি ভেতরে। ভারী মজা লাগে !"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে!"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লিডা। "ভিক্টর সার্গেজেভিশ, আপনি যাবেন ভেতরে? আপনি তো খুব সাহসী!"

খানিকটা হকচকিয়ে স্মারুডিন জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

হঠাৎ ইউরাই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমি যাব।" সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জিত হল এই ভেবে যে, ওর আকস্মিক সাহস দেখানোর ব্যাপারটা কার কাছে যদি ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে ওঠে।

আইভানফ্ ওকে সাহস দেবার জন্যই বলল, "ভারী সুন্দর জায়গা ভেতরটা!"

"তুমি যাচ্ছ তো?" নোভিকফ্ ওকে জিজ্ঞাসা করল।

"না, আমি এখানেই দাঁড়াই!"

এ-কথা শুনে সবাই হেসে উঠল।

নৌকাটাকে পারের কাছে নিয়ে আসা হল; গুহার আশে-পাশে থেকে একটা ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের দিকে বয়ে এল।

"ভগবানের দোহাই, ইউরাই, এ রকম ছেলেমানুষী করতে যেও না।"—ওকে নিরস্ত করবার জন্য লালিয়া বলে উঠল। "সত্যিই এ তোমার ছেলেমানুষী!"

"ছেলেমানুষী? সত্যিই ত!"—হেসেই উরাই ওর কথায় সায় দিয়ে বলল, "সেমেনফ্, মোমবাতিটা এগিয়ে দাও না!"

সেমেনফ্ ধীরে-সুস্থে মোমবাতিটা বের করে দিল।

"সত্যিই যাচ্ছেন না কি?"—আশ্চর্য্য রকমের সুগঠিতা একটি লম্বাটে ধরণের মেয়ে জিজ্ঞাসা করল। লালিয়া ওকে সীনা বলে ডাকে, ওর পদবী হচ্ছে কার্সাভিনা।

"হ্যাঁ যাচ্ছিই তো! কেন, কি হয়েছে?"—পালটে বলল ইউরাই। অবশ্য ওরও যে মন একটু উস্‌খুস করছিল না, তা বলা চলে না।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সময়ও এ রকম বাহাদুরী ওকে করতে হয়েছে। যে কারণেই হোক, ওর কাছে ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছিল না।

গুহায় ঢুকবার মুখটা যেমন স্যাঁৎসেতে তেমনি অন্ধকার। স্তানিন মুখ বাড়িয়ে খানিকটা দেখল, "ক্রুর্‌র্‌"—বলে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল অপ্রসন্ন মনে। ওর ভাল লাগছিল না যে, পাঁচজনে দেখবে বলেই ইউরাই ঐ গর্ত্তটার ভেতরে ঢুকবে। নাঃ, কোন মানে হয় না। ওদিকে অতি আত্মসচেতন ইউরাই ধীরে-সুস্থে বাত্তিটা জ্বালল, মনে ভাবল একবার, বাহাদুরীটা কি খুব বোকামীর পরিচায়ক হচ্ছে? কিন্তু দর্শকবৃন্দের মনে ও চোখে নিঃসন্দেহই একটা প্রশংসমান হাব-ভাব প্রকাশ পেল; বিশেষতঃ তরুণীদের ভেতর প্রশংসাটা প্রায় আতঙ্কেরই কাছাকাছি গিয়ে পৌছল। ইউরাই বাত্তিটা ভাল করে জ্বলে উঠবার জন্য একটু অপেক্ষা করল, তার পর ধীরে ধীরে গুহায় প্রবেশ করল। অকস্মাৎ বাইরের জনতাটি চমকে উঠল এই ভেবে যে, সত্যিই যদি কোন বিপদ ঘটে! অথচ চোখ তাদের অজ্ঞাতের অন্ধকারকে যেন ভেদ করতে চায়!

রিয়াজানৎজেফ চেঁচিয়ে সাবধান ক'রে দিল, "নেকড়ে বাঘ থাকতে পারে, লক্ষ্য করবেন।"

ভেতর থেকে অস্পষ্ট উত্তর এল, "দেখা যাবে, রিভলভার আছে সঙ্গে।"

ইউরাই সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে অগ্রসর হোল। গুহার দেয়াল ও ছাদ কেমন যেন ভিজে-ভিজে অসমতল নীচু। পায়ের কাছে মাটিটাও লক্ষ্য করে চলতে হয়, এরি মধ্যে দু'বার হোঁচট্ খেতে হয়েছে। একবার ভাবল, ফিরে যাওয়াই ভাল কিংবা কিছুটা সময় চুপচাপ বসে থাকলেই হয়; বাইরে ওরা ভাববে—শেষ অবধিই গিয়েছিল।

হঠাৎ মনে হল, পেছনে কার লঘু্ পা-ফেলার শব্দ, কাদা-মাটির ওপর দিয়ে কে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বাতিটা সে উঁচু করে ধরল।

"সীনাইডা কার্সাভিনা!"—আশ্চর্য হয়ে ও বলে উঠল।

"স্বয়ং সশরীরে।"—সীনা কলকণ্ঠে জবাব দিল। এই সুন্দরী হাসি-খুসী মেয়েটি তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে, এই ভেবে ইউরাই ভারী আনন্দিত বোধ করল; ওর মুখে-চোখে হাসি উপচিয়ে উঠল।

একটু ব্রীড়ানত ভাবে সীনা বলল, "চলুন, এগিয়ে যাই!"

বাধ্য ছেলের মতো ইউরাই ওর কথা শুনল। আর কোন ভয়ের ছায়া নেই তার মনে। আলো তুলে ধরে পথ দেখছে—ঠিক নিজের জন্যে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি সহযাত্রিণীর জন্য।

"নাঃ, এমন কিছু দেখবার নেই ভেতরে।" চারদিকে মাটি, মাটি, কেবল মাটি, যেন কবর। ইউরাই-এর ভাল লাগছিল না।

"না, বেশ লাগছে।" ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সীনা! ঘাড় বাঁকিয়ে বলবার সময় ওর চোখ বাতির আলোয় জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে উঠল। কিন্তু লক্ষ্য করল ইউরাই, সীনা একেবারে যে ভয় পায়নি, তা নয়; শারীরিক ভরসা পাবার জন্য সীনা প্রায় ওর গা ঘেঁসেই চল্‌ছে। কী রকম একটা করুণা বোধ করল মেয়েটার জন্য।

সীনা বলে চলেছে, "মনে হচ্ছে যেন আমাদের জীয়ন্তে কবর দেওয়া হয়েছে। চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।"

"নিশ্চয়ই না।" বলল ইউরাই।

দপ্‌ করে একটা চিন্তা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিল। এই সুন্দরী মেয়েটা, কি রকম,...ওর মুঠোর মধ্যে এখন। কেউ ওদের দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাবে না।...ইউরায়-এর কাছে চিন্তাটা বড় ঘৃণ্য বোধ হোল।

তাড়াতাড়ি এ রকম একটা কুচিন্তাকে সরিয়ে ফেলার জন্মই ও বলল, "বেশ, চেষ্টা করেই দেখা যাক না !"

ওর গলা কাঁপছে। সীনা কি ওর মনের বাসনা কিছু বুঝতে পেরেছে ?

"কি চেষ্টা করবেন ?"—সীনা প্রশ্ন করল।

রিভলভার বের ক'রে ইউরাই বলল, "ধরুন আমি যদি গুলী ছুঁড়ি ?"

"আমরা কি তা হ'লে মাটি-চাপা প'ড়ে যাবো ?"

"তা বলতে পারি না"—যদিও ইউরাই নিশ্চিত ছিল যে, রিভলভারের গুলীতে এমন কিছু আর গুহার ছাদটা ধ্বসে পড়বে না। বলল, "ভয় পাচ্ছেন না কি ?"

দু' এক পা' পিছনে হটে গিয়ে সীনা বলল, "না, না, আপনি গুলী ছুঁড়ুন।"

ইউরাই ছুঁড়ল গুলী ; আগুন ঝল্‌সে উঠল, এক ঘর ধোঁয়া ওদের ফেলল ঢেকে। আওয়াজের প্রতিধ্বনি গেল মিলিয়ে।

"বাস্‌। হয়েছে।" ইউরাই বলল।

"চলুন ফেরা যাক।"

ফিরে চলল ওরা। সীনা আগে, ইউরাই বাত্তি হাতে করে পেছন পেছন চলল। চোখ তুলে তাকালেই দেখছে সীনার পরিপূর্ণ ভরাট নিতম্ব পা-ফেলার তালে তালে দুলে উঠছে। আবার সেই নারী-দেহের জন্য আসঙ্গ-লিপ্সার কামনা। অসম্ভব এ চিন্তাকে মন থেকে তাড়ানো।

গলার স্বর যেন ভেঙে গেছে। তবু অনেক চেষ্টা করেই ইউরাই বলল, "আমি বলি কি, শুনুন, সীনা কার্সাভিনা, আমি আপনাকে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে একটা প্রশ্ন করব। এই যে আমার সঙ্গে একলা

গুহার ভেতর এলেন, আপনার ভয় করল না? আপনিই তো বলছিলেন, 'যদি চেঁচাই তা হলেও কেউ শুনতে পাবে না!'...আপনি তো আমাকে একটুও চেনেন না!"

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল সীনা। ভাগ্য ভাল, অন্ধকারে ইউরাই ওকে দেখল না। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, "আমি জানতাম, আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।"

শুধু করুণা নয়, দয়া বোধ করল ইউরাই। কামনার আগুনটা যেমন অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ নিবে গেল।

অনাড়ম্বর সরল উত্তর,—ইউরাইয়ের অন্তর স্পর্শ করল।

নিজের উত্তর নিজেই খুসী হয়ে উঠল সীনা; ইউরায় যে নীরবে তা শুনল,—এ তো ওর সমর্থনই প্রকাশ করে!

গুহার দ্বারপথে এসে ইউরাই আরও প্রসন্ন মনে দৃষ্টি-বিনিময় করল।

সীনা ভাবল মনে মনে: ইউরাই-এর ও ধরণের প্রশ্নে তো ও অপমান বোধ করতে পারত। কি কৈ? সে রকম তো নয়ই, বরং ভালই লেগেছিল ওর মুখে ঐ প্রশ্ন শুনে। কেন?

জবাব পেল না নিজের কাছে।

ছয়

ইউরাই এবং সীনা গুহার ভেতরে চলে যাবার পর আর সবাই খানিকটা সময় গুহার মুখে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কেউ ওদের দু'জনকে নিয়ে দু'-একটা সস্তা রসিকতা করল; তারপর প্রায় সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেদেব মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট ধরাল। লিডা দু'হাত কোমরে বেখে কি একটা গান গুন-গুন করে গাইতে শুরু করল, ওর চল্‌বাব ভঙ্গি দেখে মনে হোতে পারত, বুঝি বা নাচবার আয়োজন কবছে। লালিয়া এখান সেখান থেকে দু'একটা বুনো ফুল তুলে আনাতোল্ এব দিকে ছুঁড়ে মারছিল,—ওদের দুজনেরই চোখে যেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার অঞ্জন মাখান।

আইভানফ্ জিজ্ঞাসা করল স্যানিনকে, "কিছু মাল-টাল খেলে কেমন হয়?"

"ঠিক মনেব মতো কথাটা বলা হোল"—উত্তর দিল স্যানিন।

নৌকায় উঠে এসে ওরা গোটা কয়েক বীয়ারের বোতল খুলে ফেলল।

লালিয়া পার থেকে এক মুঠো ঘাস ওদের দিকে ছুঁড়ে বলল, "বিশ্রী মাতলাম!"

স্যানিন বলে চলল, "আমি অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছি, মানুষ কেন মদ পছন্দ করে না! আমার তো মনে হয়, মাতালরাই সব চেয়ে বেশি ক'রে জীবন উপভোগ করতে পারে। ...ইচ্ছে হোল গান করলে। নাচতে ইচ্ছে করলে নাচল। ফুর্তি করতে বা উপভোগ করতে তার লজ্জা হয় না।"

রিয়াজানজেফ্ বলল, "তা বটে ; মারামারি করতে ইচ্ছা করলে তাও পারে।"

স্যানিন উত্তর করল, "তা' বটে ; তবে যারা তা' করে, তারা মদ খেতে জানে না।"

নোভিকফ্ ওকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কখন মদ খাবার পর মারামারি করতে ইচ্ছে হয়েছে ?"

"না।" বলল স্যানিন। "আমি যখন মদ খাই না, তখনই মারামারি করতে তৈরী থাকি। খেলে পর, যত দূর সম্ভব ভদ্রস্থ থাকবার চেষ্টা করি, রিয়াজানজেফ্ বলল, "সবাই তা পারে না।"—কারণ জীবনের নীচতা-হীনতার উর্দ্ধে তখন আমি।

"তারা অনুকম্পার পাত্র।"—স্যানিন বলল। "তা' ছাড়া, অন্যেরা কি করে বা পছন্দ করে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার ঔৎসুক্য আমার নেই।"

নোভিকফ্ বলল, "তা বলা চলে না।"

"কেন ? সত্যি কথাই তো বলছি।"

"আহা, কি সত্যই প্রকাশ করলেন !" মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লালিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলল।

স্যানিনের হয়ে আইভানফ জবাব দিল, "এর চেয়ে সত্যভাষণ আমার অজ্ঞাত।"

লিডা এতক্ষণ গলা ছেড়ে গান গাইছিল, হঠাৎ থেমে গেল, বিহ্বল চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "কৈ, ওরা তো আসছে না !"

"আরে, তাড়া-হুড়ো করবার কি আছে। তাড়া-হুড়ো ক'রে কিছু করা নিতান্ত বোকামী।"—আইভানফ জবাব দিল।

"আমার মনে হয়, ওরা বেশ মজা লুটছে !"—কোমর দুলিয়ে লিডা বলল।

হঠাৎ গুহার ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ আসতেই সবাই উৎকর্ণ হয়ে সেদিকে তাকাল। "গুলীর আওয়াজ!"—বলল শাফরফ্।

"এর মানে কী?"—লালিয়া দস্তুর মতো ভয় পেয়ে আনাতোলের বুকের কাছে এগিয়ে গেল। আনাতোল ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই। যদি নেকড়েই হয়, তাতেই বা কি! এ সময়টায় ওদের তেজ থাকে না, আর তা' ছাড়া দু'জন লোককে একসঙ্গে আক্রমণ ওরা করবে না।"

"মুখ্যুমি,"—শাফরফ্ মন্তব্য করল। সেও এই ছেলেমানুষী করে ইউরাই-এর গুহার ভেতরে ঢোকা পছন্দ করেনি।

লিডা হঠাৎ বলে উঠল, "আসছে। ঘাবড়িও না।"

ওদের পায়ের শব্দ শোনা গেল; খানিকটা পরে সীনা ও ইউরাই বেরিয়ে এল।

ইউরাই বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল; সবার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা অবাস্তব হাসি হাসল। ওর এবং সীনার সর্ব্বাঙ্গে, পোষাকে, হলদে মাটির গুঁড়ো।

আলস্যজড়িত কণ্ঠে সেমেনফ্ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর?"

ইউরাই হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "ভেতরটা বেশ রহস্যজনক। অবশ্য গুহাটা বেশি দূর অবধি যায়নি।...'

সীনা বলল, "গুলীর আওয়াজ পেয়েছিলেন?"

আইভানফ্ চেঁচিয়ে বলল, "বন্ধুগণ, আমরা সব বীয়ার খেয়ে ফেলেছি, এক ফোঁটাও পড়ে নেই। এখন আমাদের সখের প্রাণ গড়ের মাঠ! চল হে, যাওয়া যাক্!"

নৌকা ছেড়ে দিল। অদ্ভুত, নিস্তব্ধ, অপার্থিব সন্ধ্যা। আকাশে আর নদীর জলে অজস্র তারা ফুটে উঠল। দুই সীমাহীনতার প্রান্ত ছুঁয়ে নৌকা চলেছে! তীরের বন, গাছ, ঝোপঝাড়—কী রকম যেন আশ্চর্য্য লাগছে! অনেক দূরে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—একটা পাখী ডেকে গেল। পাখী তো নয়!—যেন শব্দের ঝরণা! স্বপ্নিল পরিবেশ! সীনা কার্সাভিনা চুল ঠিক করে নিয়ে একটা রাশিয়ান পরিচিত লোকপ্রিয় গান শুরু করল। এমন কিছু আশ্চর্য্য রকমের গাইয়ে সে নয়, তবু যেন এই ঘনায়মান অন্ধকারে, তারা-ভরা আকাশের নীচে, বন আর লতা-গুল্মের ফ্রেমে বাঁধানো নদীর বুকে, অদ্ভুত আশ্চর্য্য লাগল তার স্বর সবাইর কাছে।

গান থাম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে করতালির ঐকাতান পড়ল! কেউ বলল, "বাঃ!" আইভানফ্ বললে "বেশ মিষ্টি!" স্যানিন বলল, "চমৎকার!"

"সীনু, আরেকটা গাও না!" লালিয়া উপরোধ করল। "না হয়, তোমার নিজের একটা কবিতা আবৃত্তি কর।"

"আপনি কবিও না কি?" আইভানফ্ বলল। "ভগবান কত ভাবেই না তাঁর দয়া প্রকাশ করেন!"

"কেন, সেটা কি খুব মারাত্মক ব্যাপার?"—খানিকটা থতমত খেয়ে সীনা বলল।

"না, ও তো খুব ভাল কথা!"—স্যানিন উত্তর দিল।

আইভানফ্ বলল, "দেখতে যদি সুন্দরী হয় আর তা'র যদি যৌবন থাকে, তাহলে মেয়ের কবিতা নিয়ে কি করবে? বল তো আমাকে!"

"যাক্ গে, ওদের কথায় কান দিও না। সীনু, লক্ষ্মীটি, একটা আবৃত্তি কর!"—ভারী খুসীমুখে নরম সুরে বলল লালিয়া।

সীনা একটু হাসল। আত্মসচেতন হয়ে দূরে তাকাল। তারপর সুললিত পরিষ্কার গলায় নীচের লাইন কয়টা আবৃত্তি করিল :—

"হে আমার ঐকান্তিক প্রেমিক সুজন,—
তোমারে ক'ব না কভু—কহিব না—
জ্বালাময়ী অন্তরের প্রেমের কাহিনী!
রুদ্ধ করি' দুই আঁখি—হৃদয়ের এই দু'টি দ্বার—
লুকায়ে রাখিব মোর হৃদয়ের বাণী।
তপস্যার দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পরে
দেখা দেয় অকস্মাৎ এক একবার—
নীলাকাশে শান্ত রাত, সোনালী তারারা,
—কানে কানে কথা কয় স্বপ্নিল বনানী,
—পাতার মর্ম্মরে বাজে হৃদয়ের বীণ,
—আলো-ঝরা তারাগুলি চোখে ফেলে ছায়া।
এরা জানে মোর কথা, তাই এরা মূক হ'য়ে রয়;
প্রকাশ করে না তারা রূঢ়ালোকে
প্রেম-ভীরু রমণী-হৃদয়।"

আবার সেই উচ্ছ্বাস, করতালির ঐক্যতান। কবিতাটা যে খুব ভাল হয়েছে তা নয়, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টা প্রত্যেকেরই অন্তর স্পর্শ করেছে, তাই এ উচ্ছ্বাস। ওদের সবারই এখনকার বয়সটা এমন যে, ভালবাসার গভীর অনুভূতি,—তা আনন্দেরই হোক্ আর বেদনারই হোক্,—ওরা পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

গভীর উত্তেজনায় আইভানফ্ হাত-পা ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "হে চন্দ্র-সূর্য্য! হে অন্ধকার রাত! হে মায়ালীচোখ-সীনা, একবার বল,—সেই ভাগ্যবান পুরুষ আর কেউ নয়—আমি—"

"নিশ্চিন্ত থাক হে," বলল সেমেনফ্, "সে আর যেই হোক্, তুমিও নও!

বিলাপের সুরে আইভানফ্ বললে, "হায়, দগ্ধ-ভাল আমার—"

ওর কথায় সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

সীনা ইউরাইকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কবিতাটা কি খারাপ লাগল শুনতে?"

ইউরাই কবিতাটাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পায়নি। এ ধরণের হাজারো কবিতায় সে দেখেছে, ঐ সস্তা প্রেমোচ্ছ্বাস। কিন্তু সীনার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সে সত্যি কথাটি বলতেই পারল না। ওকে খুসী করবার জন্য বলল, "চমৎকার লাগল আমার।"

সীনা খুসী হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য হোল এই ভেবে যে এ রকম সামান্য প্রশংসাও ওর নিজের কাছে এত ভাল লাগল!

সবাই মিলে সীনার স্তাবকতায় মেতে উঠল।

লিডার ভাল লাগছিল না সীনাকে নিয়ে সবার এতোটা বাড়াবাড়ি করা। সে বলে উঠল, "এবার ফিরতে হবে না?" মনে মনে তার প্রত্যয় ছিল, সব দিক দিয়েই সে সীনার থেকে শ্রেষ্ঠতর,—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সৌন্দর্য্যে,...

স্যানিন যখন ওকে বলল গান গাইতে; ও স্রেফ জবাব দিল, "না; আমার গলা ভাল নেই।"

সাত

দিন তেনেক পরে, সন্ধ্যাবেলা, লিডা বাড়ী ফিরল ভারাক্রান্ত মনে, অপরিসীম একটা ক্লান্তি বয়ে। নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে মাথা নীচু ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বুঝতে পারল, স্থারুডিনের সঙ্গে সে বড্ড বেশি মাখামাখি ক'রে ফেলেছে। সেই স্থারুডিন,—যে কি না সব দিক দিয়েই ওর অনেক নীচুতে,—ক্রমে ক্রমে তা'রই মুঠোর মধ্যে গিয়ে ও পড়েছে। আজকে স্থারুডিনের সামান্যতম অঙ্গুলি-হেলনে লিডাকে উঠতে-বসতে হয়। আগের মত আর লিডা ওকে নাচাতে পারে না, আজকাল ক্রীতদাসীর মতই তাকে স্থারুডিনের অভিরুচি মাফিকই যে-কোনো ব্যবহার সইতে হয়।

কি ক'রে, কবে থেকে যে তার এই ক্রমাবনতি শুরু হোল, তা ওর মনে পড়ছে না। বরাববই তো সে স্থারুডিনকে নিয়ে যথেচ্ছাচার করেছে,—ওর প্রেম-নিবেদন মঞ্জুর করেছে; বেশ লাগত সেসব দিনের মধুর উত্তেজনাময় অনুভূতিগুলি। তারপব একদিন এমন একটা মুহূর্ত্ত এল যেদিন ওর সমস্ত শরীরে যেন আগুন লেগে গেল, মাথার ভেতরে-বাইরে সবটা হয়ে উঠল ঘোলাটে, অস্পষ্ট; সেদিন তো নিজেই প্রাণপণে ঝাঁপ দিয়েছিল—যেন একটা কালো অতলস্পর্শী অজানা গহ্বরে! পায়ের নীচের থেকে সেদিন মাটি গিয়েছিল স'রে, নিজের শরীরের কোন প্রত্যঙ্গের উপরই রইল না কোন এক্তিয়ার, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেদিন অনুভব করেছিল শুধু দু'টি দুঃসাহসী জ্বালাময়ী চোখ—চুম্বকের মত যা' তাকে সেদিন অন্ধকার গহ্বরের পথে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণ অস্তিত্ব ঘিরে সেদিন সে পেয়েছিল জীবনের চরম আকুতি; উদগ্র

কামনার পাত্র হয়ে উঠে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছিল পরম উৎসর্গের বেদীতে। আজকে ওর জীবনকে ঘিরে এসেছে ক্লান্তি, হতাশা, অপমান; তবুও কি মনের গোপনে কামনা জাগছে না—আর একবার, মাত্র একবার সেই নিজেকে নিঃস্ব ক'রে সমর্পণ করবার—সেই জ্বালাময়ী অনুভূতি পাবার জন্য? ও কথা ভাবতেই ওর সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। দু' হাতের আঁজলায় মুখ লুকোল। টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে জানালা খুলে দিল। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাঁদের দিকে। বড় অসহায়, বিষণ্ণ বোধ করল নিজেকে। ক্ষণিকের ভুলে—একটা দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে একে—একটা খেলো বাজে লোকের কাছে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিল!

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইল, "বেশ করেছি, তা'তে কা'র কি? আমি নিজেই তো চেয়েছিলাম, কী সুখ!...যাক্ গে, এখন আর ভেবে কি হবে?"

জানলার কাছ থেকে স'রে এসে সে পোষাক-পরিচ্ছদ খুলতে লাগল। মনে মনে বলল, "মোটমাট একবারই তো বাঁচব!...যত দিন আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হচ্ছে, অপেক্ষা করতে হবে? কেন? কি উপকারটা হবে তাতে আমার?...কী হবে ভেবে?..."

মনে ভাবল, বেশ হয়েছে। আকাশের পাখীর মত মুক্ত জীবন এবার তার, যা' খুসী, যে রকম মন চায়, নিজেকে উপভোগ করতে পারবে। আরাম, সুখ, ভোগ,...একটা গানের কলি গাইল, "আমার খুসী, আমি বাসব ভালো; খুসী হই, ভালবাসবো না।"

নিজের গলার স্বর কানে যেতে ভাবল, তার গলা সীনা কার্সভিনার চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের বেশি ভাল। বলল মনে মনে, "আমার খুসী, আমি উচ্ছন্নে যাব।" দু'হাত সজোরে আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিতে ওর স্তন দুটি নড়ে উঠল।

"এখন ঘুমুওনি লিডা ?" —জানালার ওপাশ থেকে স্তানিনের গলা শোনা গেল।

আতঙ্কে লিডা প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। একটা শাল নিরাবরণ বুকে কাঁধে জড়িয়ে ও জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

"কী ভয়ই পাইয়েছিলে তুমি।"—ও বলল।

স্তানিন এগিয়ে এসে জানালার আল্‌সের ওপর কনুই দু'টো রাখল। ওর চোখ উজ্জ্বল, মুখে হাসি।

"ওটার কোন দরকার ছিল না!"

লিডা বুঝতে পারল না স্তানিন কি ইঙ্গিত করছে।

"শালটা না থাকলেই তোমাকে আরও সুন্দর দেখাত!"—চাপা গলায় স্তানিন বলল।

অবাক্ হয়ে লিডা ওর দিকে তাকাল; নিজের অজ্ঞাতেই শালটাকে আরও ভাল ক'রে জড়িয়ে নিল।

স্তানিন হেসে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে লিডাও জানালার গরাদের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ওর গালের কাছে স্তানিনের উত্তপ্ত নিশ্বাসের আভাষ পেল।

"কী সুন্দর তুমি!"—স্তানিন বলল।

স্তানিন কি ওর মনের কথা টের পেয়েছে? সমস্ত শরীর দিয়ে যেন অনুভব করল স্তানিনের দৃষ্টি। ঠিক ঐ দৃষ্টিই তো দেখতে সে অভ্যস্ত হয়েছে প্রত্যেক পুরুষের চোখে। কিন্তু স্তানিনও কি তাদেরই মত? তার নিজের ভাই! একটা নোংরা সরীসৃপ যেন ওর শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখে বলল, "হাঁ, আমি জানি।"

ও যখন জানালায় ঝুঁকে কথা বলছিল, শাল ও সেমিজ অনেকটা সরে গিয়েছিল, চাঁদের আলো এসে পড়ছিল ওর বুকে; স্তানিন

সেদিকে চোখ রেখে বললে, "মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে তৃপ্তিলাভের পথে চীনের প্রাচীরের মত দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়।"—ওর গলা কাঁপছে। লিডা দস্তুরমত ভয় পেল।

"কি বলতে চাও তুমি?"—অর্ধোচ্চারণে লিডা জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করল বটে, কিন্তু ও বেশ জানে—কি বলতে চায় স্যানিন। একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে—এই মুহূর্ত্তেই, যা ও ভাবতে চাইছে না। মাথার ভেতরটা কি রকম গরম হয়ে উঠেছে! চোখ বুঁজে সে অনুভব করল স্যানিনের আতপ্ত নিশ্বাস—যেন ওর গাল পুড়ে যাচ্ছে।

"কি বলতে চাই?...এই বলতে চাই।"—ধরা-গলায় স্যানিন বলল।

যেন একটা বিদ্যুৎবাহী চাবুক এসে লাগল লিডার গায়ে। চমকে পিছিয়ে সরে গেও ও, নিজের অজ্ঞাতেই টেবিলেব ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা! বলল, "শুতে যাচ্ছি এবার," —কাঁচের শার্সিটা দিল বন্ধ ক'রে।

বাইরের চাঁদের আলোয় স্যানিনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কি রকম একটা নীলাভ মূর্ত্তি। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে, মুখে লেগে আছে পরিচিত হাসি।

লিডা গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়; সর্ব্বশরীর ভয়ে ও কি-এক উত্তেজনায় কাঁপছে, ধারাবাহিক কিছু ভাবতে পারছে না। বাইরে স্যানিনের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল; পায়ের শব্দের তালে তালে ওর হৃৎপিণ্ডের এ কি দোলানী?

সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম এল না লিডার চোখে। "আমি কি পাগল হয়ে যাব? কী একটা কথার কথা বলল, আর তাই আমাকে তোলপাড় করছে!...আমি কি সত্যিই উচ্ছন্নে গিয়েছি?"—বলল নিজের কাছে নিজে। চোখ ফেটে এল জল; ভাবলে, এ রকম ঘটতে

পেয়েছে, কেন না ওর নিষ্কলুষ কুমারীত্ব আর অবশিষ্ট নেই। কেন সে স্যাক্‌ডিনের কাছে আত্মদান করেছিল?—তাই না আজ ভাইয়েরও চোখে দেখল অবমাননাকর লালসাময় দৃষ্টি!

"কেন ওরা আমাকে অপমান করবে? কে দিয়েছে তাদের এ অধিকার? কোন দিন পাব না পরিত্রাণের কোন সুযোগ? নিষ্কলুষ সুন্দর ভবিষ্যৎ?"

যৌবনের বেদনার প্রচ্ছন্নে যে আশীর্ব্বাণী লুকিয়ে থাকে, লিডা শুনল। আছে ভবিষ্যৎ, দাবী তার সুপ্রতিষ্ঠিত। যত দিন যৌবন-বহ্নি জ্বলবে তার অস্তিত্বে,—পৃথিবীর সব কিছু আনন্দ, সুখ, সৌন্দর্য্য, তার পাবার অধিকার আছে। এই শরীর, সুন্দর, নরম, মোহময় তার নিজের শরীর নিয়ে যা খুসী সে করতে পারে।

কিন্তু এ যুক্তি, অজস্র পরস্পরবিরোধী এলোমেলো চিন্তার মাঝে খেই হারিয়ে ফেলল।

আট

কিছুদিন হোল ইউরাই ছবি আঁকা শুরু করেছে। এক কালে তার বাসনা ছিল আর্টিষ্ট্ হবে; কিন্তু সময় সুযোগ ও খরচা জোটাবার সামর্থ্যের অভাবে সে বাসনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন যা' শিল্প-চর্চ্চা ওর, তা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং খেয়াল চরিতার্থ করা মাত্র। বলা বাহুল্য, সত্যিকার শিল্পীদের যে কঠোর অধ্যবসায়, সংযম ও দীর্ঘকাল ধ'রে শিক্ষানবীশির সময় পেরিয়ে আসতে হয়, তা' ওর ছিল না। সুতরাং ওর সৃষ্টিও হোত তেমনই—অশিক্ষিত অপটুত্বের সৃষ্টি।

একদিন ওর অন্তরে এল দারুণ শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা; তুলি, রং, তেল, ক্যানভাস নিয়ে বসল। "জীবন"—এই অভিজ্ঞানে সে এক বিরাট অচিন্ত্যপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টি করবে, এই রকমটা ছিল ওর কল্পনা। ঘণ্টা কয়েক খেটে-খুটে যা তৈরী করল, তাকে সে নিজেই স্বীকার করল—আর যা' পরিচয় দেওয়া যাক্, "জীবন" বলা যেতে পারে না; বরঞ্চ বলা যেতে পারে—"মৃত্যু"। নিজের অকৃতকার্য্যতা ও অক্ষমতার উপর এল দারুণ অবজ্ঞা, ছুরী তুলে নিয়ে সে ক্যানভাস থেকে চেঁছে তেল-রঙের প্রলেপ তুলে ফেল্‌তে লাগল।

ইউরাই-এর এই শিল্প-ব্যস্ততার মধ্যে প্রবেশ করল নোভিকফ্। লিডার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, এবং বিশেষতঃ এখানে-সেখানে লিডা-স্তারুডিনের কেলেঙ্কারীর উপাখ্যান শুনে শুনে ও একদম মুষ্‌ড়ে গিয়েছিল। ব্যর্থ-প্রেমের বোঝা বয়ে সে এসে ইউরাই-এর ঘরে ঢুকল।

নিজের জীবনের ওপর নোভিকফ্-এর ধিক্কার জন্মে গিয়েছিল। মনে মনে এক রকম স্থির ক'রে ফেলেছিল, এ ধিক্‌কৃত জীবন অতঃপর

অপরের আনন্দের জন্য,—প্রায় সেবাব্রতের মতই—উৎসর্গ করবে। একবার ভেবেছিল, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে যাবে, গিয়ে গুপ্তবিপ্লবী দলের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে তুলে 'দুর্গা' ব'লে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অবশ্য এ আদর্শটাই ওর সব চেয়ে ভাল লাগল ; কিন্তু…

আকস্মাৎ সব কিছুই যেন ওর কাছে অসার ও বিস্বাদ বলে মনে হলো। এতক্ষণ ধরে সে ইউরাই-এর পাশে এসে বসে আছে, ইউরাই কিন্তু একটা কথা বলেনি ; এমন কি, প্রাথমিক ভদ্রতাবিনিময় অবধি নয়। বঙ্ তুলে ফেলে এতক্ষণে সে নূতন রেখায় নূতন রঙের প্রলেপ দিচ্ছে। একবার তুলি ও প্যালেট্ হাতে নিয়ে ক্যান্ভাসটার থেকে দূরে সরে গিয়ে সে ঘাড় কাৎ করে নিজের রূপসৃষ্টির দিকে তাকাল বোধ হয় এবার ওর মনঃপুত হয়েছে ছবিটা। নাঃ, নিশ্চয়ই বেশ হয়ে উঠেছে !

নোভিকফ্-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগছে" ?

কিন্তু ও যদি ভাল না বলে, তা'হলে…ইউরাই প্রায় দ'মে যাচ্ছিল।

"বাঃ, ভা…বী সুন্দর হয়েছে !"—নোভিকফ্ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল।

"তারপর,…খবর কি বল।"

"আমি তোমার প্রবন্ধটি পড়েছি 'ক্রা' পত্রিকায়। খুব গরম লেখা হয়েছে।"—নোভিকফ্ বলল।

"গোল্লায় যাক্ ওটা।" রেগে গিয়ে ইউরাই বলল। সেমেনফ-এর কথা মনে পড়ল। 'কী এমন কাজ হবে এতে ? ফাঁসি, ডাকাতি, খুন-জখম, কিছুই এতে বন্ধ হবে না। বড় জোর দু'পাঁচটি আহাম্মক প্রবন্ধটা পড়বে ! প্রবন্ধ লিখে দেশোদ্ধার হবে ! মিছিমিছি দেয়ালে মাথা ঠুকে লাভ কি ?"

চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর বিপ্লবী জীবনের প্রথম দিককার ছবি। গোপন বৈঠক, প্রোপাগাণ্ডা, বিপদ, ব্যর্থতা, নিজের অপরিসীম কর্ম্মদ্যোতনা এবং জনসাধারণের কৈবল্য। পায়চারি শুরু করল ইউরাই।

নোভিকফ্ বলল, "তাহলে কোনই মানে হয় না কিছু করার ?"

"না !"—ইউরাই মনের ওপর নিজের ব্যর্থতার জগদ্দল ভার অনুভব করল। বলল, "মানুষের সত্যিকার প্রয়োজন যে কিসের, তা-ই আমরা জানি না, অথচ নয়া রাষ্ট্রতন্ত্র, বিপ্লব,—এই নিয়ে হৈ-চৈ করছি। হয়ত যে ভবিষ্য স্বপ্ন বাস্তবে সফল করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তা থেকেই আসতে পারে মানুষের ধ্বংসের সম্ভাবনা। আবার তখন শুরু করতে হবে গোড়া থেকে নতুন ক'রে গড়ে তোলার কাজ। আর যদি আমি আমার স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা না ঘামাই ? তা' হলে ? কি লাভ এই পরিশ্রম ক'রে ? বড় জোর, চেষ্টা-চরিত্র করলে খানিকটা নাম-ডাক হবে আমার, চার পাশের স্তাবকমণ্ডলীর অভিনন্দনে নেশা হবে বেশ। তারপর ? বেঁচে থাকা, যত দিন না কবরে যাচ্ছি। তারপর ? আর যে যশের মুকুট মাথায় প'রে থাকব তা ক্রমশঃ আমার মাথার খুলিকে চেপে ধরতে থাকবে—তা' বিষিয়ে উঠছে।"

"নিজের কথাই বলে চলেছে"—বিড়-বিড় ক'রে নোভিকফ্ উচ্চারণ করল।

ইউরাই তা শুনতে পায়নি। নিজের কথা নিজের বেশ লাগছিল ওর। যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কোন নামজাদা ব্যক্তি স্বগতোক্তি করছে! ও বলে চলল, "আমি যদি জানতে পারতাম যে আমার মৃত্যুতে পৃথিবী রক্ষা পাবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত কষ্টকর ভাবেও মরতে রাজী হতাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার চেষ্টায় ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তিত হবে। সুতরাং, দিনের পর দিন ধ'রে আমাকে অবধারিত পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।"

ও বুঝতে পারছিল না যে, ওর বক্তৃতায় ক্রমশঃই ধারাবাহিকতার অভাব ঘটছিল। আবোল-তাবোল বুকনি সহ্য করতে না পেরে নোভিকফ ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আদৎ কথা কি—" ইউরাই ও বক্তৃতা শেষ করল,—"আমি অবধারিত পরিণতিকে ভয় করি। যদিও জানি মৃত্যু স্বাভাবিক, আমি কোন রকমেই পারব না তাকে এড়াতে, তবু মৃত্যুর চিন্তা মনে এলেই ভয়ানক বীভৎস লাগে!"

"মৃত্যু হচ্ছে শারীরবৃত্ত-সংক্রান্ত একটা প্রয়োজনীয় ঘটনা।"

"খোদা হাফিজ্! আমাদের মৃত্যুটা অন্য কার প্রয়োজনে এল কি না এল, তাতে আমাদের কী?"

"কেন, এই যে বললে অপরের জন্য কষ্টকর মৃত্যুও বরণ করতে পার!"

"আহা, সেটা অন্য কথা।"—অবশ্য ইউরাই-এর কথায় জোর ছিল না।

"নিজেই নিজের কথা ভাঙ্ছ-গড়্ছ।"—পিঠ চাপড়ানোর মত ক'রে নোভিকফ্ বলল।

"না, আমি কখনই নিজের কথা উলটোই না। স্বেচ্ছায় যদি মৃত্যুবরণ করি—"

বাধা দিয়ে নোভিকফ্ বলল, "পুরোনো কাসুন্দি। তোমাদের প্রত্যেকেই চাও তুবড়ীর খেলা হাততালি, বাহাদুরী। এ আর কিছুই নয়, শুধু স্বার্থপ্রাধান্যবোধ!"

"যদি তাই হয়, তাতেই বা কি?—"

দু'জনেই বুঝতে পারল, এতক্ষণ ধরে ওরা যা' বলেছে, তার কোন মাথা-মুণ্ড হয় না। এ তর্কের কোন মানে নেই।

নয়

ইউরাইদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ইউরাই ও নোভিকফ্ গেল পার্কের রাস্তায়। সেখানে স্টানিন ওদের ওদের সঙ্গে জুটল। স্টানিনের হাব-ভাব ইউরাই পছন্দ করে না, তাই ও চুপ ক'রে রইল। দু'পাশে, কাছে দূরে যেখানে সামান্য পরিচিতও কাউকে দেখা গেল, স্টানিন তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে আপ্যায়িত না করে ছাড়ল না।

খানিকটা পরে আইভানফ্‌কে দেখতে পেয়ে স্টানিন এদের ছেড়ে ওর সঙ্গে গিয়ে জুটল।

"কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"—নোভিকফ্ প্রশ্ন করল।

পকেট থেকে ভডকার একটা বোতল বের করে আইভানফ্ বলল, "বন্ধুকে একটু আনন্দ দিতে।"

স্টানিন হেসে উঠল।

ইউরাই এর নিকট এই ভডকা এবং হাসি অত্যন্ত কুৎসিত এবং স্থূল ব্যাপার বলে মনে হোল। সে বিরক্তিভরে অন্য দিকে তাকাল। স্টানিন ওর মনের ভাব বুঝতে পারল বটে, কিন্তু কিছু বলল না।

"নোভিকফ, হে স্বর্গস্থ নিষ্পাপ দেবকুমার, তুমি এসো! দেখো ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তোমার সহযাত্রীর মতো ক'রে আমাকে তিনি সৃষ্টি করেন নি।"

—আইভানফ বলল।

ইউরাই ওর মন্তব্যে লাল হয়ে উঠলেও চুপ করেই রইল।

"একটি রোগী আছে, দেখতে যেতে হবে।"—নোভিকফ বলল!

"আহা, সে তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেই মরতে পারবে।...নাই যদি আসে, কি করা যাবে! তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা ওটা পরিষ্কার খালাস করতে পারব।"—স্ত্যানিনের চোখে দুষ্ট হাসি। "আর শোনো," বলে ফিশফিশ করেই অন্যদের শুনিয়ে বলল, "লিডা বাড়ীতে বসে অনুতাপ করছে।"

"কী যে বাজে বকো! আচ্ছা, চল আমিও আস্‌ছি।"—নোভিকভ ওদের সঙ্গেই চলল।

কিছুটা পথ যাবার পর ইউরাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল সীনা কার্সাভিনা এবং স্কুল-মাষ্টারণী ডুবোভার সঙ্গে; ওরা একটা বেঞ্চিতে বসেছিল।

ওদের দেখতে পেয়ে ইউরাই জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় ছিলেন?"

"লাইব্রেরীতে।"

ইউরাই সীনার পাশেই বসতে চাইছিল, কিন্তু লজ্জায় পারল না। ও গিয়ে ডুবোভার ও-পাশেই বসল।

"এরকম মনমরা দেখাচ্ছে কেন আপনাকে? কিছুই করবার নেই বোধ হয় আপনার?"—ডুবোভার প্রশ্ন।

"আপনার কি অনেক কাজ?"—সীনা জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর শুনবার আগেই ডুবোভা মন্তব্য করলো,

"যাই হোক্, মুখ বেজার ক'রে থাক্‌বার মত সময় আমার নেই।"

ইউরাই উত্তরে বলল, "জীবনে হাসি কাকে বলে ভুলে গিয়েছি।"

এমন একটা তীব্রতা কথা কয়টিতে প্রকাশ পেল যে ওরা আর কোন কথাই বলতে পারল না।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ইউরাই নিজেই বললে, "একটি বন্ধু বলছিল যে, আমার জীবন থেকে না কি অনেক তথ্য ও আদর্শ পাওয়া যায়। —যদিও কেউ তা বলেনি।"

সতর্ক ভাবে সীনা প্রশ্ন করল, "কি রকম ?"

"এই যেমন, কি ক'রে বেঁচে না থাকা যায়।"

"আঃ, বলুন না আমাদের! হয়ত আদর্শের খানিকটা আমাদের উপকারে লাগতে পারে।"—ডুবোভা বলল।

ইউরাই তখন শুরু করল নিজের জীবনের কথা বলতে। এমন ভাবে বলে চলল. শুন্‌লে মনে হোতে পারত যে, ও যেন এক নানাবিধ গুণসমন্বিত মহা শক্তিবান পুরুষ, যে নারী ওকে দেখেছে—ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ওকে চিন্‌ল না ওর বিপ্লবী দলের সভ্যরা, প্রতিকূল পরিবেশ ওকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা দিচ্ছে নিজেকে প্রকট করতে।—মেয়েদের কাছে এরকম বলা চলে, বিশেষতঃ যদি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী শ্রোতা পাওয়া যায়। শুরুতে একটু ঠাট্টামিশ্রিত সুরেই ও বল্‌ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বলার আবেগে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। অপরাপর অনুরূপ আত্ম-প্রচারকদের মতই ও বুঝ্‌তেই পারছিল না যে ওর বক্তব্যের ভেতর দিয়ে এমন কিছু প্রকাশিত হচ্ছিল না, যা' শুনে শ্রোতারা ওকে অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন লোক বলে মনে করতে পারে।

ওর বল্‌বার ভঙ্গি, গলার স্বর, মেয়ে দু'টিকে অভিভূত করে দিল; ওরা ওর কথা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করল। মনে মনে করুণা অনুভব করল ওর জন্য।

"আচ্ছা, আপনার মনে কি কখন আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা জাগেনি ?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?"

"না, এই এমনি..."

ও নিয়ে ওরা আর কোন কথা তুলল না।

সীনা সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "আপনি তো পার্টির কমিটিতে আছেন, তাই না ?"

যেন স্বীকার করতে বিশেষ ইচ্ছা নেই, এমনি ভাবে ইউরাই বলল, "হ্যাঁ।"

ওরা যখন বাড়ী ফিরবার পথে পা বাড়াল, ইউরাই ওদের পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলল। ওর মনের অন্ধকার ততক্ষণে কেটে গিয়েছে।

ইউরাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর, সীনা বলল, "কী মিষ্টি আর ভাল মানুষ ও!"

ধমকে বলল ডুবোভা, "দেখিস্ যেন প্রেমে পড়িস্ না শেষটায়।"

"কী যে বলছিস্!"—সীনা হেসে উঠল। কিন্তু মনের পর্দায় কি তা'র পড়ল না একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া?

সেই রাতে ইউরাই স্বপ্ন দেখল, অনেক নরম স্বপ্ন। হাল্কা-রেশমের মত নরম আর হাল্কা, উচ্ছ্বিত-যৌবনা অনেক সুন্দরী মেয়ের স্বপ্ন।

দশ

আবার দেখা হবে, এই প্রত্যাশায় ইউরাই পরের দিন ঠিক ঐ সময়টিতে গিয়ে পার্কে হাজির হোল। সীনা কার্সাভিনার সঙ্গে দেখা হবে। আবার ওর চোখ দুটি হয়ে উঠবে আয়ত, করুণায় ভারী; সেই চোখ দুটির দিকে তাকাবে ইউরাই, বলবে আবার সেই আত্মকাহিনী,—সুন্দর মিথ্যায় গড়া স্বপ্নের কাহিনী।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, ওরা আসেনি। কিন্তু দেখা পেল স্যাফরফ্-এর।

"কি হে, মাথা গুঁজে চলেছ কোথায়?" স্যাফরফ, প্রচুর সহৃদয়তা নিয়ে ওকে শুধোল।

ওরা দু'জনই এককালে একই বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিল। ইউরাই-এর পরে ও ঢুকেছিল, তাই ওকে ইউরাই অনেকটা শিক্ষানবীশ হিসাবে মনে করত। ওর কাছে সেই জন্যে বেশ খানিকটা আয়াস ক'রে টেনে-টেনে বলল, "আর বল কেন? কিছু না করতে পেরে দিনগুলো ঘুণে ধ'রে গেল।...যাচ্ছ কোথায়?"

"একটা বক্তৃতা আছে আজকে।" পকেট থেকে বের করল রঙীন কাগজে মুড়ে-রাখা পাতলা হাণ্ডবিলের মত এক বাণ্ডিল কাগজ। ইউরাই ওর থেকে একখানা বের ক'রে নিয়ে পড়ল,—অনেক দিন আগেও পড়েছিল, পরে ভুলে গিয়েছিল,—সোস্যালিজমের সম্পর্কিত, একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ।

কাগজটা ফেরৎ দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় বক্তৃতাটা হচ্ছে?"

সীনা ও ডুবোভা যে স্কুলে পড়ায়, স্যাফরফ্ জানাল সেই স্কুলে এই বক্তৃতাটা হবে।

"আমি আসতে পারি ?"—ও জিজ্ঞাসা করল।

ইউরাইকে স্যাফরফ্ বিপ্লবী-আন্দোলনের একজন কেষ্ট-বিষ্টু বলেই মনে করত বরাবর ; তাই সে লাফিয়ে উঠে বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

ওরা যখন গিয়ে বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট হল্-ঘরে গিয়ে পৌঁছুল, দেখল ইতিমধ্যেই অনেকে এসে গেছে। একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লালিয়া ও ডুবোভা। জানালার ওপাশে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার আব্ছায়ায় গভীর সবুজে-ধূসরে মেশানো রঙীন্ গাছের ডালপালা।

ওকে দেখ্তে পেয়ে লালিয়া খুসী হয়ে কলরব ক'রে উঠল।

সহৃদয়তার সঙ্গেই ডুবোভা ওকে অভ্যর্থনা করল।

সীনাকে না দেখতে পেয়ে ইউরাই মন্তব্য করল, "শ্রীমতী সীনা কার্সাভিনা বোধ হয় এই সব সভা-সমিতিতে আসে না !"

"তাই না কি ?"—চম্‌কে ইউরাই ঘুরে তাকিয়ে দেখ্‌ল, বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের পাশে সীনা ওর দিকে তাকিয়ে হাস্‌ছে।

ঘর-ভর্ত্তি লোক; আরো আস্‌ছে। ইউরাই লক্ষ্য করল ছেলে-মেয়ে,ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু ক'রে দু'-এক জন বুড়ো মতন চাষীও এসে জুটেছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরীতে বক্তৃতা সুরু হোল। বক্তৃতা তো নয়, স্যাফরফ্ যেন প্রবন্ধ পাঠ করল। ওর বলার ভঙ্গি তেমন ভাল না, তবু হল-ভর্ত্তি ছেলে-মেয়ে মজুর-চাষী সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনল তা; সাম্‌নের আসন কয়টিতে যেসব বুদ্ধিজীবিরা বসেছিল, তা'রা উস্‌খুস্ করতে এবং ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলতে আরম্ভ করল। শেষটায় যখন গোলমালটা বেশ বেড়ে উঠল, ইউরাই স্যাফরফ্-এর হাত থেকে কাগজগুলি নিয়ে প্রবন্ধটির বাকী অংশটি ওর স্বভাব-উদাত্ত সুরে পাকা বক্তার মত পড়ে গেল।

মিটিং-এর শেষে ডুবোভা শ্যাফরুফ্-এর সঙ্গে চলে গেল অন্য কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। ওরই অনুরোধে ইউরাই সীনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছতে গেল।

ছোট্ট একটি বাড়ী, বড় একটা রুক্ষ মাঠের মধ্যিখানে। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সীনা বলল, "একটু ভেতরে আসবেন না?"···ইউরাই চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। তা' লক্ষ্য করে সীনা বলল, "আপনাকে ঘরের ভেতরই আস্‌তে বলতুম, কিন্তু সেখানকার যা অবস্থা, তাতে আপনাকে ভেতরে গিয়ে বসতে বলতে লজ্জা করছে। সকালবেল'ই বেরিয়েছি কি না, তাই ঘরটা বড় অগোছাল রয়ে গেছে।"

সীনা ঘরে গিয়ে ঢুকল, আর ইউরাই বাইরে মাঠের দিকে এগোল। বেশি দূর গেল না, একটা অজ্ঞাত কৌতূহল নিয়ে সে বাড়ীর বন্ধ-জানালা কয়টার দিকে তাকাল, যেন কোন্ এক মহা রহস্য ঐ জানালাগুলোর ওপারে জড়ো হয়ে রয়েছে,—সুন্দর অদ্ভুত রহস্য সব! এমন সময় সীনা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। এখন আর ওকে যেন চেনাই যাচ্ছে না! কালো রং-এর জামা-কাপড় ছেড়ে এসেছে, এখন ওর গায়ে পাতলা—-বুকের কাছটা অনেকটা নীচু ক'রে কাটা, খাট হাতা একটা বডিস্ এবং নীল রং-এর স্কার্ট।

"এই এসেছি"—সহাস্য মুখে সীনা উচ্চারণ করল।

"দেখলাম!"—এমন একটু চাপা রহস্যপূর্ণ স্বরে ইউরাই বলল, যা একমাত্র সীনাই বুঝতে পারল।

সীনার ঠোঁটে আবার সেই সুন্দর স্তিমিত হাসি। দূরে মাঠের ওপাশে ঢালু জমির গায়ে নাম-না-জানা অজস্র বুনো ফুল, পথের দু'পাশে স্থলপদ্ম ও উঁচু ঘাস। চেরী গাছগুলোর থেকে একটা কী রকম মাদক এঁঠেল গন্ধ।

"আসুন না, বসি একটু।" সীনা বলল।

ভাঙা বেড়ার কাছে ওরা বসল। সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে ওদের মুখ ফেরান। আনমনে ইউরাই কাছের লিলাক গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিল, ঝ'রে পড়ল এক রাশ শিশির।

"একটা গান শোনাব আপনাকে?" সীনা জিজ্ঞাসা করল।

"বাঃ, নিশ্চয়ই!" ইউরাই জবাব দিল।

সেদিনকার পিক্‌নিকের সন্ধ্যার মতই আজকেও সীনার অঙ্গে পাতলা বহির্বাস। গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহরেখাগুলি যেন সু-উচ্চারিত হয়ে উঠছিল। ও গান গাইল—"ওগো সুন্দর প্রেম-তারকা"—গভীর এবং উদাত্ত সীনার গলা। প্রতিবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তা'র সুগঠিত স্তনদুটি হালকা বডিসের আড়ালে ফুলে কেঁপে উঠছিল, যেমন উঠছিল সেই পিক্‌নিকের রাতে। গলার সুর ঢেউয়ের মত সন্ধ্যার আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। সীনা অনুভব করল—ইউরাই-এর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি তা'র দিকে যেন ফেরান রয়েছে। নিজের দু'চোখ বুঁজে সে গেয়ে চলল, সুর যেন আরও মধুর হ'ল, আরও আগ্রহ-মাখা। চমৎকার নিস্তব্ধ পরিবেশ, যেন সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু কান পেতে গান শুনছে। যখন নূতন ফাল্গুনের রাতে নাইটিংগেল গান গায়, কী রকম আশ্চর্য্য শান্ত হয়ে ওঠে তখন গভীর বন,—বাতাসে পাওয়া যায় একটা হাল্কা সুবাস, যেন অতি প্রিয় কার চাপা নিশ্বাস। ইউরাই সেই রকমটা অনুভব করল।

গান শেষ হ'ল। নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন হাত দিয়ে ছুঁতে পারা যায়।

"চুপ ক'রে রইলেন কেন?"—সীনা ওকে প্রশ্ন করল।

"বড় বেশি ভাল লাগছে।"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর।" সীনার চোখে কোন্ স্বপ্নের আভাষ! বলল, "সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে থাকাটাই সুন্দর।" মনে মনে ভাবল, কী সুন্দর আর ভাল ইউরাই!

ইউরাই অপাঙ্গে তাকাল সীনার দিকে; সুগঠিত ঢালু-হয়ে-আসা দুটি কাঁধ, কোমল···কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ করল ইউরাই। সীনা ওর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করল। ও নিজেও একটু বিব্রত বোধ করল; তবু, যেন একটা রোমাঞ্চময় চেতনা।

দূরে একটা লোক শীষ দিতে দিতে চলে গেল।

হঠাৎ সীনা জিজ্ঞাসা করল, "স্যাফরফ্‌কে আপনার ভাল লাগে?"—এ রকম একটা অবাস্তব প্রশ্নে নিজের মনেই নিজে কৌতুক বোধ করল।

মুহূর্তের মধ্যে ঈর্ষিত বোধ করল নিজেকে ইউরাই। কিন্তু সে ভাবটা চাপা দিয়ে বলল, "বেশ ভালই তো। কী রকম আত্মনিবিষ্ট হয়ে কাজ ক'রে চলেছে।"

মাটি থেকে উঠে আস্‌ছে সোঁদাল ভ্যাপ্‌সা ঠাণ্ডা, শিশির-ভেজা ঘাসের ডগায় অস্পষ্ট-বিবর্ণ রঙের পোঁচ্‌।

"শীত করছে।" সীনার স্বল্পাবরণ শরীর ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল।

ওর সুডোল, কম-কাঁধের বাঁকের দিকে চোখ রাখতেই ইউরাই কেমন কেমন একটু থতমত বোধ করল। চোখে চোখ পড়তেই সীনাও বিব্রত হ'ল। বলল, "চলুন যাওয়া যাক।"

একটু অস্ফুট ব্যথা দু'জনেই মনে মনে বোধ করল। ইউরাই-এর মনে হ'ল, সমস্ত মাঠ, বাগান, গাছ, এবার প্রাণ ফিরে পেল যেন! শিশির-ভেজা ঘাসের থেকে, গাছের আড়াল থেকে, অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তব্ধতার ভেতর কাদের চাপা কথার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা যাবে। ফিরবার পথে ওরা পাশাপাশি চলছিল, এর পোষাক লাগ্‌ছে ওর গায়ে, ওর নিশ্বাস এসে লাগ্‌ছে এর গালে।

মনে ভাবল ইউরাই: এখন যদি সীনা তার স্বল্পাবরণের বাধা ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে ঐ ঝোপটা যেখানে ঘনায়মান অন্ধকারে জীবন্ত

হয়ে উঠেছে—সেদিকে ছুটে চলে, তা হলে এই পরিবেশে সেটা বেমানান হবে না। বরঞ্চ সেটাই হবে স্বাভাবিক ও সুন্দর। এই মাঠ, এই বন, তাতে একটু চম্‌কে উঠবে না, হবে না তাতে তাদের স্বপ্নভঙ্গ। ইচ্ছে হ'ল ওর মনের এই কথাটা ও সীনাকে বলে, কিন্তু সাহসে কুলাল না। সে কথা না ব'লে ওরা আলোচনা করল মিটিং এবং ওদের জানা লোকদের বিষয়।

ঘরের দরজায় ওরা এসে দাঁড়াল।

"ওলগা ফিরে এসেছে।" সীনা বলল।

ওদের সাড়া পেয়ে ডুবোভা ভেতর থেকে বলল, "কে, সীনা না কি?" ওর স্বর কি রকম যেন ভয়-বিহ্বল! "সীনা, সীনা, তোমাকে খুঁজছিলাম এতক্ষণ। সেমেনফ্ মারা যাচ্ছে।" নিশ্বাস চেপে ধ'রে ও বলল।

"কী বললে?"—ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সীনা বলল।

"হাঁ, ও মারা যাচ্ছে। স্নায়ু ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। হাসপাতালে ওকে নিয়ে গেছে। এত চট্ ক'রে হ'ল যে, বলবার নয়। পাটফের বাড়িতে আমরা চা খাচ্ছিলাম, ভারী ফর্তিতে ও নোভিকফের সঙ্গে তর্ক করছিল। হঠাৎ কাসি আসতে উঠে দাঁড়াল, কাঁপতে লাগল, ...আর, আর,...রক্ত ছিটকে পড়তে লাগল..."

ইউরাই জিজ্ঞাসা করল, "ও নিজে বুঝতে পেরেছে?" কি রকম অস্বাভাবিক কৌতূহল যেন ইউরাই-এর!

"হাঁ।...আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার বলল, 'কি হ'ল এ?'—তার পরমুহূর্তেই বলল, 'এত শীগ্‌গির?...বাব্বাঃ, কী ভয়ানক লাগছে!"

তিনজনেই নিস্তব্ধ।

"মৃত্যু বড় ভয়ানক ভীতিজনক!"—পাংশু মুখে ইউরাই বলল।

সীনা অনুচ্চ স্বরে বলল, "আমরা যাব দেখতে? না যাওয়াটা অনুচিত হবে?—কি বল তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"চলুন না সবাই।" ইউরাই বলল। "হয়ত দেখা করতে দেবে না। কিংবা—"

"ও নিজেও হয়ত আমাদের দেখতে চাইতে পারে।" ডুবোভা বলল।

হাসপাতালে যেতেই ওরা দেখা পেল রিয়াজানজেফ্-এর। ওর কাছে ওরা জানতে পারল যে, সেমেনফ্-এর এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। নোভিকফ্ এবং অন্যান্য সবাই ওর কাছে আছে।

রিয়াজানজেফ্ বলল, "পাদ্রী ডাকা হয়েছে। আশ্চর্য্য! কত শীগ্গির সব শেষ হয়ে এল! অবশ্য ইদানিং বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল ও।" বলতে বলতে ওরা সেমেনফ্কে যে কামরায় রাখা হয়েছিল সেখানে চলে এল।

সেমেনফ্কে যেন চেনাই যায় না। জীবনের কোন লক্ষণই যেন ওর শরীরে নেই। স্পন্দনহীন সর্ব্বাবয়বে ভেতরে ভেতরে যেন অপ্রতিহত মৃত্যুদূত পদক্ষেপ করছে। মরণোন্মুখ রোগীর ঠোটের ওপর বাতির আলো এসে পড়েছে। চারিপাশে যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এত নিস্তব্ধ, যেন মনে হচ্ছে কা এক মহতী সত্তাকে তারা নিকটে অনুভব করছে, যেন তার উপস্থিতিকে তারা কোন রকমেই ব্যাঘাত করতে সাহস পাচ্ছে না!

মোটা এবং বেটে একজন পাদ্রী এসে ভিতরে ঢুক্লেন। সঙ্গে তার এক জন অনুচর এবং স্যানিন। উপস্থিত সবাইর দিকে তাকিয়ে পাদ্রী অভিবাদন করলেন, ওরাও শ্রদ্ধাভরে প্রত্যভিবাদন করল। স্যানিন এদের থেকে দূরে সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সেমেনফ্ এবং ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, রোগী এবং দর্শকদের প্রত্যেকে কে কি মনে ভাবছে এই মুহূর্ত্তে।

পাদ্রী তার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন! তার সঙ্গের অনুচর উপাসনার গান ধরল। সীনা, ডুবোভা,...একে একে সব ক'টি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু ক'রে দিল!

স্যানিন এই ভেবে বিরক্ত হোল যে, সেমেনফ্ যদি এই কান্না এই বিষাদের, মৃত্যু-বরণের গান শুনতে পায়, ওর মনের অবস্থা আর কতই না বিশ্রী হয়ে উঠবে! আর থাকতে না পেরে শেষটায় ও পাদ্রীকে বল্ল, "অতটা জোরে নয়!" পাদ্রী ওর দিকে একবার তাকিয়ে আরো জোরে শুরু করলেন, অনুচর তীব্র দৃষ্টি হান্ল, এবং অন্যান্য সকলে এক অজ্ঞাত আশংকায় অভিভূত হয়ে পড়ল ওর কথা শুনে। যেন কি এক ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে! স্যানিন বলল না কিছু, কিন্তু আরও বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে।

"আঃ, শীগ্‌গির শেষ হয় না! ভারী বিশ্রী, নয় কি?"—স্যানিন অনুচ্চ স্বরে বলল।

"তা বটে!" আইভানফ্ উত্তর দিল। সেমেনফ্-এর শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু অন্য সবাই এ কথায় আহত বোধ করল। স্যাফরফ্ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেইক্ষণেই সেমেনফ্ এক দীর্ঘ চাপা আর্তনাদের গোঙানি শুরু করল। খানিকটা পরেই সব নীরব হ'ল!

"সব শেষ হয়ে গেল।" মৃদু স্বরে পাদ্রী বললেন।

এগারো

একটা স্মৃতি-বাসরের প্রস্তাব ক'রে যখন আইভানফ্ স্তানিনকে ওর বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল, ও সহজেই রাজী হয়ে গেল। যাবার পথে স্তানিন ভডকা মদ এবং ভাল খানিকটা চাট কিনে নিল। ইউরাইকেও ওরা পথে পেয়ে গেল।

আইভানফের এক খুড়ো ছিল, পীটর ঈলিস তার নাম। স্মৃতি-বাসরে সে-ই সভাপতিত্ব করল।

সেমেনফ্-এর মৃত্যু ইউরাই-এর মনে এমন একটা দাগ কেটেছে, যা ও বিশ্লেষণ করে উঠতে পারছিল না। ও বলল, "মৃত্যু একটা ভয়াবহ ঘটনা।"

পীটর ঈলিস বললেন, "কেন? মৃত্যু? ও তো একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মনে করুন, একটা লোক চিরকালের জন্য বেঁচে রইল!—কী ভয়াবহ, ভেবে দেখুন তো!"

ইউরাই ভাবল অনন্ত জীবন কি রকম। কালের বিস্তৃতির দিকে প্রসারিত নিরুদ্দিষ্ট এক ধূসর পথ। বর্ণ গন্ধ শব্দ ও অনুভূতিহীন একটি প্রবাহ যেন নিস্তব্ধ নিরুদ্বেল সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এ তো জীবন নয়, এ তো চিরন্তন মৃত্যু। এই চিন্তা ওকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। বিড়-বিড় ক'রে বলল, "হাঁ তাই।"

আইভানফ্ বলল, "বোধ হচ্ছে, ওর মৃত্যুতে আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন।"

"কে-ই বা হয়নি বলুন!"—ইউরাই পাল্টা প্রশ্ন করল। "মৃত্যু একটা ভয়াবহ ঘটনা।"—ও আবার উচ্চারণ করল।

একটু অবহেলার ভঙ্গিতে আইভানফ্ বলল, "বড্ড ঘাবড়ে গেছেন দেখছি।"

"আপনি নন কি?"—ইউরাই বলল।

"আমি?" আইভানফ্ উত্তর দিল। "নিশ্চয়ই না। আমি মরতে চাই না, কেন না, ওতে কোন মজা নেই; বরং বেঁচে থাকবার ভেতর তা আছে। কিন্তু যদি মরতেই হয়, তা'হলে চাইব তা' যেন দ্রুত হয়, মিছিমিছি হল্লা-হুল্লোড় না ক'রেই যেন তা হয়।"

স্যানিন হেসে বলল, "এখনও তা চেষ্টা ক'রে দেখনি?"

"না, তা' সত্যি বলেছ।" ইউরাই ব'লে চলল, "ও রকম মামুলী প্রশ্ন ঢের শোনা গেছে। আপনারা যাই বলুন, মৃত্যু মৃত্যুই, বীভৎস তার রূপ, জীবনকে সব কিছু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাই হচ্ছে তার কাজ। জীবনের মানে কি?"

আইভানফ্ উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠল, "জীবনের কোন মানেই নেই।"

ইউরাই প্রতিবাদ ক'রে বলল, "না, তা অসম্ভব। সব কিছুই সত্য এবং সৌন্দর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং—"

বাধা দিয়ে স্যানিন বলল, "আমার মতে কোথাও কিছু ভাল নেই।"

"এটা কি বললেন? তা'হলে প্রকৃতি সম্পর্কে বলবেন?"

"বিশ্ব-প্রকৃতি!" স্যানিন হেসে উঠল। "আমি জানি, বিশ্ব-প্রকৃতি ন্যায় ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এ রকম একটা কথা বলা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের মতই প্রকৃতিও ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ। খুব পরিশ্রম না করেই আমাদের মধ্যে যে কেউ এর চেয়ে একশ গুণ শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-জগতের কল্পনা করতে পারি। কেন চিরন্তন কাল আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ সৌরকিরণোজ্জ্বল পৃথিবী দেখা দেবে না? জীবন সম্বন্ধে বলতে গেলে বসন্তে হয়,

এর খানিকটা মানে আছে। জীবন মানে প্রগতি। তার একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে। তাই যদি না থাকে তা' হলে, সমস্তটাই একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এই লক্ষ্য ও তার সাধন আমাদের অস্তিত্বের বাইরে, মহাজগতের অস্তিত্বকে তা নিয়ন্ত্রিত করছে। সেই মহাজগতের কাছে আমাদের অস্তিত্ব একেবারেই নিষ্ক্রিয়, একেবারেই আপেক্ষিক। মহাজগতের গোড়াতে বা শেষে কোথাও আমাদের অস্তিত্ব নেই। কেবল মাত্র বেঁচে থাকাটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়, সেই জন্য মৃত্যুও আবশ্যকীয়।"

"কেন?"

"আমি কি ক'রে জানব?" স্যানিন বলল, "আর সেটা জানা আমার দরকারই বা কি? আমার কাছে জীবনের মানে হচ্ছে অজস্র অনুভূতি—তা' সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক। সেই অনুভূতির বাইরে যা' থাকে,—চুলোয় যাক তা' সব! আমরা যে কোন প্রকল্প করি না কেন, প্রকল্পই র'য়ে যাবে, তার ওপর জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা বোকামী হবে। যার খুসী এ নিয়ে মাথা ঘামাক্, আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

আইভানফ বলল, "এই কথার পর আমাদের একবার মদ্যপান করা উচিত।"

পীটর বললেন, "কিন্তু আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন ত কি বলেন? আজকাল দেখি, কেউই কিছু বিশ্বাস করে না, এমন কি যা সব চেয়ে সহজ ও নিরাপদ তাও না।"

স্যানিন হেসে ফেলল, "হাঁ, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি। যখন শিশু ছিলুম, তখনও করেছি। কেন করি তা' নিয়ে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই। ভগবানে বিশ্বাস করাটা হচ্ছে সব চেয়ে লাভজনক।

কেন না, যদি ভগবান থাকেন, তিনি আমার আন্তরিক আনুগত্য গ্রহণ করবেন, আর যদি ভগবান না-ই থাকেন, আমার ক্ষতি নেই।"

"কিন্তু এই বিশ্বাস এই দুই-এর একটির ওপরই ত জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়?"—ইউরাই প্রশ্ন করল।

স্যানিন দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে হেসে বলল, "না, এ রকম কোন দর্শনবাদের ওপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত নয়।"

"তা' হলে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি কি?" ইউরাই জিজ্ঞাসা করল।

স্যানিন জবাব দিল "আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন।"

"যদিও আমি তাঁর অস্তিত্বে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই। তিনি আমার কাছে কি চান তা' আমি জানি না, কিছু চান কি না তাও জানি না, তাঁকেও জানি না। তাঁর ওপর আমার যত বিশ্বাসই থাকুক না কেন, আমার জানার পরিধি তাতে বাড়বে না। ঈশ্বর মানুষ ন'ন, সুতরাং তাঁকে মানুষেব নিরিখে যাচাই করা চলে না। তাঁর সৃষ্টিতে ভালো আছে, মন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কুশ্রীতা আছে—এক কথায় সব কিছুই আছে; সুতরাং কোনো বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা একে নির্দ্দিষ্ট করা চলে না। তাঁর নেই মানব-ইন্দ্রিয়, তাঁর ধ্যান-ধারণাও নিশ্চয়ই ভালো-মন্দের বাইরে। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বোধ দেশ কাল পাত্র ভেদে পৃথক হতে বাধ্য। তা হলে বলুন, সমস্তটাই একটা আজগুবি ব্যাপার কি না!"

"তা' হলে বেঁচে থেকে লাভ কি?"—ইউরাই বলল। "মরারই বা মানে কি?

"একটা কথা আমি জানি—" স্যানিন বলল, "তা' হচ্ছে এই যে, দুঃখময় হীন জীবন আমি চাই না। নিজের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক তৃপ্তিসাধন সর্বাগ্রে হওয়া দরকার। প্রবৃত্তি, কামনা—

এই তো জীবন। নিজের প্রবৃত্তিকে কামনাকে মানুষ যখন রোধ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও হত্যাসাধন করে।"

"কিন্তু এই প্রবৃত্তি, কামনা,—এ তো মন্দও হতে পারে?"

"হতে পারে।"

"তা' হলে?—"

"তা' হ'লে,—তা' মন্দ।" স্যানিন বলল। নিরুচ্ছ্বাস তা'র বাচনভঙ্গি, নিরুদ্বেল তা'র দৃষ্টি। সেই আত্ম-প্রত্যয়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ইউরাই চুপ ক'রে রইল।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ; কারও মুখে কোনো কথা নেই। একটা পোকা বন্ধ ঘরের শাসির ওপর মাথা ঠুকে মরছিল। তার পাখার গুঞ্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। স্যানিনের ঠোঁটে যেন এক চিরন্তন হাসি লেগে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে ইউরাই যুগপৎ বিরক্ত এবং মুগ্ধ হয়ে উঠল। ভাবল, কী বুদ্ধিদীপ্ত ওর চোখ!

হঠাৎ স্যানিন উঠে দাঁড়াল, শাসি খুলে পোকাটাকে জানালার বার করে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা কমনীয় বাতাস যেন পোকাটার পাখার ঝাপটে ভেতরে ঢুকে এল।

"যখন দু'জন মানুষ এক প্রকৃতির হয় না, তখন এস, আরেক পাত্র মদ খাওয়া যাক্।"—আইভানফ্ বলল।

ইউরাই বলল, "না, আমি কখনই বেশি পান করি না।"

ইউরাই সবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

স্যানিন বলছিল, "তোমরা কচি খোকা নও। ওরা জানে না মন্দের থেকে ভালকে বেছে নিতে। এই জন্যেই তো—"

ওর অসমাপ্ত কথার ওপর দরোজা বন্ধ হ'য়ে গেল। ইউরাই বাকীটা শুনতে পেল না।

নিঃশব্দ পরিষ্কার আকাশ, চাঁদ এবং ঠাণ্ডা-কোমল একটা পরিবেশ

ইউরাই-এর উত্তপ্ত কপালে যেন হাত বুলিয়ে দিল। এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে ও ভাবতে শিউরে উঠল যে, এক বিবর্ণ অন্ধকার ঘরের কোণে একটা টেবিলের ওপর সেমেনফের প্রাণহীন দেহ শুয়ে আছে। সমস্ত অন্তর তার এক পরম বেদনায় বিস্বাদ হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে পড়ল স্যানিনকে।

'কি ধরণের লোক ও?' নিজের কাছে ও প্রশ্ন করল। 'বাক্-সর্বস্ব ছাড়া আর কি! নিছক্ পশুবোধের ওপর জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বসে আছে! আমি ওর মত নই। আমি জীবনকে নিয়ে খেলা করতে চাই না।'

আবার তার মনে পড়ল সেমেনেফ্‌কে। মৃত্যু ওকে ওর কাছে এনে দিয়েছে। এক অবর্ণনীয় দুঃখে—ওর চোখে জল এল। মনে পড়ল সেমেনফ্-এর কথা: "তোমরা বেঁচে রইবে, এই জ্যোৎস্না দেবে তোমাদের দেহ-মনকে আপ্লুত ক'রে; আমার নিঃশব্দ সমাধির পাশ দিয়েই তোমরা চলে যাবে।"

"এই মুহূর্তে—" ভাবল ইউরাই, "আমিও তো মাড়িয়ে যাচ্ছি কত কঙ্কাল, কত হৃদয়,...আমার পায়ের তলার মাটি, সেখানে জড়ো হয়ে আছে যুগ-যুগ ধ'রে কত লোকের দেহ! আমারও ঘটবে মৃত্যু; এমনি ক'রে আমারই মতো কত লোক আমার সমাধির মাটির ওপর করবে পদক্ষেপ!...না, আমিও বেঁচে থাকতে চাই, চাই প্রাণ, চাই আয়ু,... কিন্তু কোথায় পাব সুন্দর জীবন?"

গুন্-গুন্ ক'রে ইউরাই গান ধরল:

"বাজিবে না বাঁশী আর
সেধে সেধে সুর তার—"

নিস্তব্ধ অপ্রগল্‌ভ রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জেগে রইল।

বারো

সীনা কার্সাভিনা এবং ডুবোভা দিন কয়েকের জন্য শহরের বাইরে চলে যেতে ইউরাই-এর কাছে দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বলে মনে হ'ল। লালিয়া এবং রিয়াজানজেফ, নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের ভেতর আলোচনার সময়ে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি পছন্দ করছে বলে মনে হয় না, সুতরাং শীগ্‌গির শীগ্‌গির শুতে যাওয়া এবং অনেক বেলা ক'রে ঘুম থেকে 'ওঠা ও অভ্যাস করতে আরম্ভ করল। সমস্ত দিন হয় ঘরে নয় তো বাগানে বসে বসে ভাবত, এবং কামনা করত, যেন কোন একটা প্রেরণা ওকে এই আবদ্ধ আবেষ্টনের বেড়া ভেঙে ফেলে বাইরে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে ঠেলে ফেলে দিক।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, দেখা দেয় না মানস-দিগন্তে কোন প্রেরণা।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে ও গেল এক দিন রিয়াজানজেফ্-এর বাড়ীতে। রিয়াজানজেফ্ ওকে টানা-হেঁচ্‌ড়া ক'রে নিয়ে চলল শীকারে।

গোটা কয়েক হাঁস মেরে ওরা এল একটি চাষীর বাড়ীতে; তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। উঠানের দিন থেকে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে,—মেয়ে ও পুরুষের সম্মিলিত হাসি। পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করতেই রিয়াজানজেফ্ বলল, "আরে, স্যানিন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!"

ওরা এগিয়ে গেল উঠানের যে দিকটায় আগুন জ্বালা হয়েছে, আর গুটি কয়েক পুরুষ ও মেয়ে তা' ঘিরে বসে খোশগল্প করছিল।

বাড়ীর মালিক বুড়ো কুস্‌মা ওদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, শীকার কি রকম হ'ল।”

“এই সামান্য কিছু।” বলল রিয়াজানজেফ। স্যানিনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কি ব্যাপার? এখানে যে?”

স্যানিন হেসে জবাব দিল, “কুস্‌মা প্রোঘোরোভিচ্ আমার অনেক দিনের দোস্ত হ'ন কি না।”

কুস্‌মাও হেসে ওদের বস্‌তে অনুরোধ কর্‌ল. একটা পাকা তরমুজ এগিয়ে দিল ওদের খাবার জন্য।

ইউরাই-এর পরিচয় পাবার পর কুস্‌মা কি শীকার হয়েছে দেখতে চাইল।

থলেটা উপুড় ক'রে ওরা মরা হাঁসগুলো মাটিতে স্তূপীকৃত করল। সবাই ভীড় ক'রে এগিয়ে এল দেখবার জন্য। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে তখনও।

ডানা-ভাঙ্গা এই মরা পাখীগুলি,—কী সুন্দর, আর কী বীভৎস হয়ে উঠেছে! বিতৃষ্ণায় স্যানিন মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে স'রে গেল।

ওরা চলে আসবার সময় বেড়ার ধারে দেশলাই-এর আলোয় দেখতে পেল, স্যানিন বুড়ো চাষীর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

“আরে, স্যানিন যে এত তুখোড় ফুর্ত্তিবাজ, তা' তো জানা ছিল না।” —ওদের ছাড়িয়ে এসে রিয়াজানজেফ্ মন্তব্য করল।

বিরক্ত হয়ে ইউরাই জবাব দিল, “ও ধরণের ফুর্ত্তি করতে আমি অভ্যস্ত নই।”

ইউরাইকে নামিয়ে দিয়ে যখন রিয়াজানজেফ, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল, ও মনে মনে বলল, “সবগুলোই এক রকম!”

লালিয়ার জন্য ওর দুঃখ হ'ল।

লালিয়াকে ইউরাই জিজ্ঞাসা করল, সে আনাতোল পাভ্‌লোভিচকে খুব ভালবাসে কি না।

"হাঁ, খুব—" লালিয়া উত্তর করল।

"কেন ?"—নিজের প্রশ্নের ধরণে ইউরাই নিজেই আশ্চর্য্য হ'ল।

"কী বোকা !···তুমি কখনও কাউকে ভালবাসনি ?"

"তুমি তাকে ভাল ক'রে জেনেছ ?" ইউরাই বলল।

"আনাতোল আমার কাছে কোন কথা গোপন করে না।" বিজয়িনীর গর্ব্বে লালিয়া প্রত্যুত্তর দিল।

হঠাৎ লালিয়া পাল্টা প্রশ্ন করল, "হয়ত তুমি তার সম্বন্ধে কিছু জান !"—ওর স্বরে একটা আশংকামিশ্রিত ভাব।

"না না, আমি কি জানব ওর সম্বন্ধে।" তাড়াতাড়ি বলল ইউরাই। "আমি এই সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমি বলছিলাম কি, কতটুকই বা আমরা অন্যের বিষয় জানতে পারি! তোমার ধারণা নেই এক-একটা মানুষ কত নীচ ঘৃণ্য ও হীন হতে পরে। তোমার মত অল্প বয়সে সব জানা তো সম্ভব নয় !"

"ও, তাই বল !" পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে লালিয়া বলল, "তুমি কি বল যে আমি ও-সব কথা ভাবিনি ?—হাঁ, আমি ওদিকটাও চিন্তা করেছি। দেখ, আমার এ কথা ভাবতে বড় বিশ্রী লাগে যে আমরা মেয়েরা সুনামের জন্য কতই না আত্মনিগ্রহ করি! এই বুঝি ঠক্‌লাম, এই বুঝি আমাদের পদস্খলন হ'ল !···আর পুরুষরা এই ব্যাপারটা নিয়েই করে বীরত্বের বড়াই ! বিশ্রী না ?"

"হাঁ, তাই বটে!" ইউরাই বলল। "দেখ না, যদি কাউকে বলা হয়, 'তুমি অমুক কুলটাকে বিয়ে করবে?'—তা হলে সে নিশ্চয়ই জবাব দেবে 'না'। অথচ একটা কুলটার থেকে পুরুষ মানুষের পার্থক্য কোথায়? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কুলটা নিজের দেহকে ব্যবহৃত হতে দেয়, আর পুরুষ মানুষ নির্লজ্জ ভাবে নিজের লালসাকে করে চরিতার্থ।"

লালিয়া কোন কথা বলল না।

বাইরে দরদালানে একটা চাম্‌চিকে ফর-ফর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ সেটা বাগানের দিকে চলে গেল। ওর ডানার আওয়াজ ক্ষীণায়মান হতেই ইউরাই শুনতে পেল রাত্রির শব্দ,—মোহময় অনতিস্ফুট, অপরূপ, ছোট-ছোট শব্দ।

ইউরাই আবার বলতে শুরু করল, "সব চেয়ে নোংরা ব্যাপার এই যে, এরা সবাই এ সব যে শুধু জানে তা নয়, এই সব যে ঘট্‌বেই এটাও তারা ধরে নিয়েছে। ফলে হয় কি? পরস্পরের নিকট বাগ্‌দান করে, এবং একই সঙ্গে ভগবান ও মানুষ—দুইএর কাছেই মিথ্যাবাদী হয়। যে সব মেয়ে সব চেয়ে বেশি সরল ও নিষ্পাপ তারাই সব চেয়ে বেশি ক'রে এই লম্পটদের খপ্পরে পড়ে। সেমেনফ্‌ এক দিন আমাকে বলেছিল, 'মেয়েটা যত নিষ্কলুষ হবে, তাকে যে ভোগ করবে সেই পুরুষ মানুষ হবে তত বেশি কলুষিত।' সত্যি কথাই বলেছিল।"

"কী বলছ এ সব?"—বিকৃত স্বরে লালিয়া উচ্চারণ করল।

"ঠিকই বল্‌ছি।" ইউরাই বলল।

"আমি জানতুম না, আমি কিচ্ছু জানতুম না।"—লালিয়া প্রায় কেঁদে ফেলল।

ইউরাই লালিয়ার কথা শুন্‌তে পায় নি। জিজ্ঞাসা করল, "কি বললে?"

"নিশ্চয়ই টোলিয়া—আমার সোনামণি—আর পাঁচ জনের মত নয়। তুমি মিথ্যে করে বলেছ।" আনাতোলের ডাক-নাম ধ'রে—যে নামে লালিয়া ওকে ডাকত,—লালিয়া এর আগে কথা বলেনি। হঠাৎ লালিয়া ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করল।

"লালিয়া, কি করছ?...আমি তোমাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্য ও-সব বলিনি। কেন মন খারাপ করছ?"...ইউরাই লালিয়ার ভিজে চোখের থেকে ওর হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

লালিয়া প্রতিবাদ করে বলল, "না, না,...আমি জানি তুমি সত্যি কথাই বলেছ।"

ওদের উত্তেজিত স্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাশের ঘর থেকে নিকোলাই ইয়েগোরোভিচ্ বেরিয়ে এলেন। ভারী ভারিক্কী লোক তিনি। দরোজার কাছে এসে, লালিয়ার বিপ্রস্ত ভাব দেখে, বিরক্তির সুরে বললেন, "কি হয়েছে?"

"না, এমন কিছুই না। রিয়াজানৎজেফ-এর কথা নিয়ে ঠাট্টা করছিলুম। ও কিছু না।" ইউরাই উত্তর দিল।

কঠিন দৃষ্টি নিয়ে নিকোলাই তাকালেন ওদের দিকে। চরম বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট সেই দৃষ্টিতে। বললেন, "কী ইতর কথা বলছিলে?"—বলেই মুখ ফিরিয়ে সোজা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রাগে ফেটে পড়ছিল ইউরাই। অভদ্রের মত একটা জবাবও জিভের গোড়ায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু একটা অদম্য অসম্মানবোধ ওর বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিল। কোন কথা না বলে ও বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। অজান্তে একটা ব্যাঙ্কে ও মাড়িয়ে দিতেই সেটা প্যাক্ ক'রে ফেটে গেল। ইউরাই অনেকক্ষণ ধ'রে জুতোর তলাটা মাটিতে ঘস্‌তে লাগ্‌ল। ওর সমস্ত শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ও বসে রইল। এইমাত্র যে ব্যাঙটাকে ও পায়ের চাপে মেরে এল, তার কথা ওর মনে হ'ল।...কেউ জানল না, কেউ ভাবল না,...সবাইর অজ্ঞাতে একটা প্রাণের শেষ ঘটল। নিজের কথা মনে হ'ল। ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দুঃখ-বেদনা,...এদের কোন দাম নেই বিরাট জগতের কাছে। নিজের চার পাশে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্ট একটা আবরণ—এই নিয়েই তো ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি। মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে সব নিঃশেষ করে দেয় নির্মম নির্দয় স্পর্শে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে। কি বাকী থাকে—তখন ?...

সেমেনফ্-এর কথা ওর মনে পড়ল। বড়-বড় চিন্তা, বৃহৎ আদর্শ,—যা কি না ইউরাই এবং ওর মত অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবককে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে, সেমেনফ্ ছিল সে সব সম্বন্ধে একেবারেই নিস্পৃহ, নিঃসম্পর্ক। ও বুঝতে পারত, সেমেনফ্ কেন বৃহৎ আদর্শ ইত্যাদির কথা না বলে ছোট-ছোট সুখ ও আমোদের আলোচনা করত,—এই যেমন, চাঁদের আলোয় নৌকায় বেড়ান, কিংবা কোন সুগঠনা তরুণীর দেহশ্রী,...

ইউরাই এখন উপলব্ধি করল—এই সব তুচ্ছ ছোট-ছোট ঘটনার সমবায়েই জীবন গড়ে ওঠে, এই সব ছোট সুখ ও আনন্দ নিয়েই জীবন হয়ে ওঠে পূর্ণ। ভাল-মন্দের মাপকাঠিতে তো তাহলে জীবনের নিরিখ করা কোন মতেই চলে না! ইউরাই বিচলিত হয়ে উঠল। এত দিনের ভাবধারা ওর বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। নিজের জীবনবাদকে যতই ও প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, ততই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

জীবন যদি মুক্তির সাধনা হয়, তা'হলে তো উপভোগ করা মানুষের সহজাত ধর্ম! তা'হলে তো পবিত্রতা ও কলুষতা শুকনো ঘাসের মতোই মাটির সত্যকার রূপকে চাপা দিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই না!

তা'হলে লালিয়া বা সীনা কার্সাভিনাকে নিয়ে ছেলে-মহলে যে কলুষিত কামনার আন্দোলন,—তাকে তো অন্যায় বলা চলে না ?

বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করবার চেষ্টা ক'রে ও ভাবল, কিন্তু তা ব'লে মানুষ তো আর পশু নয়। প্রবৃত্তিকে জয় করাই তো কর্তব্য। পবিত্রতার ভিত্তিতেই তো প্রবৃত্তিকে স্থাপিত করা উচিত! বিরাট আকাশের প্রান্তে, নক্ষত্রমণ্ডলীর ওপারে কি কোন ঈশ্বর নেই ?

নারী-হৃদয়ের পবিত্রতা যদি লুপ্ত হয়ে যেত, পৃথিবী তা'হলে তো মুঞ্জরিত বসন্তের সুষমারহিত গীতরিক্ত হিম মরুদেশে পরিণত হয়ে যেত!

আশ্চর্য মানুষের মন! অজস্র বিবসনা সুন্দরী তরুণীরা যেন ভিড় করে ইউরাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। "নাঃ, আমার চিন্তাশক্তি কমে আসছে।"—ভাবল ইউরাই। "নাই বা হ'ল লালিয়া বিয়াজানজাক্-এর প্রথম বা একমাত্র প্রণয়িনী।...এই যে আমি সীনা কার্সাভিনাকে মনে-প্রাণে কামনা করছি—"ইউরাই কুণ্ঠিত হ'ল না ভাবতে, "আমি সত্যিই তাকে ভালবাসি। কিন্তু ওর আগেও তো আমি অন্য মেয়েকে ভালবেসেছি। কি হয়েছে তাতে ?..."

"তা'হলে এই দাঁড়ায়"—সিদ্ধান্তে এল ইউরাই—"হয় আমরা সারা জীবন ধরে সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ থাকব, নয় তো প্রমোদ-উপভোগে স্বাধীন থাকব। মেয়েরাও যদি তা' করে, আপত্তি কি ?"

"কোন একটি মেয়ে যেমন চিরকাল আমার মনের ও দেহের খোরাক জোটাতে সক্ষম হতে পারে না,"—ভাবল ইউরাই, "তেমনি মেয়েদের বেলায়ও তো ঐ কথাই খাটে!...সুতরাং নিষ্পাপ থাকাটা আদর্শের দিক থেকে শোনায় বেশ, কিন্তু সবাই যদি তার অনুশীলন করত, তা'হলে পৃথিবী হয়ে উঠত অসহ্য।"

ইউরাই এই সিদ্ধান্তে এসে অনেকটা খুসী।

চৌদ্দ

প্রচুর আলো ও উত্তাপ নিয়ে এল গ্রীষ্ম।

বুকের দিকের সব ক'টি বোতাম খুলে দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, স্থারুডিন ঘরে পায়চারী করছিল। সোফাতে শুয়েছিল টানারফ্; পঞ্চাশটা রুবল্ ওর নিতান্ত দরকার,—বন্ধুর কাছে দু'বার সে চেয়েও ছিল। তৃতীয়বার অনুরোধ করতে ও ইতস্ততঃ করছিল, আশা করছিল হয়ত স্থারুডিন নিজের থেকেই ঐ প্রসঙ্গে আসবে। কিন্তু স্থারুডিন গত মাসে জুয়া খেলে সাতশো রুবল্ ঠকেছিল ব'লে আর দান-খয়রাত করতে ইচ্ছুক ছিল না।

এমন সময় ঘরে ঢুকল আরদালী; কুর্নিস্ করে জানাল যে, টানারফ্ যে বীয়ার চেয়েছিল, তা' পাওয়া যাবে না, কারণ বীয়ার সব ফুরিয়ে গেছে।

টানারফ্ রাগ করল; ভাবল—নগদ দাম দিতে পারবে না বলে বোধ হয় আর্দালীটা মিথ্যা করে বলল বীয়ার ফুরিয়ে গেছে।

স্থারুডিন চটে গিয়ে বাক্স খুলল এবং দু'টো রুবল্ ছুঁড়ে দিল আরদালীকে। ও বীয়ার নিয়ে এল।

বীয়ারে চুমুক দিয়ে স্থারুডিন্ খানিকটা ধাতস্থ হ'ল। ওর খোশ-মেজাজ এল ফিরে। টানারফের সামনে দাঁড়িয়ে ও বলল, লিডা আবার কাল এসেছিল। খাসা মেয়ে!"

টানারফ্ নিজের কথায় কাতর, ওর কথায় কান দিল না।

স্থারুডিন টানারফের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না করেই হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, "জান টানারফ্, কালকে আমি ওকে বল্লাম...

ও অবশ্য প্রথমে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ওর চোখের চাউনি থেকেই···হাঃ হাঃ হাঃ—এমন ফূর্তি আর জীবনে পাইনি সত্যি।" ওর মনের পশু-প্রবৃত্তিগুলি জাগরুক্ হয়ে উঠেছিল।

টানারফ্ মনে মনে তারিফ্ ক'রে বলল, "ভাগ্যবান্ বটে!"

বাইরে আইভানফের গলা শোনা গেল। "স্যারুডিন, ঘরে আছ?—ভেতরে আসব কি?"

"হাঁ, এস।"—জানালায় মুখ বাড়িয়ে স্যারুডিন ওদের আসতে বলল।

একদঙ্গল ফূর্তিবাজ বন্ধু ওর ঘরে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। আইভানফ্, নোভিকফ্, কাপ্তেন মালিনওস্কী, স্যানিন,···আরও অনেকে। 'আরও পঁচিশটা রুবল গেল'—ভাবল স্যারুডিন।

ওরা হৈ-হল্লা করল, খানিকটা মাতালের হুল্লোড়ের মত, আর অধিকাংশ সময় ধরে আলোচনা করল—কুরুচিপূর্ণ আলোচনা—মেয়েলোক নিয়ে। পিটার্স্‌বার্গ থেকে ভোলোশিন্ নামে স্যারুডিনের এক বন্ধু এসেছিল, সেও যোগ দিল হুল্লোড়ে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়ে আস্‌ছিল লিডাকে নিয়ে,—যদিও তাঁর নামোচ্চারণ কেউই করছিল না। স্যারুডিন এবং নোভিকফ্ তো প্রায় হাতাহাতি করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় আরদালী এসে স্যারুডিনকে খবর দিল যে একটি অল্পবয়স্কা মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

'লিডা-ই কি?'—ভাব্‌ল স্যারুডিন।

ভোলোশিন্ আগ্রহে অধীর হয়ে উঠ্‌ল। "পুরোনো রোগটা দেখ্‌ছি স্যারুডিনের যায়নি এখন। ভাল, ভাল!"

আইভানফ্ বলছিল, "মেয়েলোক মাত্রই স্ত্রীলোক; হাজার মানুষের ভেতর আপনি একটি সত্যিকার পুরুষ হয়তো পাবেন না। কিন্তু

মেয়েলোক !···সবাই একরকম, ন্যাংটা থল্‌থলে, ন্যাজকাটা বানরীর মতো,—সবাই একরকম !”

“আহা, কী মৌলিক উক্তি ! ফন্‌ডীজ বলল।

“সত্যি কথাই বলেছে।” নোভিকফ্‌ সায় দিল।

ওরা জুয়া খেল্‌ছিল। স্যারুডিন ওর হয়ে টানারফকে দান দেওয়ার কথা বলে বাইরে পা বাড়াল।

ম্যালিনওস্কী বলল, “বেশ বাবা বেশ ! মেয়েটিকে একবার আমাদের দেখাও না, চাঁদ !”

টানারফ্‌ ওকে জোর ক'রে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

স্যানিন অনুমান করলো, এ কি সম্ভব ? লিডা !—তার অমন সুন্দরী বোনটি,—কী কষ্টেই না পড়েছে ! ভাবতেই মনে-মনে অনুকম্পা এবং একটা ঈর্ষা যুগপৎ অনুভব করল।

স্যারুডিনের শয্যার এক পাশে লিডা বসেছিল। মনের অস্থিরতা তা'র সর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট। তা'র সেই আগেকার গর্বিতা নারীর ভাব নেই, তা'র জায়গায় দেখা দিয়েছে একটা অসহায় নিরুদ্যম হতাশার ভঙ্গী। চোখে চোখ পড়তেই স্যারুডিন বুঝতে পারল সেই আগেকার লিডা আর নেই, এখন যে মেয়েটা ওর সামনে বসে আছে সে তার কাছে করুণা-প্রার্থিনী মাত্র।

“বাহাদুর মেয়ে !”—সজোরে দরজার কপাট বন্ধ ক'রে স্যারুডিন শয্যার দিকে এগিয়ে কথা কয়টা চাপা বিরক্তি নিয়ে উচ্চারণ করল। গোটা কয়েক চড় লাগাতে পারলেই যেন স্যারুডিন খুসী হয়। “এক গাদা লোক রয়েছে পাশের ঘরে, তোমার নিজের ভাইও রয়েছে,—আর তুমি কি না বেছে-বেছে এই সময়টিতেই এলে দর্শন দিতে !”

লিডার চোখে চোখ পড়্তেই ও নিজেকে সংযত ক'রে নিল। "যাক্ গে সে কথা। তোমার ভালোর জন্যই বল্ছিলাম। তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে খুসীই হয়েছি।" ওর কবোষ্ণ হাত দু'খানা তুলে ধরে স্যাব্রুডিন নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

"সত্যি বল্ছ?"—লিডার কণ্ঠস্বরে স্যাব্রুডিন চম্‌কে উঠ্‌ল। "সত্যি বলছ আমাকে তোমার ভাল লাগে?...দেখ আমার দিকে তাকিয়ে—কি রকম বিশ্রী হয়ে গেছি আমি। কী যে হবে আমার!...তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার..."

স্যাব্রুডিন পুনরায় লিডার হাতে চুমু খেলো। মাত্র দু'দিন আগে এই শয্যায়, এই উপাধানে মাথা রেখে সে লিডার তনুলতাকে বাহু-বেষ্টনে পেয়েছিল। কী অসহ আবেগে সেদিন পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে ওরা! শৃঙ্গার-মুহূর্তে,—সারা জীবনে লব্ধ সমুদয় নারীদেহ উপভোগের চরিতার্থতা,—স্যাব্রুডিন সেদিন পেয়েছিল লিডার কাছে। আর আজ?—লিডার সান্নিধ্য ওর অসহ্য হয়ে উঠ্ছিল; একটা বিকৃত নোংরা পঙ্কিল আবর্জনার স্তূপে যেন স্যাব্রুডিনের পা আট্‌কে গেল,—ও বেরিয়ে আস্‌তে চায়, অথচ পারছিল না—এমনি একটা ভাব ওর মনে এল।

অসহায়ের মত ও উচ্চারণ করল, "উঃ, কী বিশ্রী এই মেয়ে জাতটা!"

দারুণ ভীতি-বিহ্বল হয়ে লিডা ওর দিকে তাকাল। স্যাব্রুডিনের কথায় বুঝ্‌তে পারল, সব শেষ। ওর কোন আশা নেই আর। স্যাব্রুডিনকে ও যা দিয়েছিল তা'র তুলনা হয় না;—ওর সৌকুমার্য্য, পবিত্রতা, ওর গৌরব,—সব কিছু সে স্যাব্রুডিনের পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়েছিল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্ঘ্যের মত। বিনিময়ে লিডা বুঝ্‌তে পারল,—একটা পশুর মত স্যাব্রুডিন তা' সব কলুষিত ক'রে দিয়ে ওকে

নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হতাশার বোঝা নিয়ে এই মুহূর্তেই ও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে চাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রতিহিংসা এবং ঘৃণায় ওর দেহ-মন উঠল বিষিয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে লিডা বলে উঠল, "বুঝতে পারছ না কত বড় আহাম্মক তুমি?"

লিডার এই তাকাবার ভঙ্গী এবং কথা,—একেবারেই ওর চরিত্রের বিপরীতপন্থী। অন্ততঃ লিডার চরিত্রের এ দিকটা স্মাকুডিন কল্পনাও করতে পারে না। তাই ওকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে একটু ঠাট্টার সুরে বলল "কথার কি শ্রীই না প্রকাশ করছ।"

"সাজিয়ে বানিয়ে কথা বলবার মত আমার মনের অবস্থা না।" —লিডা বলল।

স্মাকুডিন ওকে শান্ত করতে চাইল। লিডার বাহুমূল ধরে ওকে এক প্রবল ঝাঁকুনি দিতেই লিডা খানিকটা চুপ করল। সহজাত বুদ্ধিতে ও বুঝতে পারল, ওর এই ব্যবহার, বিশেষতঃ পাশের ঘরে বন্ধু বান্ধবদের সামনে,—স্মাকুডিনের অবস্থাকে অত্যন্ত কদর্য্য ক'রে তুলছে। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ও বলল, "থাক্‌, স্তোকবাক্যের দরকার নেই।"

"দেখি"—স্মাকুডিন বলল, "প্রত্যেকেরই একটা সহ্যসীমা আছে।"

"আহা, ও রকম ক'রে বলছ কেন? আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কিছু বল।..." লিডার কণ্ঠস্বর পাগলের মত, চাপা চীৎকারে ও ফেটে পড়ল।

ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়েছে দু'জনেরই। দু'টো পশু যেন সামনা সামনি দাঁড়িয়ে।

এক পাল ইঁদুর যেন ওর মাথার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে! একবার ভাবল স্মাকুডিন যে, লিডাকে অজাত সন্তানটার থেকে নিষ্কৃতি

পাওয়ার জন্য কিছু টাকা দিলে হয়। মোটের ওপর, যে করেই হোক ওকে রেহাই পেতেই হবে। ও বলল, "আমি ভাবিনি...এ রকমটা হবে..."

"তুমি ভাবোনি?"—পাগলের মত লিডা প্রশ্ন করল। "কেন ভাবনি শুনি? কেন? কে তোমাকে না ভাবার স্বাধীনতা দিয়েছে শুনি?"

"কিন্তু আমি তোমাকে এমন কোনো আশ্বাস কখন দিইনি যে আমি—"

লিডা বুঝতে পারল স্যাকড়িন কোন রকমেই দায় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। ওর হাত দু'টো হয়ে এল অবশ, দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে ও শয্যার উপর বসে পড়ল। নিস্পৃহ ভাবে, যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে, এমনি ভাবে উচ্চারণ করল, "কি করব আমি?... ডুবে মরব?..."

"না, না, ও কথা না।"

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিডা বলল, "আমি জানি ভিক্টর সারগেজেভিচ, তাতে আপনি অখুসী হবেন না।"

লিডা উঠে পড়ল। আশা করেছিল, যা'র কাছে ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সানন্দে তুলে ধরেছিল, ওর চরম সংকটের সময় তা'র কাছ থেকেই আসবে প্রথম ও সপ্রেম সহানুভূতি ও সাহায্য, তাই স্যাকড়িনের ব্যবহার ও কথাবার্তা ওকে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। প্রবল একটা প্রতিশোধের ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসছিল। কিন্তু এও ও জানত যে, ও শেষ অবধি স্যাকড়িনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধই নিতে পারবে না,—সামান্যতম প্রয়াস করতে পেলে ও নিজেই ভেঙে পড়বে।

"পশু!"—দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মত চাপা একটা আওয়াজ করে লিডা বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

পাশের ঘরে জুয়াড়ীদের মধ্যে প্রায় সবারই জুয়াতে আকর্ষণ কমে আসছিল। খানিকটা পরেই স্যানিন উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় চললে হে?"—আইভানফ্ জিজ্ঞাসা করল।

বন্ধ দরোজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে স্যানিন বলল, দেখ্‌তে যাচ্ছি ওরা কি করছে।

"বোকামী ক'র না,।" বরঞ্চ এক পাত্র চালাও—" আইভানফ্ বলল।

"বোকা আমি না, তুমি।"—স্যানিন মুখের ওপর বলল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাশের একটা সরু গলিতে স্যানিন ঢুকলো। বুনো কাঁটা-লতায় বাড়ীটার বেড়া, অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ও এগিয়ে গেলে স্যারুডিনের শয়নকক্ষের জানালাটার নীচে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই ও শুন্‌তে পেল, ঘরের ভেতর লিডার কণ্ঠস্বর—'তুমি বল্‌তে চাও যে তুমি এখনও জান্‌তে পারনি?'

লিডার স্বরের বিকৃতিতেই স্যানিন বুঝ্‌তে পারল ও কি ইঙ্গিত করছে। অমন সুন্দর বোন ওর লিডা,—'পোয়াতি' শব্দটা দিয়ে ওকে বর্ণনা করতে মন চায় না। স্যানিন ওর দুর্দশায় অনুকম্পা বোধ করল।

একটা শ্বেত প্রজাপতি বাগানের নীচু গাছগুলির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, স্যানিন চোখ তুলে দেখছিল, কিন্তু কান খাড়া রেখে শুনছিল দেয়ালের ওপাশে ঘরের ভেতরের কথাবার্ত্তা।

যখন লিডা বলল—"পশু!"—স্যানিন আর দাড়াল না, খুসীমনেই বাগানটা পার হয়ে কাঁটা-লতার বেড়া টপকে সে বেরিয়ে এল। কে তাকে দেখতে পেল না পেল তা' নিয়ে ওর মাথা-ব্যথা নেই।

লিডা বাড়ী গেল না। উল্‌টো রাস্তা ধরল। গ্রীষ্মের দুপুর, পথে লোকচলাচল নেই বললেই চলে। যাওবা দু'-এক জন চল্‌ছিল, তাদের

মধ্যে পরিচিত এক জনের সঙ্গে লিডার দেখা হল। যন্ত্রচালিতবৎ তা'র সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে ও এগোল।

স্যাক্রুডিনের ওপর আর কোন রাগ নেই ওর। উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ও স্যাক্রুডিনের কাছে গিয়েছিল। দুশ্চিন্তা একলা বহন করবার মত মনের জোর ওর ছিল না বলেই, এবং স্যাক্রুডিনকে ছেড়ে একলা থাকার সম্ভব নয় ভেবেই ও ওর কাছে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, স্যাক্রুডিন ওর জীবন থেকে চলে গিয়েছে। অতীত এখন মৃত। যা অবশিষ্ট রইল, তা ওকে একলাই বয়ে বেড়াতে হবে, নিজের পথের সন্ধান নিজেকেই করতে হবে।

উষ্ণ মস্তিষ্কে ও চিন্তা করে চলল, এখন ওর কর্ত্তব্য কি। যে গৌরবময় অতীত ওর ছিল, আর তা ফিরে আসবে না। উঁচু মাথা আর রইল না। সকলের চোখে ওকে হীন, কদর্য্য, ঘৃণিত হয়ে থাকতে হবে।

না, তা' হবে না। দর্প এবং সৌন্দর্য্য—যে ক'রেই হ'ক বজায় রাখতেই হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যাতে কেউ ওর কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না।

এই সিদ্ধান্তে যখন ও এল, দিব্যদৃষ্টিতে লিডা দেখতে পেল, —ওর চার পাশ ঘিরে রয়েছে প্রাণহীন, সূর্য্যালোকবিরহিত, মানুষের সমাজের বাইরের এক পরিবেশ। হঠাৎ যেন ওর চার পাশে খাড়া হয়ে উঠল এক অলঙ্ঘ্য পাথরের পাঁচিল, যা' কি না ওকে প্রাণের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত!

নিজের মনেই ও বলে উঠল, "বাঃ, কী সোজা পন্থাই না খোলা রয়েছে!"

রাস্তার দু'পাশে বাড়ী-ঘর বিরল হয়ে এল; ছোট একটা মাঠের পর নদী। একটা সাঁকো। একটা কুয়াশার আবরণ যেন লিডাকে ঢেকে

ফেল্‌ল। কী যে সে করতে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে,—কোন কিছুই ওর মাথায় ঢুক্‌ছিল না।

হঠাৎ ওর গাল বেয়ে বড়-বড় ফোঁটায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজের জীবনের ওপর দুঃখের একটা আবেগ ও অনুভব করল। সাঁকোর আল্‌সের ওপর শরীরের ভর দিয়ে ও জলের দিকে তাকাল,—একটা হাতের দস্তানা কি ক'রে যেন ফস্‌কে গিয়ে জলে পড়ে গেল। আতঙ্কিত বিস্ময়ে ও চেয়ে দেখল—ঘোলাটে জলের ঘুর্ণি দস্তানাটাকে আস্তে-আস্তে গ্রাস করে ফেল্‌ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল ওদিকে; খানিকটা পরেই সব মিলিয়ে গেল, কোন চিহ্নই রইল না দস্তানাটার; স্বচ্ছ জলের স্রোত ঘোলাটে জলের ঘুর্ণিটার ওপর দিয়ে তর-তর করে বয়ে চলল।

"কি ক'রে গেল ওটা দিদিমণি ?"

লিডা চম্‌কে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল একটা মোটা চাষী-মেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করছে দস্তানাটা কি ক'রে জলে পড়ে গেল। লিডার মনে হ'ল—মেয়েটা বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে! একবার ভাবলো মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ও ওর নিজের মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে দেবে। পরক্ষণেই ভাবল—না, থাক! মুখে শুধু জবাব দিল "না, ও কিছু না।"

ভবলা লিডা,—না, এখানে অসম্ভব। নিশ্চয় অনেকেই ওকে দেখে ফেলবে! জল থেকে ওকে তুলে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না।

নদীর কিনারা ধ'রে ও এগিয়ে চলল। বুনো ফুল, কাঁটা-লতা, ঝোপ-ঝাড় ডিঙ্গিয়ে চলল কোন নির্জন জায়গা পায় কি না তারই সন্ধানে;—যেখানে ওর আত্মবলি কারও চোখে পড়বে না, কেউ ছুটে আস্‌বে না জলে ডোবা একটা মেয়ের লাস টেনে তুলতে।

হাঁটু গেড়ে বসে লিডা প্রার্থনা করল।—"আমার সহায় হও, ঈশ্বর, আমাকে বল দাও—" হঠাৎ একটা গান মনে পড়ে গেল ওর, যা' ও মাত্র এই সেদিন স্কুলে শিখ্‌ছিল। মা'র মুখ মনে পড়ল। মা'র মুখ! না, না, না, আর দেরী না, আর দেরী নয়। যত শীঘ্রই হ'ক, এই অসহ্য বেদনার হাত থেকে ওকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। যাঁরা ওকে ভালবেসেছে এতদিন, তা'রা ভালবেসেছে—ও সত্যিই যা' তা'র জন্য নয়; ওর ভালো-মন্দ, ওর আশা-নিরাশা, ওর ক্ষয়-ক্ষতি,—এ সব নিয়ে যে ওর অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব,—তা'র জন্য নয়, ওরা ভালবেসেছে ওর ভেতর তাদের নিজেদের কল্পনার প্রতিফলনকে, যা' ওরা চেয়েছে ওর কাছে, তাই নিয়েই তো ওদের ভালবাসা। আজকে ও পথভ্রষ্টা, ওকে যারা ভালবাস্‌ত—তাদের মনোজগতে তো পথভ্রষ্টার সমাদর নেই! তা' হলে?—

ভয়, জীবনের প্রতি মমতা, বেঁচে থাকবার আগ্রহ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আশা, ভরসা,—সব কিছুই আজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনে প্রসারিত এই নদী,—এই তা'র শেষ শয্যা হ'ক্ তা' হলে...

বিভ্রান্ত চোখের ওপর যেন এক বলিষ্ট পুরুষ মানুষের ছায়া পড়ল। দৌড়ে আসছে সে, কাঁটা-লতা ঝোপ-ঝাড় ডিঙ্গিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আস্‌ছে। প্রসারিত দুই বাহু বাড়িয়ে স্যানিন জলে ঝাঁপিয়ে-পড়তে উদ্যত ওর বোন—লিডাকে জড়িয়ে ধরল।

"কী পাগলামী করতে চলেছ, ছি!"

কি যে ঘট্‌ল কয়েক মুহূর্ত ধ'রে, তা হৃদয়ঙ্গম করবার মত সামর্থ্য ছিল না লিডার। সে সত্যিই জলে ঝাঁপ দিতে চলেছিল না ঝাঁপ দিয়েছিল, কিংবা স্যানিনই যে তাকে জড়িয়ে ধ'রে যেন কোন এক অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছে,—সে কিছুই বুঝ্‌ছিল না। দুঃসহ একটা বোঝার ভারে ওর স্নায়ুগুলি যেন মুষড়ে গিয়েছে।

স্যানিন ওকে সরিয়ে এনে একটা ঝোপের পাশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। ভাবল, কি করা যায় এখন ওকে নিয়ে।

হঠাৎ লিডা স্যানিনকে জড়িয়ে অঝোরে কেঁদে ফেলল।

মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে স্যানিন বলল, "হয়েছে কি? এত বিচলিত হচ্ছ কেন?"

ছোট একটি শিশুর মত কান্না থামিয়ে লিডা ওর মুখের দিকে তাকাল।

"আমি জানি সব।" বলল স্যানিন, "গোড়া থেকে সবই জানি।"

কে যেন ওর মুখের ওপর চাবুক মারল। ওর কলঙ্কের ইতিহাস স্যানিনের কাছে অজ্ঞাত নেই জেনে লিডা চম্‌কে উঠল।

"কি হ'ল?" স্যানিন বলল। "চম্‌কে উঠলে কেন? আমি সব জেনে ফেলেছি বলেই কি তুমি চম্‌কে উঠলে? আরে, স্যারুডিন যদি বিয়ে নাই করে তোমাকে, সে তো ভালই। ওর আছে কি?—এক সৌন্দর্য্যের বাহার, এই তো! সে সৌন্দর্য্য তো তুমি পূরো মাত্রায় উপভোগ ক'রে নিয়েছ—"

"না, না,—আমি তা'র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিনি, সেই আমাকে ভোগ করেছে—" লিডা বাধা দিয়ে বলল।

"অবশ্য, ফলভোগ তোমাকে একাই করতে হবে। প্রথমতঃ সন্তানের জন্ম দেওয়াটাই একটা নোংরা কষ্টকর ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ, লোক-জন তোমাকেই দোষী করবে।"···স্যানিন বলল, "লিডা, হয়েছে কি তাতে? অন্য কারো কোন ক্ষতি তো তুমি করনি—"

একটু বিরতি নিয়ে স্যানিন ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, "তোমার এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি উপদেশ দিতে পারতাম, কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করবার মত শক্তি বা মনের অবস্থা তোমার নয়। সে

যাই হোক্, আত্মহত্যাতে এর প্রতিকার নয়। তুমি মারা গেলে তো সবাই তোমার অবস্থা জান্‌তে পারবে। কি লাভ হবে তাতে? তোমার পেটে সন্তান এসেছে বলেই তো তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে না,—লোকে নিন্দা করবে,—এই আশংকায়ই তুমি মরতে চেয়েছিলে। কিন্তু আত্মহত্যায় কি লাভ হ'ত? যারা তোমার অনাত্মীয়, অপরিচিত, তারা কি বলল না বলল তাতে তোমার কি যায়-আসে? যারা তোমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়,—তাদের জন্যই তোমার দুশ্চিন্তা! কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, বিয়ে না ক'রে সন্তান পেটে এসেছে, এইটাকে যারা গর্হিত অপরাধ মনে ক'রে তোমাকে শাস্তি দিতে আসবে, তাদের জন্য তোমার মন খারাপ ক'রে লাভ কি?"

বিস্ফারিত চোখ তুলে লিডা জিজ্ঞাসা করল, "তা'হলে কি করব আমি?"

"জীবিতকে মারা যায় না, কিন্তু যে এখনো জন্মায় নি, যা' এখন সবে মাত্র একটি বীজাণুর মত রয়ে গেছে, রক্ত-মাংসের একটা ছোট পিণ্ড…" স্যানিন বলল।

খানিকটা চুপ করে ও আবার বলল, "আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে না ক'রে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছ হয়তো কোন মাঠে, কোন ঝোপে ঝাড়ে, তাতে কী এল গেল! তবে, তোমার সামনে এখন খোলা রয়েছে একটা পথ; এই অবাঞ্ছিত শিশুকে সরিয়ে দিতে হবে, এর জন্ম তোমার পক্ষে শুধু উদ্বেগ ও অসুবিধাই সৃষ্টি করবে।"

"না, না, আমি তা পারব না" লিডা বলল।

"বেশ, তা' যদি না পারো,—স্যানিন বলল, "তা'হলে এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, যাতে লোকে এ না জানতে পারে।…

স্যারুডিন যাতে সহর ছেড়ে চলে যায় তার ব্যবস্থা আমি করছি। আর, তুমি নোভিকফ্‌কে বিয়ে করো। সত্যিই তো, ভেবে দেখ,

স্ত্রাঙ্কভিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় না হলে তো তুমি নোভিকফ্‌কেই বিয়ে করতে—"

"তা' কি করে হয়?" লিডা কেঁদে ফেলল। "এত বড় অন্যায়—"

"অন্যায়? প্রসবের সময় মাকে বাঁচাবার জন্য জীবন্ত সন্তানকে মেরে ফেলা যদি দোষের না হয়, তা'হলে তোমার এই যার অস্তিত্ব অবধি শুধু অনুভবের যোগ্য, তা নষ্ট করলে দোষ কি? অন্যায়? একটা জীবনের সুখ শান্তি সব কিছুই এর উপর নির্ভর করছে যখন, তখন ঠিক কাজ করাই তো উচিত! আমরা বলি মানুষ বিবেচক, প্রাণীজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ? নিজের ছায়া দেখে যে ভয় পায়, নিজের গড়া বাধা নিষেধ, ভাল মন্দের ভয়ে যে কেঁপে ওঠে, সে শ্রেষ্ঠ?..."

একটু থেমে আবার বলল, "নোভিকফ্‌ যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয়, সে তোমাকে সমাদর করেই নেবে। অন্যের সঙ্গে শুয়েছ, তাতে কী হয়েছে? তোমার শরীরের বা মনের কোন সৌন্দর্য্যই তাতে ম্লান হয়নি। একবার ভালবেসে তো দেখেছ, ভালবাসা কত মধুর! আবার ভালবাসবে। শোন, বাজে বোকো না—স্তানিন বলল, ও যদি বিয়ে নাই করে, লিডা আমি তো আছি। আমরা দু'জনে এখান থেকে চলে যাব, দূরে এমন জায়গায়, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, জানবে না—"

"হয়ত পারব।"—উচ্চারণ করল লিডা।

"দেখ লিডা, তুমি যদি আত্মহত্যা করতে, তা হলেও কিন্তু সমস্যার শেষ হ'ত না। শুধু তোমার সুন্দর শরীরটা পচে বিশ্রী হয়ে ভেসে উঠত।"

মনে করতেই লিডার শরীর কেঁপে উঠল। বলল, "না, না, না..."

"দেখ, কী বিশ্রীই তোমাকে দেখাচ্ছে এখন,"—ওকে বলল স্যানিন।

চোখের জল ছাপিয়ে লিডা হেসে উঠল। যেন নতুন শক্তি পেয়েছে শরীরে, মনে। বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা ওর দৃঢ়তর হয়ে উঠল। বলল, "যাই ঘটুক, আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

'বেঁচে থাকতে চাই। আমি বাঁচব'। এই কথা মনে মনে উচ্চারণ করতেই লিডার মুখে চোখে জীবন যেন উপ্‌চে উঠল। ও তাকাল আকাশের দিকে। সূর্যালোক, প্রবহমানা নদী, স্যানিনের প্রশান্ত আশ্বাসভরা মুখশ্রী, গাছপালা, ঘাস, লতা,...সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল লিডা। ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নবজীবনের আভায়।

"বাঃ এই তো চাই।" স্যানিন বলল। "জীবনের লড়াইতে, লিডা, সব সময়েই জেনো, আমি তোমার পাশে আছি।...কী সুন্দর তুমি লিডা! একটা চুমু দাও—"

একটা অভূতপূর্ব আনন্দ লিডা অনুভব করল। স্যানিনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঊর্ধ্বমুখী ফুলের পাঁপড়ীর মতো ওর ঠোঁট তুলে ধরল স্যানিনের আনত মুখের দিকে।

মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণ ওর সমুন্নত স্তনদুটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

পনেরো

ঘরের দরোজা খুলেই নোভিকফ্ দেখতে পেল স্যানিন দাঁড়িয়ে আছে। ও যে আসবে এটা নোভিকফ্ ভাবতেই পারেনি। এখন ওর সমস্ত সময় কাটছে শুধু লিডার চিন্তায়। যে প্রেম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, কোন সামান্যতম আশাই নেই যাকে ফিরে পাবার, তা'র সব কিছু চিন্তাই ওকে পীড়া দেয়।

স্যানিন বুঝল সব। প্রশান্ত হাসি নিয়ে সে ঘরের ভেতর দাঁড়াল। ইতস্ততঃ অগোছাল হয়ে পড়ে আছে সব জিনিষপত্র। মনে হচ্ছে যেন ঘরের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণিবাত্যা চলে গিয়েছে। বই, খাতা, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, জামাকাপড় সব এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে একটা তোরঙ্গ।

আশ্চর্য হয়ে স্যানিন জিজ্ঞাসা করল, "চলে যাচ্ছ নাকি? কোথায়?"

অন্যদিকে তাকিয়ে নোভিকফ্ জিনিষপত্র তোরঙ্গে তুলতে লাগল। শেষটায় বলল, "হাঁ, চলে যেতে হবে। অফিস থেকে বদ্‌লীর নোটিশ এসেছে।"

একবার নোভিকফের দিকে, আরেকবার তোরঙ্গের দিকে ভাল ক'রে তাকাল স্যানিন। ওর মুখের মাংসপেশী ঋজু হয়ে হাসিতে উপ্‌চিয়ে উঠল।

আপন দুঃখে মনমরা হয়ে, আত্মবিহ্বল নোভিকফ্ একই সঙ্গে জুতো ও কাচের টিউবগুলি প্যাক্ করছিল।

স্যানিন বলল, "তুমি যদি এমনিধারা প্যাকিং কর, হয় তোমার জুতো গেল, নয়ত যাবে টিউবগুলো।"

অশ্রুবিহ্বল চোখ ফিরিয়ে নোভিকফ্ তাকাল। ওর চোখের দৃষ্টিতে বেদনার ভাষা ফুটে উঠল, "দেখছ তো আমার অবস্থা, আমাকে একলা থাকতে দাও!"

স্ত্যানিন চুপ করে গেল।

খানিক পরে বলল, "আমি বলি কি, এই যে কোন্ চুলোয় যাওয়ার মৎলব করছ, তা না ক'রে বরঞ্চ লিডাকে বিয়ে করাটাই তোমার পক্ষে বেশি সঙ্গত হ'ত।"

নোভিকফ্ তীব্রগতিতে ওর দিকে ফিরে বলল, "এই ধরণের ইয়াকি কোর না বল্‌ছি।"

"খেপে গেলে কেন?"—স্ত্যানিন প্রশ্ন করল।

"চুপ কর।" বিকৃত গলায় নোভিকফ্ ধমক দিল।

ভারী খুসী-মাখা স্বরে স্ত্যানিন বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে লিডাকে বিয়ে করাটা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় নয়?"

"চোপ্‌রও!" একটা পুরোণো বুটজুতা স্ত্যানিনের মাথার ওপর লক্ষ্য ক'রে তুলে নোভিকফ্ বলল।

"থাম থাম, পাগল হলে নাকি?"—পিছু হটে গিয়ে স্ত্যানিন বলল।

বিরক্ত হয়ে নোভিকফ্ জুতোটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে হাঁফাতে লাগল।

আরে, ঐ জুতোটা দিয়ে তুমি সত্যি সত্যিই কি···" স্ত্যানিন মাথা ঝাঁকুনি দিল। অনুকম্পা বোধ করল ওর জন্য।

কেঁদে ফেলবার মত হয়ে নোভিকফ্ বললে, "তুমি যদি জান্‌তে, কী খারাপ হয়ে আছে আমার মন!"

"জানি জানি বন্ধু, সব জানি।"—আদ্রস্বরে স্যানিন উত্তর দিল। "বল তুমি আমাকে আর মারতে উঠ্‌বে না, প্রতিজ্ঞা কর। তা হলে আমি বলি।

"মাপ কর আমায় বন্ধু।"

"শোন তা হলে। খোলাখুলিই কথাবার্তা হ'ক্, কী বল। তুমি চলে যাচ্ছ, কেননা লিডা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তোমার ধারণা যে সেদিন স্যারুডিনের কাছে যে মেয়েটা গিয়েছিল সে লিডা।"

নোভিকফ মাথা নীচু ক'রে শুনে যাচ্ছিল।

স্যানিন বলে চলল, "স্যারুডিন ও লিডার সত্যিকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না, কারণ আমি কিছুই জানি না। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে..."লিডাকে যতদূর জানি তাতে তো মনে করবার কোন কারণ দেখছি না যে ভয়ানক গর্হিত কিছু ঘটছে। তুমি তো চেন লিডাকে! আর যদি সামান্য ইয়ার্কি ফুর্তি করেই থাকে, তাও শেষ হয়ে গেছে। সামান্য ফুর্তি মস্করা কি তুমিও ডজন খানেক কর নি?"

নোভিকফ্ ভাঙ্গাগলায় বলল, "তুমি জান যদি আমি..."

"যদি তুমি কী?" স্যানিন তেড়ে বলল, আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি যে লিডা ও স্যারুডিনের ভেতর কিছু ঘটে নি কোন দিন কোন সম্পর্কই নেই তাদের মধ্যে।"

অবাক হয়ে নোভিকফ্ তাকাল ওর দিকে। থতমত খেয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম..."

"তুমি ভেবেছিলে মাথা আর মুণ্ডু! লিডাকে আরও বেশি চেনা তোমার দরকার ছিল। এই রকম দ্বিধায় ভালবাসা হবে কি করে?"

নোভিকফ্ স্যানিনের হাত চেপে ধরল।

যেন এই মাত্র মনে পড়েছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে স্যানিন বলে উঠ্ল, "ও হো, তোমাকে যা বলব ভেবেছিলাম; লিডা যে শুধু স্যারুডিনের প্রেমেই পড়েছে, তাই নয়, ওর সঙ্গে যথেষ্ট মাখামাখিও করেছে।"

মৃত্যুস্তব্ধ হয়ে উঠ্‌ল ঘর। নোভিকফের চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট চীৎকারে কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল।

চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে স্যানিন জিজ্ঞাসা করল, "কী, কথা বলছ না কেন?"

একটা অপ্রাকৃত হাসি হেসে নোভিকফ্‌ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে স্যানিন বলল, "এক পরম বেদনার ভেতর থেকে লিডা সম্প্রতি বেরিয়ে এসেছে। আমি যদি গিয়ে না পড়্‌তাম, তা হলে এতক্ষণ ও মরে যেত। এতক্ষণ ওর প্রাণহীন বিবর্ণ দেহ নদীর কাদায় পড়ে থাকৃত। ওর মরার কথা বলছি না—আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে—কিন্তু কী ভয়াবহ ভাব দেখি ওর মৃত্যুটা! অবশ্য পৃথিবীতে লিডাই একমাত্র মেয়ে নয়।..."

আবার বলল, "এইভাবে একটা মেয়েকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে দেখ্‌লে আমার খুন করবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে, তুমি লিডাকে বিয়ে কর আর না কর তাতে যায় আসে না কিছু আমার। কিন্তু আমি তোমাকে ইডিয়ট না বলে পারছি না। যে মেয়েকে ভালবেসেছিলে সে অন্যকে দেহদান করেছে বলেই তোমার সব জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল! শোন। তুমিই একমাত্র নও, তোমার মত আরও অনেক ইডিয়ট্‌ আছে। মনে মনে ব্যাভিচার করনি তুমি অন্য মেয়ের সঙ্গে? লিডার মনের জোর ছিল, যৌবনের আকুতি ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল, তাই সে পেরেছিল কামনার চরিতার্থকরণে নিজেকে তুলে ধরতে। নিজেকে বুদ্ধিমান বিবেচক বলে প্রচার ক'রে তুমি কি করে পারছ এখন পিছিয়ে আসতে? ওর অতীত জীবনের জন্য তোমার মাথা ব্যাথা কেন? ওর সৌন্দর্য্য কি উবে গিয়েছে? না, ভালবাসার বা ভালবাসবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে? না, তুমিই হতে চেয়েছিলে তা'র প্রথম উপভোগকারী? বল কথা—"

নীরব নোভিকফ্। চারিদিকে অন্ধকার; তবু যেন কোথায় ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। বুঝি, ক্ষমা এবং আত্মত্যাগের এক আভাষ সেই অস্পষ্ট আলোক-রেখায় মেশান! বলল, "তুমি জান, তা নয়।"

চীৎকার করে বলল স্যানিন, "তা হলে বল, কী?" চোখে চোখ রেখে, স্বর নামিয়ে এনে বলল, "বোধ হয় ভাবছ 'আত্মত্যাগ করি', 'বাঁচাই তাকে জনতার হাত থেকে',—তাই না? শোন, এ তোমার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। আত্মত্যাগ করবার মত মনের জোর তোমার নেই। দুদিন পরেই, তোমার ব্যবহারে ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌বে। কি হারিয়েছে তুমি? কিছুই না। লিডার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটুও পরিবর্তন হয় নি। পরিবর্তন হয়নি ওর মনের, ওর কামনার, প্রবৃত্তির, আর ওর জীবন্ত প্রাণের। অবশ্য, খুব একটা বাহাদুরী করছি আত্মত্যাগের মুখোস পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে উপভোগের রাস্তাও খোলা রইল। কী বল?

নোভিকফ্ বলল, "আমি যা নই, তুমি আমাকে তার চেয়েও খারাপ বানিয়ে তুল্‌ছ। আমারও বিবেক আছে। অবশ্য খানিকটা সংস্কারও যে নেই তা বলি কি ক'রে! আমি লিডাকে ভালবাসি, যদি জানতে পারতাম লিডাও আমাকে ভালবাসে,—তুমি ভাব কি যে মনস্থির করতে আমার এত সময় লাগ্‌ত?

অকস্মাৎ স্যানিন অত্যন্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বলল, "এই মুহূর্তে লিডা অত্যন্ত কাতর হয়ে আছে। ভালবাসার কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ওর এখন নেই। তোমাকে ভালবাসে কি বাসে না তা আমি কি ক'রে জান্‌ব? যদি তুমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াও, যদি প্রমাণ করতে পার যে আমার পর একমাত্র তুমিই তার ছোট একটা ঘটনার কথা নিয়ে মাথা ঘামাওনি···কী জানি কি বলবে ও!"

স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে নোভিকফ্ বসে রইল খানিক সময়।

"চল, যাওয়া যাক্," বলল স্যানিন। "অন্ততঃ একটি সত্যিকার সহৃদয় মানুষের মুখ তো ও দেখতে পাবে। এই ছোটো-খাটো দুর্ব্বলতার ওপর মানুষ সুখ শান্তির বনিয়াদ তৈরী করেছে! মূর্খ!"

"দেখ," নোভিকফ্ বলল, "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওকে সুখী করতে। কথাটা বড্ড সাধারণ শোনাল, কিন্তু বিশ্বাস কর।"

"জানি আমি।"

পরের দিন সন্ধ্যার সময় নোভিকফ্ স্যানিনদের বাড়ী গেল। লিডা তখন বাগানে ছিল। স্যানিন নোভিকফ্‌কে ধরে নিয়ে লিডার কাছে গেল।

লিডার অন্তরে বাইরে এক প্রবল পরিবর্ত্তন এসেছে। আগেকার প্রগল্‌ভতা আর নেই, তার জায়গায় এসেছে চিন্তা-ম্লান এক পরিবেশ। এক এক সময়ে ও বিস্মিত হয়ে ভাবত স্যানিনের কথা। কী আশ্চর্য্য মানুষ! লিডা জান্‌ত স্যানিনের কাছে পাপ-পুণ্যের বাছাই বিচার ছিল না। স্যানিন যখন ওর দিকে তাকাত,—সে চাউনিতে থাকত না কোন অপাপবিদ্ধ ভাই-বোনের সম্পর্ক-সম্মিত কোন নিদর্শন,—সে চাউনি শুধু থাকে প্রস্ফুটযৌবনা স্ত্রীলোকের প্রতি অনাত্মীয় পুরুষেব। তবু, একমাত্র স্যানিনের কাছেই ও অকপটে নিজের জীবনের পবম সংকট ও সমস্যার আলোচনা করতে পারত। সামাজিক কোন সমস্যাই স্যানিনের কাছে সমস্যা নয়। লিডার অধঃপতন হয়েছে?—কি এসে-গেল তাতে! বিপদে পড়েছিল?—সে তো ওর নিজের ইচ্ছাতেই! লোকের চোখে ও হেয় হয়ে থাক্‌বে?—কি ক্ষতি তাতে! ওর সামনে রয়েছে জীবনের প্রসারিত রাজপথ—সৌবকরোজ্জ্বল বিরাট পৃথিবী! মা'র মনে দুঃখ হবে?—তা' ও কি করবে!...মহাজীবনের পথে, দৈববশে, জন্মের সম্বন্ধে, ওরা একত্র এসে পড়েছে—মা, বাপ'

মেয়ে, ভাই, বোন,...সেই জন্মেই তো আর পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার দেওয়া চলে না!

অদ্ভুত এক একটি কল্পনা এক এক সময় লিডাকে পেয়ে বসত।— যদি স্যানিন ওর নিজের ভাই না হ'ত!...

পর-মুহূর্তেই নিজের এই অসংযত কল্পনাকে সংহত ক'রে নিয়ে নিজের ওপর নিজে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত। ভাবত, 'ছিঃ, কী বিশ্রী আমার মন!'

নোভিকফ্-এর কথা মনে পড়তেই ও বড় সংকুচিত হয়ে পড়ত। ওর কাছে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হ'ত। ক্ষমাপ্রার্থিনী ছাড়া নিজেকে ও নোভিকফ্-এর সামনে অন্য কোন রূপে ভাবতে পারত না।

স্যানিন নোভিকফ্কে ধ'রে নিয়ে এসে লিডার সামনে দাঁড় করাল। বলল, "এই যে, নিয়ে এসেছি। ওর কি সব কথা আছে বলবে।... বোস তোমরা খানিকটা আমি আস্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"—নোভিকফ্ জিজ্ঞাসা করল। স্যানিন বলল, "স্বারোগিশ্; আর সেই ঢেঙ্গা জার্ম্মাণ অফিসার—কি যেন তার নাম, সেই যে টল্স্টয়ের ভক্ত—দেখা করতে এসেছে।"

লিডা হেসে বলল, "ফন্ ডীজ্—"

ও চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধ'রে ওরা চুপ ক'রে মুখোমুখী বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর নোভিকফ্ অতি মৃদু স্বরে আরম্ভ করল, "লিডিয়া পেট্রোভ্না—"

ওর কথার সুরে লিডা মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যিই, খুব ভাল লোক না হলে এ রকম ক'রে বলতে পারে!

"আমি সব শুনেছি লিডিয়া পেট্রোভ্না,"—বলল নোভিকফ্—

"কিন্তু তাতে আমার ভালবাসার তারতম্য ঘটেনি। হয়ত এক দিন আপনিও আমাকে ভালবাসতে পারবেন।…বলুন,…বলুন আপনাকে আমার স্ত্রীরূপে পাবার সৌভাগ্য হবে কি?"

লিডা চুপ করে শুন্‌ছিল। কোন উত্তর তা'র মুখে জোগাল না।

"আমরা দু'জনেই অসুখী" বললে নোভিকফ। "হয়ত দু'জনে একত্রে জীবনকে সহজ করেই তুলতে পারব।"

কৃতজ্ঞতায় লিডার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। অশ্রুভারাক্রান্ত সুন্দর এক জোড়া চোখ তুলে নোভিকফের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "সম্ভবতঃ পারব।"

ওর চোখ ছাপিয়ে এই কথা ক'টিই যেন ফুটে উঠছিল—'ভগবান জানেন, আমি তোমার স্ত্রীর মর্যাদা রাখব, চিরকাল তোমায় ভালবাসব, শ্রদ্ধা করব।'

নোভিকফ্ ওর চোখের ভাষা বুঝল। হাঁটু গেড়ে বসে লিডার একখানা হাত মুখের কাছে তুলে, অধীর ভাবে চুমোয়-চুমোয় ভিজিয়ে দিল।

ষোলো

শহরে এল গরমের দিন। মাঠ আর বনের সৌগন্ধে মন্থর হাওয়া যে সব শান্ত রাতে চাঁদের আলোয় উদ্বেল হয়ে বইতে থাকে, কর্মক্লান্ত দিনের শেষে তা উত্তেজিত স্নায়ুগুলিকে দিল বিশ্রামের অবসর। রহস্যঘন চাঁদ দিগন্তে দেখা দিতেই সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে পারে, যেন একটা অদৃশ্য ক্লেশদায়ক আবরণ মুহূর্তেই উন্মোচিত হয়।

তারুণ্যের স্পর্শে জীবন হয়ে ওঠে আরও মুক্ত, অধিকতর প্রচুর। গাছের ডালে পাখী ওঠে গান গেয়ে, ঘাসের ডগাগুলি কুমারী মেয়েদের বসন-সীমান্তের ছোঁয়া লেগে কাঁপতে থাকে। ছায়াগুলি হয় আরও গহন ; সন্ধ্যার মধুর উত্তাপে চোখ হয় উজ্জ্বলতর, উচ্চারিত কথা হয় কানাকানির মত মৃদু। বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে এল আলস্য মদির প্রেম।

ইউরাই এবং শ্যাফ্‌বফ্‌—দু'জনেরই রাজনীতির দিকে আকর্ষণ ছিল, সম্প্রতি ওরা একটি পাঠচক্র গঠন করেছে। ইউরাই—নূতন প্রকাশিত সব বই-ই পড়ে' ফেলেছে ; ভেবেছে, এতদিনে ও জীবনের কর্তব্যের পথ খুঁজে পেয়েছে ; ওর সর্বসংশয় এবার বোধ হয় দূরীভূত হবে। কিন্তু তবু যেন কোন্ অনুর্বর মরুভূমির থেকে হাওয়া বইতে থাকে ওর অন্তরে, জীবনে যেন নেই কোন আকর্ষণ। শুধু যখন শরীরের তারুণ্যে এক একদিন স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে উচ্ছ্বলিত, ইচ্ছে জাগে কাউকে ভালবাস্‌তে, তখন জীবনকে কাম্য বলে মনে হয়। এতদিন যে কোন কমনীয় মেয়েকেই ভাল লেগেছে, কিন্তু ইদানিং অন্যান্যের ভেতর একটি মেয়েই যেন আত্মস্বাতন্ত্র্যে অনন্যা হয়ে নিজেকে ঘোষণা করেছে,—বনানী-সীমান্তের একক কোন গাছেরই মত।

দীর্ঘাঙ্গী তন্বী সে, সুডোল শুভ্র গ্রীবার ওপর মাথা তা'র নিঁখুত ভাবেই যেন সাজান আছে, কণ্ঠস্বর তার উচ্চারণের মাধুর্য্যে সঙ্গীত-সুষমায় মাখান। গানে ও কাব্যপাঠে সুস্মিত অভিব্যক্তি, কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে তা'র যৌবনোচ্ছ্বসিত প্রাণঃস্ফূরণ। মন যেন চায় তা'র কাউকে বুকের ওপর পেষণ করতে, অকারণেই মাটিতে ইচ্ছে করে পদাঘাত করতে, হাসিতে গানে বিচ্ছুরিত হতে, সুদর্শন কোন তরুণের কথা একান্তে ভাবতে। এক একদিন তা'র মনে হয়েছে খর-সূর্য্যের আলোয় অথবা পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়, বসনের আবরণ উন্মোচন ক'রে ছুটে গিয়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, যাকে ভাল লাগে তাকে প্রলুব্ধ করতে। সে সামনে এলে ইউরাই-এর বুকের ভেতর তোলপাড় করতে থাকে। সারাদিন ধ'রে শুধু তারই চিন্তা, সন্ধ্যার থেকে শুরু হয় তাকে কাছে পাবার কল্পনা।

মুখোমুখি ফেরান দু'টি দর্পণ যেন পরস্পরকে প্রতিফলিত করছে।

সীনা কার্সাভিনা কখনও আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেনি। ওর মনের স্বপ্নকে ও অন্য সবাইর থেকে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। কেমন একটা ভীতি-মধুর ভাব ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত প্রায় সময়। অন্যান্য পুরুষদের নিকটও লক্ষ্য হতে মন্দ লাগত না, কিন্তু ইউরাই-এর কাছে নিজেকে মনে হ'ত যেন বাগদত্ত বধূ। স্যানিনের সম্মোহনী আকর্ষণও অনুভব করত বটে, কিন্তু সেখানে মনের ভেতর ওর জাগত প্রশংসা ও সম্মানের ভাব।

যেদিন লিডা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সেইদিন সন্ধ্যায় ইউরাইর দেখা পেল সীনা লাইব্রেরীতে। অজান্তেই ওরা একই সময়ে বাইরে বেরিয়ে এল; জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথ ধ'রে দুজনে চল্‌ল এগিয়ে।

পার্কের কাছাকাছি আসতেই ওরা শুনতে পেল গাছের ছায়ায় আনন্দিত জনতার কলরব। কে যেন সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই

জ্বালাল। সুন্দর একটি পুরুষের মুখের একটি দিক আলোকিত হয়ে উঠল এক সেকেণ্ডের জন্য। কে যেন গান ধরেছে :—

"সুন্দরীর মন
গমের খেতের দোলন-লাগা
হাওয়ার মতন।"

সীনার বাড়ীর কাছে এসে ওরা রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চিতে বসল। অন্ধকার এখানটায় প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। চাঁদের আলোয় রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, লিন্‌ডেন গাছগুলোর সীমা ছাড়িয়ে গীর্জার চূড়ার ক্রশটা আলোয় চক্‌চক্ করছে।

"দেখুন, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!"-সীনা গীর্জার চূড়ার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল।

ইউরাই ওর দিকে তাকাল। গ্রীবার কাছে, চাঁদের আলোয় শুভ্র দেহতট উদ্ভাসিত। ইউরাই-এর মনে একটা কামনা দুর্ব্বার হয়ে উঠল ওকে দুইবাহুব ভেতর জড়িয়ে ধরতে, ওর প্রস্ফুট রক্তিম অধরে চুমো দিতে। সীনাও বোধ হয় তাই চায়,—ভাবল ইউরাই। কিন্তু লগ্ন গেল বয়ে, ভাগ্য যেন ওরই ঠোঁটের ওপর হাসি ছড়িয়ে ওকে করল ঠাট্টা।

"হাস্‌ছেন কেন?"

থতমত খেয়ে ইউরাই জবাব দিল, "না-কৈ-না তো!"

চুপ করেই ওরা বসে রইল।

হঠাৎ সীনা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কখনও কাউকে ভাল বেসেছেন?"

"হাঁ।"—খুব মৃদু স্বরে বলল ইউরাই। ভাবল, "বলি ওকে?" মুখে বলল, "এই মুহূর্ত্তেই আমি ভালবাসছি।"

"কা'কে ?"—সীনা জিজ্ঞাসা করল। মন জানে ওর জবাব কি, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না সাহস।

"আপনাকেই।" কী রকম যেন হালকা সুরে কথাটা বলল। ও সামনে ঝুঁকে সীনার চোখের ওপর চোখ রাখল, অন্ধকারে কালো চোখের তারা দুটো যেন দ্যুতিময়! ইচ্ছে করছে ওকে জড়িয়ে ধরতে; সাহসে কুলোল না।

'ঠাট্টা করছে।'-ভাবল সীনা; ওর শরীরে নেমে এল ক্লান্তি।

কিছু সময় পরে ইউরাই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বাড়ীতে ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে ইউরাই-এর মনে হ'ল আজকের সন্ধ্যায় ওর প্রেম নিবেদন ব্যাপারটা অতি সাধারণ একটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না। ভাবল, একটা চুমু দিয়েছি চাঁদের জ্যোৎস্নায় চিরাচরিত প্রথায় প্রেয়সীর নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করা হয়েছে! বাঃ! বাজে-বাজে গেঁয়ো শহরে থেকে থেকে আমার হ'ল কী!...'

'কি প্রমাণিত হয় এতে? বড় বড় চিন্তার ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল্য কী? অমানুষিক প্রচেষ্টা! বর্ত্তমান কালে একক লোকের অসামান্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রকে করেছে সীমাবদ্ধ। খাটলাম, চেষ্টা করলাম, বাধা অতিক্রম করলাম। কি হ'ল তা'তে? কোথায় এর পরিসীমা? আমার জীবনে নয় নিশ্চয়। প্রমিথিউস্—সূর্যপুত্র প্রমিথিউস্—চেয়েছিল মহা-মানবের কাছে আগুনকে পৌঁছিয়ে দিতে; দিয়েছিল। কিন্তু আমি তো প্রমিথিউস্ নই! আমি পারি বড় জোর—যে আগুনের শিখা আমি জ্বালাই নি, তা'র ইন্ধন জোগাতে।...আমি সামান্য মানুষ, আমি দুর্বল, আমি আর পাঁচজনের মতই একজন...'

এলোমেলো চিন্তায় উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ইউরাই সারাটা রাত জেগে রইল।

সতেরো

অফিসারদের ক্লাব-ঘরে এক দল বুদ্ধিজীবি যুবক আলোচনায় আবহাওয়া সরগরম করে তুলছিল।

ফন্‌ডীজ বলছিল, "মোটের উপর, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে খৃষ্টীয় ধর্মবাদ এক চিরস্থায়ী অবদান। সম্পূর্ণ এবং বোধায়ত্ত নীতি-অনুশাসনের দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্মবাদ মানুষের নৈতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়েছে।"

ইউরাই বলল, "তা' বটে; কিন্তু, মানুষের পাশবিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ সংঘাতে খৃষ্টীয় ধর্মমত অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায়ই ব্যর্থ হয়েছে।"

ফন্‌ ডীজ চটে গিয়ে বলল, "কি করে বললেন যে, আপনার সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়েছে?—"

বক্তব্যের ওপর জোর দিয়েই ইউরাই বলল, "খৃষ্টীয় মতবাদের কোন ভবিষ্যৎই নেই। উন্নতির শ্রেষ্ঠ সময়েও যখন এই মতবাদ মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে জয়ী হতে পারেনি, বরঞ্চ কতগুলি নির্লজ্জ ভণ্ডের হাতে ব্যবহৃত হতে পেরেছে, তখন এক দৈবানুগ্রহ ছাড়া আর কি উপায়ে যে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে তা' আমার বোধগম্য নয়। ইতিহাস অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।"

ফন্‌ ডীজ প্রশ্ন করল, "আপনি কি বলতে চান যে, খৃষ্টীয় মতবাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে?"

"হাঁ, আমি তাই মনে করি। মুশা, বুদ্ধ বা গ্রীসের দেব-দেবীরা যেমন আজকে মৃত, খৃষ্টও তাই। এইটাই স্বাভাবিক। বিবর্ত্তনবাদের এ একটা অধ্যায় মাত্র। আশ্চর্য হচ্ছেন?—আচ্ছা আপনিই বলুন,

আপনি খৃষ্টের অনুশাসনগুলিতে ঐশ্বরিক কোন ছাপ দেখতে পান কি ?"

"না, তা পাই না বটে—"

"তা' হ'লে কি ক'রে আপনি বলতে চান যে একটা মানুষ চিরন্তন কালের উপযোগী ক'রে কতকগুলি অনুশাসন সৃষ্টি ক'রে যেতে পারে ?" —ইউরাই বলল।

"তা' যাই বলুন,"—ফন্ ডীজ বলল, "এই খৃষ্টীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই চিরকালের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে—পুরোনো গাছের বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর বেরোয়।"

"আমি সে কথা বলছি না—"একটু অস্বস্তি নিয়েই ইউরাই জবাব দিল। "আমি বলি যে, খৃষ্টীয় ধর্মবাদের দিন ফুরিয়েছে, কবর খুঁচিয়ে একে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করা বৃথা।"

"আপনি কি বলতে চান যে, সমাজ-প্রবাহের মূল ধারা হিসাবে খৃষ্টিয় ধর্মবাদ কোন প্রভাবই বিস্তার করেনি ?"—ফন্‌ডীজ বলল।

"তা' আমি অস্বীকার করি না বটে—"ইউরাই আম্‌তা-আম্‌তা করে জবাব দিল।

"কিন্তু আমি অস্বীকার করি।"—স্তানিন বলে উঠল। ও এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, ওদের আলোচনা শুনছিল মাত্র। ফন্‌ডীজ ও ইউরাই-এর সু-উচ্চ বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে স্তানিনের আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ চাপা কণ্ঠস্বর আলোচনার পরিবেশকে যেন নূতন রূপ দিল।

বিরক্ত হয়েই ফন্‌ডীজ জিজ্ঞাসা করল, "কেন জানতে পারি কি ?"

শান্ত ভাবে স্তানিন উত্তর দিল, "কারণ, আমি অস্বীকার করি।"

"আহা, কেন অস্বীকার করেন তা'র কারণ দেখাবেন তো !"—ফন্‌ডীজ বলল।

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রমাণিত করবার জন্য আমার মাথাব্যাথা কেন? কি দরকার!" স্তানিন বলল। "এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা,—একে আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেবার সামান্যতম আগ্রহও আমার নেই। আর, তা'ছাড়া, সে চেষ্টাও নিরর্থক।"

ইউরাই সতর্ক ভাবে ফোড়ন কাটল, "অর্থাৎ, আপনার মতানুযায়ী চলতে গেলে পৃথিবীর যত সাহিত্য, যত লেখা,—সব পুড়িয়ে ফেলতে হয়—"

"না, না, তা' কেন?—" স্তানিন বলল। "সাহিত্য হচ্ছে এক মহৎ আশ্চর্য ব্যাপার। সত্যিকার সাহিত্য,—যা' আমার আলোচ্য বিষয়,—অর্থাৎ যা' কি না কতগুলি হামবড়ার রচনা নয়,—যা'র ভেতর দিয়ে তা'রা নিজেদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমান বলে সাব্যস্ত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়েই লেখেনি, তা'দের কথা নয়।—আমি শাশ্বত সাহিত্যের কথা বলছি। সত্যিকার সাহিত্য জীবনে এনে দেয় রূপান্তর, মানুষের অস্তিত্বের গোড়ায় করে প্রাণের স্ফুরণ, যুগ থেকে যুগান্তরে, বংশ থেকে বংশান্তরে এর অবদান বয়ে চলে। সাহিত্যকে ধ্বংস করা মানে, জীবন থেকে সমস্ত রূপ-রস-রঙ নিঃশেষ ক'রে দেওয়া।"

ফন্‌ডীজ উৎসুক হয়ে উঠল। বলল, "বেশ শোনাচ্ছে। বলুন না—"

স্তানিন মৃদু হেসে বলে চলল।

"আমি এমন কিছু আশ্চর্য জটিল কথা বলিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, খৃষ্টীয় মতবাদ মানুষের জীবনে অতি বাজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই—যে সময়ে অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সমাজের পরগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল জনসাধারণ, সেই

সময় দেখা দিল খৃষ্টীয় ধর্মবাদ,—নম্র, নিরহঙ্কার, প্রচুর আশ্বাস-বাণী নিয়ে। বিপ্লবকে এই মতবাদ করল নিন্দিত, জনসাধারণের সামনে তুলে ধরল এক অতীন্দ্রিয় স্বপ্নরাজ্যের ছবি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ শিক্ষা দিল অপ্রতিরোধের। মানুষের বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিকে করে দিল ধূলিসাৎ। কু-শাসন ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জনসাধারণ যে ইন্ধন সঞ্চয় করছিল নিজেদের অন্তরে,—শান্তির ললিত বাণীর সিঞ্চনে সে আয়োজন গেল ব্যর্থ হয়ে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে এ ধ্বংস করেছে, পারিপার্শ্বিক থেকে মানুষের দৃষ্টি এবং কর্ম-প্রবৃত্তিকে সরিয়ে নিয়েছে এক অবাস্তব ভবিষ্যতের রামরাজ্যের দিকে। ফলে, মানব-সভ্যতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শৌর্য, বীর্য, সৌন্দর্য, আত্মবোধ। রইল শুধু এক প্রশ্নহীন, বিচারহীন অন্ধ কর্মানুরাগ। খৃষ্টীয় মতবাদ পৃথিবীতে খেলো ভূমিকাই অভিনয় করেছে, এবং খৃষ্ট—"

বাধা দিয়ে ইউরাই বলল, "খৃষ্টীয় ধর্মবোধের অভ্যুত্থান না হলে যে কী বীভৎস রক্তক্ষয় হত সে-যুগে, ভেবে দেখেছেন?—"

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে স্যানিন জবাব দিল, "প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় মতবাদের আবরণ গায়ে দিয়ে দলে দলে লোক মৃত্যুবরণ করল; তারপর খৃষ্টীয় মতবাদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে অজস্র মানুষকে যুদ্ধে, কারাগারে, আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। আর আজও দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবে যত রক্তক্ষয় সম্ভবপর নয়,—তার চেয়েও বেশি পরিমাণ রক্তক্ষয় হচ্ছে সংরক্ষণ ও প্রসারের দোহাই দিয়ে। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, মানুষের উন্নতি—অস্বীকৃতি, বিপ্লব এবং রক্তক্ষয় ছাড়া কোন দিন হয়নি, অথচ মানুষ—মনুষ্যত্ব, দয়া, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর সহানুভূতি,—এইগুলিকেই সমাজ-জীবনের মূল ভিত্তি বলে মেনে নেওয়ার ন্যাকামী করছে। এই নিরামিষ, আত্মপ্রত্যয়হীন ক্লীব অস্তিত্বের তুলনায় এক সর্বধ্বংসী বিপ্লবও ঢের ভাল।"

বক্তব্য বিষয়ের অপেক্ষা বক্তার ব্যক্তিত্বই ইউরাইএর মনে আঘাত করছিল বেশি। ও বলল, "আচ্ছা, আপনি এমন করে কথা বলেন কেন বলুন তো? মনে হয়, যেন আপনার শ্রোতাদের আপনি নিতান্ত শিশু বলে মনে ভেবে কথা ক'ন—"

"এই আমার স্বাভাবিক ভঙ্গি—"

"আপনার এই আত্মবিশ্বাসের কারণ কি বলুন তো—"ইউরাই প্রশ্ন করল।

"সম্ভবতঃ—" স্ত্যানিন বলল, "আপনাদের থেকে আমার বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি বেশি বলে আমি মনে করি, সেই জন্যে—"

"দেখুন—" ইউরাই রেগে গেল।

"রাগ করবেন না।" স্ত্যানিন ও'কে বুঝিয়ে বলল। "সবারই নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলে মনে করবার অধিকার আছে,—করেও তাই!"

ওর কথায় এমন একটি সহজ ঔদার্যের সুর মেশান ছিল যে, তা'র পর আর রাগ করা চলে না। তবু ইউরাই বলল, "তা হ'লেও ও রকম মুখের ওপর আমরা মতামত প্রকাশ করতাম না।"

"ঐ তো আপনাদের দুর্বলতা। আমি যা ভাবি তা বলি; আপনারা তা করেন না। আমরা সবাই যদি আরও একটু সরল হতাম, তা' হ'লে সবার পক্ষেই ভাল হ'ত।"—স্ত্যানিন বলল।

ওখান থেকে ফন্‌ডীজ ওদের ধ'রে নিয়ে গেল শহরতলীর একটা বাড়ীতে। একটি আলোচনী বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হবে সেখানে। কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া, সীনা এবং ডুবোভাও সেখানে উপস্থিত ছিল। আলোচনা তর্ক ও বক্তৃতার মাধ্যমে জ্ঞানের

পরিধি বাড়াবার উদ্দেশ্যেই বৈঠকের অধিবেশন হবে, গোশিন্‌কো নামে একটি ছাত্র উদ্বোধনী বক্তৃতায় সে কথা প্রকাশ করল।

স্তানিন ওকে শুনিয়েই বলল, "সে কথা তো জানতাম না। শুনেছিলাম, এখানে এলে বীয়ার খাওয়া যাবে, আমি তো সেই জন্যেই এসেছি।"

বক্তা অসন্তুষ্ট চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করল।

হঠাৎ বাইরে কুকুর ডেকে উঠল। ডুবোভা বলল, "কে যেন আস্‌ছে।"

গোশিন্‌কো বলল, "হয়ত পুলিশ—"

ডুবোভা বলল, "সত্যিই যদি পুলিশ হয়,—আশা করি আপনার ভাবান্তর ঘটবে না।"

ওর উজ্জ্বল চোখ এবং ঢেউ-খেলান চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে স্তানিন মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

ঘরে এসে ঢুকল নোভিকফ্‌।

গোশিন্‌কো বলছিল, "বন্ধুগণ, আমরা সকলেই চাই আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও জীবন সম্বন্ধে ধারণার পরিসর বাড়াতে। সেই জন্য চাই আত্মানুশীলন। আর তা' সম্ভবপর হবে যদি আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে একটি উপযুক্ত তালিকানুযায়ী পড়া-শুনা করি এবং পরস্পরের মধ্যে মতের বিনিময় করি। আমাদের এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই।"

শুফ্‌রফ্‌ চশমার মোটা কাচ পরিষ্কার ক'রে দাঁড়াল। বলল, "তা' হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—আমরা কি পড়ব? আমার প্রস্তাব এই যে, আমাদের প্রোগ্রাম দু অংশে বিভক্ত হ'ক্‌ এক অংশে থাকুক প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের সম্পর্কিত পুস্তকাবলী,—এই যেমন ঐতিহাসিক

ও বৈজ্ঞানিক বই ; আর দ্বিতীয় অংশে থাকুক বর্তমান কালের সম্পর্কিত রচনা।"

ডুবোভা বলে উঠল, "যদি এই ভাবে বলতে থাকেন তা হ'লে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ব।"—ওর চোখে দুষ্টুমীর হাসি উপ্‌চে পড়ছিল।

শ্রুফ্‌রফ্‌ বললে, "সবাই যাতে বুঝতে পারে, আমি সেই রকমই বলছি।···আমি একটি পাঠ্য-তালিকা আপনাদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের মতামতের জন্য।···ডারুইন্‌-এর বই-এর সঙ্গে সঙ্গে 'অরিজিন্‌ অফ দি ফ্যামিলি' এবং টলষ্টয়···শেকভ্‌, ইবসেন্‌, হাম্‌সুন্‌···"

বাধা দিয়ে সীনা বলে উঠল, "ও আমরা পড়েছি।"

ইউরাই বলল, "শ্রুফ্‌রফ্‌ ভুলে যাচ্ছে যে এটা সাণ্ডে স্কুল নয়··· আহা, কী তালিকা! টল্‌ষ্টয় এবং হাম্‌সুন্‌···"

তুমুল তর্কের ঝড় উঠল। কে এক জন বলল, "কন্‌ফুসিয়াস, গস্পেল্‌স,—

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র টিপ্পনি কেটে বলল, "ধর্মসঙ্গীত বাদ দেবেন না যেন!"

স্যানিন এই তর্কে মোটেই যোগ দিচ্ছিল না। বীয়ার ও সিগারেট নিয়ে সে বেশ জমে গিয়েছিল। ইউরাইকে ফিস-ফিস ক'রে বলল, "আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, বই-পুঁথি থেকে জীবনের কোন সুসংহত ধারণা পাওয়া যায়?"

"নিশ্চয়ই।"

"ভুল ধারণা আপনার। তাই যদি হ'ত, তা হ'লে একটি নির্দিষ্ট তালিকানুযায়ী পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সমগ্র মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করা যেত। সাহিত্যই বলুন আর মানুষের আলোচনা বা চিন্তার কথাই বলুন,—ও তো মানুষের সমগ্র প্রকাশ নয়। জীবন থেকেই জীবনবেদ

রচনা সম্ভবপর। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার নিজস্ব জীবনের দর্শন তৈরী হতে থাকে। বক্তৃতা বা আলোচনার দ্বারা তা গড়ে ওঠে না। আপনারা যেমন চাইছেন জীবন সম্পর্কে একটা দ্বিধাহীন নির্দ্দিষ্ট ধারণা তৈরী ক'রে নিতে,—তা অসম্ভব।"

রাগ করে ইউরাই প্রশ্ন করল, "অসম্ভব কেন শুনি ?"

"যদি একটি নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবন-দর্শন তৈরী করা হয়, তা হলে মানুষের চিন্তার সাবলীলতা হয়ে উঠবে প্রতিহত। আদতে, চিন্তার উৎসই যাবে শুকিয়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন বাণী প্রকাশ ক'রে চলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন; অজস্র মুহূর্ত্তের প্রবাহ-কলতান কান পেতে শুনুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। তবেই তো সহজ হয়ে উঠবে জীবনের দর্শন নিরূপণ করা।...আলোচনা ক'রে লাভ কি? নিজের খুসী মত চিন্তা করুন। আমি শুধু একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই—বাইবেল থেকে মার্কস্ অবধি তো আপনারা শ'কয়েক বই পড়ে ফেলেছেন,—তবু কেন পারেন নি কোন জীবন-দর্শন নির্দ্দিষ্ট করতে ?"

"কি ক'রে জানলেন যে পারিনি ?"

"বেশ তাই যদি পেরে থাকেন, তাহলে নতুন ক'রে আবার একটা নির্ধারণ করবার এ প্রয়াস কেন ?"

সীনা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্যানিনের কথা শুনছিল।

স্যানিন বলল, "তা হ'লে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, আপনারা যা পাওয়ার চেষ্টা করছেন তা আপনারা চান না। আজকের এই সভায় এসে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনারা প্রত্যেকেই চাইছেন আপনাদের নিজস্ব মত ও ধারণা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে, আর এ ভয়টাও আছে —পাছে অন্যের মতের প্রভাবে নিজে পড়ে যান। সত্যিই, এটা বিরক্তিকর!"

"এক সেকেণ্ড্। আমায় কিছু বলতে দিন।"—গোশিনৃকো বলল।

"দরকার নেই।" স্ত্যানিন বলল। "আমার মনে হয়, জীবন সম্বন্ধে আপনার একটি সম্যক ধারণা আছে। আর আপনি পাহাড়-পাহাড় বই পড়ে ফেলেছেন। আপনাকে দেখেই তা বোঝা যায়। কিন্তু আপনার কথায় সায় না দিলে আপনি অত্যন্ত চটে যান—" ইউরাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "ইউরাই নিকোলাইজেভিচ্, আমি কতগুলো শ্রুতিকটু কথা বলেছি বলে আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনার মুখ-চোখেই মতান্তরের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।"

"মতান্তর?"

"হ্যাঁ, আপনি বেশ বুঝতে পারছেন, আমার সঙ্গে আপনার মতান্তর ঘটছে।" স্ত্যানিন বলল, "কিন্তু দেখুন, এই সব ছেলেমানুষী নিয়ে মন-কষাকষি কোন কাজের নয়। জীবন বড় সীমায়ত!"

ডুবোভা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "হায়, হায়! জন্মাবার আগেই আমাদের ক্লাবের মৃত্যু ঘটল গো!"

আঠারো

লিডাকে নিয়ে স্থ্যারুডিনের দুশ্চিন্তা কম হয়নি। হেঁজিপেঁজি একটা বাজে মেয়ে যদি হ'ত লিডা, তাহলে এত দুশ্চিন্তা করবার কিছু ছিল না ওর। যদি লিডা একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে তোলে, তাহলে ওর মুখ দেখানই দুষ্কর হয়ে উঠবে। ওর মত একটা মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা চলে না! ও লিডার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে একখানা চিঠি লিখল।

চিঠি লিখবার অন্য একটা কারণও ছিল। ভলোশিন্ নামে ওর এক বন্ধু সেণ্টপীটর্সবার্গ থেকে এসেছিল; লোকটা যেমনই বিত্তশালী' তেমনই নৈতিক চরিত্রহীন যেরকম হয়ে থাকে,—দু'টি বন্ধু—বিশেষতঃ স্থ্যারুডিন ও ভলোশিনের মত দুই বন্ধু একত্র হ'লে স্ত্রীলোক সম্পর্কিত স্থূল আলোচনাই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এদেরও তাই হল। আলোচনার সুতীব্রতায় দু'জনেই শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করল।

ভলোশিন্‌কে নিজের বাহাদুরী দেখাবার উদ্দেশ্যও স্থ্যারুডিন্-এর লিডাকে চিঠি লিখবার মধ্যে ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে স্থ্যারুডিন্-এর চিঠিটা পড়ল মারিয়া আইভানোভ্‌নার হাতে। চিঠিটা পড়ে তিনি উঠলেন রীতিমত জ্বলে। "বদ্‌মাস মেয়ে —ভাবলেন তিনি মনে মনে—'আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় গেছোমী ক'রে বেড়াচ্ছে, আর কী যে অঘটন ঘটিয়ে আনবে কে জানে!'

তিনি সোজা চল্‌লেন স্থানিন-এর ঘরে। স্থানিন তখন একটা চিঠি লিখতে ব্যস্ত ছিল।

মারিয়া আইভানোভ্না ছেলেকে লেখায় ব্যস্ত থাকতে দেখে চট্ করে' কথাটা পাড়তে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লিখছ ?"

"চিঠি।"

"কা'কে লিখছ ?"

"এক জন সংবাদপত্রসেবীকে, ওদের কাগজে যোগ দেব ভাবছি।"

"তুমি সংবাদপত্রেও লেখ না কি ?"

"আমি সব কিছু করি।"

"কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে চাইছ কেন ?"

"কারণ"—স্যানিন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের সঙ্গে একত্র এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না।"

মারিয়া আইভানোভ্না বেশ ঝাঁঝাল সুরেই বললেন এবার, "তা তো বটেই ! এক জন বাড়ী থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন, আর এক জন চলে যাবেন বলে শাসাচ্ছেন !"

"মানে ?—"

"ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি অন্ধ নই।" মারিয়া আইভানোভ্না বললেন। "আমি সবই দেখতে পাই, বুঝতেও পারি।"

"দেখতে পাও ? উহুঁ, কিচ্ছু দেখতে পাও না।"

একটু থেমে স্যানিন বলল, "আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য আমি তোমাকে সম্বর্দ্ধিত করছি এই বলে যে, তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে শীগ্গির।"

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মারিয়া আইভানোভ্না বলে উঠলেন, "কী ? লিডার বিয়ে হচ্ছে ?—কা'র সঙ্গে ?"

"আহা—নোভিকফএর সঙ্গে—"

"তা তো বুঝলুম। কিন্তু স্যারুডিন ?—"

"গোল্লায় যাক্ সে!" স্যানিন প্রত্যুত্তর করল। "তাতে তোমার কি গেল-এল? অন্যের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যাও কেন?"

"কিন্তু, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!" উচ্ছ্বসিত হয়ে মারিয়া আইভানোভ্না বললে, "লিডার বিয়ে হচ্ছে, লিডা—"

নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্যানিন্ বলল, "কি বুঝতে পারছ না? লিডা একজনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল, এখন সে আরেক জনের প্রেমে পড়েছে। কালকে হয়ত অন্য কার প্রেমে পড়তে পারে। ঈশ্বর ওর কল্যাণ করুন!"

"কি ছাইভস্ম বক্‌ছ?"—মারিয়া আইভানোভ্না রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।

টেবিলে হেলান দিয়ে স্যানিন রাগত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার জীবনে তুমি কি মাত্র এক জনের প্রেমেই পড়েছিলে?"

"মা'র সঙ্গে কেউ ও-রকম ক'রে কথা কয় না।"

"জীবন তুমিও উপভোগ করেছ;"—স্যানিন্ বলল, "লিডাকে বাধা দেবার অধিকার তোমার নেই।"

"নিজের মা'র সঙ্গেও কথা বলবার মত ভদ্রতা শেখোনি"—মারিয়া আইভানোভনা অতঃপর কি করবেন, তা' ঠিক করে উঠবার আগেই, স্যানিন্ এগিয়ে এসে ওঁর হাত দু'টো ধরল। এবং বিনম্র ভাবে বল্‌ল, "ও কথা নিয়ে আর কিছু ভেব না তুমি। বরঞ্চ তুমি নজর রেখ স্যারুডিন যেন এ-বাড়ীতে আর ঢুকতে না পারে।"

স্যানিন-এর এই কথায় মারিয়া আইভানোভ্নার সমস্ত রাগ গ'লে জল হ'য়ে গেল। তিনি স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "লিডা কোথায়?"

ঠিক এই সময়ে ঝি এসে খবর দিল যে, স্যারুডিন এবং আরেক জন কে যেন দেখা করতে এসেছে।

স্তানিন বলল, "ওদের দু'টোকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দাও।"

"আমি তা' পারি না কি?"—বলেই দাসী ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

মারিয়া আইভানোভ্না মুখ উঁচু ক'রে নীচে নেমে গেলেন।

মারিয়া আইভানোভ্নাকে বসবার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে স্তারুডিন এবং তা'র বন্ধু ভলোশিন্ দাঁড়িয়ে ওঁকে নমস্কার করল। কিন্তু ওঁর মুখে একটা কাঠিন্য লক্ষ্য ক'রে স্তারুডিন মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। ভাবছিল, না এলেই হয়ত ভাল ছিল। ভাবল—যে কোন মুহূর্তেই হয়ত লিডা এসে পড়তে পারে। সেই দিনকার পর এই প্রথম লিডার সঙ্গে ওর দেখা হবে। কি রকম একটা অনিশ্চিতের দুশ্চিন্তা!...হয়ত লিডার মা ওদের সব ব্যাপারই জেনে ফেলেছে!...একটা সিগারেট ধরাল।...অকারণেই ইতস্ততঃ তাকাল।

গৃহকর্ত্রী ভলোশিন্‌কে প্রশ্ন করলেন, "অনেক দিন থাকবেন না কি?"

"না' তেমন আর কি!" শহরের আভিজাত্য নিয়ে মঃফস্বলের প্রশ্নের উত্তর দিল ভলোশিন্।

আলোচনা এগিয়ে চল্‌ল প্রাণহীন নিষ্ঠাহীন ভাবে। দু'পক্ষই যথাসাধ্য ভদ্রতার মুখোস এঁটে বসেছিল। ভলোশিন্ উশখুশ করছিল। চোখের একটা ইঙ্গিত করল স্তারুডিনকে। স্তানিন্ এদের আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ না ক'রে বসে বসে সব লক্ষ্য করছিল।

স্তারুডিন্, নিজের বাহাদুরীটা পাছে ভলোশিন্-এর কাছে খাট হয়ে যায়, এই আশংকায়, আর থাকতে না পেরে, মারিয়া আইভানো-ভ্নাকে জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীমতী লিডিয়া পেট্রোভ্নাকে দেখছি না যে!"

মারিয়া আইভানোভ্‌না মনে মনে বললেন, 'আবাগীর ব্যাটা, তোর তাকে কি দরকার! তোর সঙ্গে তো আর তা'র বিয়ে হচ্ছে না!'—কিন্তু মুখে বললেন, "কি জানি, বোধ হয় ওর নিজের ঘরে রয়েছে!"

ভলোশিন্‌ বলল, "আপনার মেয়ের সম্বন্ধে এত সুখ্যাতি শুনেছি যে,—এক বার পরিচিত হবার সৌভাগ্য পাব বলে আশা করেছিলুম।"

মারিয়া আইভানোভ না মনে মনে যুগপৎ বিরক্ত এবং আশ্চর্য হয়ে উঠছিলেন এদের ধৃষ্টতা দেখে। স্যানিন ভাবল, যদি আর বেশি এদের বস্‌তে দেওয়া হয়, তাহলে লিডা ও নোভিকফ্‌— দু'জনেরই অমংগল ছাড়া আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই।

"শুন্‌ছি,"—হঠাৎ স্যানিন্‌ বলে উঠল,—"আপনারা শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছেন?"

"হাঁ, হাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,"—স্যারুডিন জবাব দিল,—"এক জায়গায় বেশী দিন থাক্‌লে তো মর্‌চে ধ'রে যাবে!"

স্যানিন হো-হো ক'রে হেসে উঠল! এতক্ষণ ধ'রে সবাই মিলে যে আলোচনা করছিল তা'র কৃত্রিমতায় স্যানিন্‌ ভারী মজা উপভোগ করছিল। ফূর্তিভরে, দাঁড়িয়ে উঠে, ও এবার বলল, "বেশ, বেশ! আমার মনে হয়, আপনারা যত শীঘ্রই যান ততই ভাল।"

চোখের নিমেষে যেন প্রত্যেকের মুখ থেকে মুখোসের ভারী আবরণ খসে পড়ল! মারিয়া আইভানোভ না পাণ্ডুর হয়ে উঠলেন, ভলোশিন্‌-এর চোখে পশুর মত ভয়ের প্রকাশ, স্যারুডিন্‌ উঠে দাঁড়াল। বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ও কথা বলবার মানে?"

স্যানিন্‌ ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না; হাতে ক'রে ভলোশিন-এর হ্যাট্‌টা বাড়িয়ে দিল।

স্যারুডিন্‌ ক্রুদ্ধ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কি বললেন আপনি?"—মনে মনে বলল, 'একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে দেখছি।'

"ঠিক্‌ই বলেছি।"—স্যানিন্‌ জবাবে বললে। "এখানে আপনাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আপনারা চলে গেলেই আমরা খুসী হব।"

শেকলে বাঁধা একটা বন্য পশুর মত স্যারুডিন্‌ ক্ষেপে উঠছিল। "তাই না কি?"—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল।

"বেরিয়ে যান—"স্যানিন্‌ অনতি-উচ্চ কণ্ঠস্বরে বলল।

ভলোশিন্‌ দরোজার দিকে পা বাড়াল।

দরোজার কাছে লিডা দাঁড়িয়ে।

সাদাসিধে বেশভূষা, মুখে হাসির আভা,—অবিকল স্যানিন্‌-এর মত ওকে দেখাচ্ছে। মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠস্বরে সুধা ঢেলে ও বলল, "এ কী ভিক্‌টর সার্গেজেভিচ্‌, চল্‌লেন কেন? এই তো আমি এসে গেছি!"

অবাক্‌ হয়ে স্যানিন্‌ ওর মুখের দিকে তাকাল। 'কি মৎলব ওর?' —ভাবল মনে মনে।

তিক্ত মনোভাব, অবিশ্বাস এবং ভদ্রবেশী ভণ্ডামীর আলোচনায় পূর্ণ ঘরের ঝোড়ো আবহাওয়াটা মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন শান্ত হয়ে গেল।

স্যারুডিন্‌ তোৎলাতে তোৎলাতে বলল, "জানেন লিডিয়া পেট্রোভ্‌না—"

নাটকীয় ভঙ্গিতে—যেন কোন রাণী কথা বল্‌ছে,—এমনি ভাবে লিডা বলল, "আমি কিছু জান্‌তে চাই না।..." তার পর খানিকটা থেমে বলল, "কই—" স্যারুডিন্‌-এর'দিকে তাকিয়ে,—"এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না?"—ভলোশিন্‌কে দেখিয়ে বলল।

"ভলোশিন্‌,—পাভেল্‌ ল্যুভিশ..." স্যারুডিনের জিহ্বার জড়তা তখনও যায়নি। নিজের মনে আপশোষ করল স্যারুডিন্‌, 'হায়, হায়, এই মেয়েটাই এক দিন আমার নর্ম্মসহচরী ছিল!'—

লিডা মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমাকে কে ডাকৃছে যেন—।"

মারিয়া আইভানোভ্না প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করবার সাহস পেলেন না। গুড়ি-শুড়ি মেরে বেরিয়ে গেলেন।

"বড্ড গরম। বাগানে চলুন না"—লিডা বলল।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ ওর পেছু-পেছু সবাই গিয়ে বাগানে উপস্থিত হল।

লিডাই আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করছিল। অবশ্য আজে-বাজে সব কথা,—মনের অস্থিরতা চাপা দেবার প্রবল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু যে ক'টি কথা বলল, ভলোশিন্-এর সঙ্গেই। ওর ব্যবহারে ভলোশিন্-এর একটুও মনে হল না যে, স্যাকুডিন্-এর সঙ্গে ও কখনও প'টে গিয়েছিল।

মন্থর নিরাসক্ত আলোচনা দীর্ঘকাল চালান যায় না। স্যাকুডিন্-এর সহ্যের সীমা অতিক্রান্তপ্রায় হয়ে আসছিল! লিডার হাসি, ওকে গোচরীভূত না করার প্রয়াস,—ওর প্রত্যেকটী ভাবভঙ্গী কথাবার্তা স্যাকুডিন্-এর কানে যেন ঘুষি-বর্ষণ করছিল। অসহ্য বোধ করল স্যাকুডিন্। এক সময়ে, থাকতে না পেরে ব'লে উঠল, "এবার উঠি তা' হ'লে!"

"সে কি, এরই মধ্যে?"—লিডা প্রশ্ন করল।

ভলোশিন্,—নাগরিক ভলোশিন্—লিডার কথাবার্তায় বেশ খানিকটা প্রশ্রয়ের সুর লক্ষ্য করেছিল। ভাবল—মেয়েটাকে হাত করা খুব কষ্টকর হবে না দেখছি। তাই, স্যাকুডিনকে লক্ষ্য ক'রে বলল, "ওর মেজাজটা ঠিক নেই কি না, তাই আর বসতে পারছে না।"

ওরা চলে গেলে পর লিডা ওর চেয়ারে গিয়ে বসল। দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

স্যানিন এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কি হয়েছে ? তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কাঁদছ কেন ?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লিডা বলল, "ভাল মানুষ কি পৃথিবীতে নেই ?"

স্যানিন হাসল।

"না, নিশ্চয়ই নেই। মানুষের প্রকৃতি অতি নীচ। তা'র কাছে কোন ভাল কিছু আশা কোর না।...সে যা ক্ষতি করবে তোমার, তা' নিয়ে মন খারাপ কোর না।"

অপরূপ, অশ্রুভরা চোখ মেলে লিডা প্রশ্ন করল, "তোমার চার পাশে যারা আছে, তাদের কাছে কোন ভাল প্রত্যাশাই তুমি কর না ?"

"না, কখনই না।" স্যানিন উত্তরে বলল, "আমি নিঃসঙ্গ।

উনিশ

পরের দিন স্তানিন বাগানে গাছের গোড়া পরিষ্কার করছিল, এমন সময় সংবাদ এল দু'জন অফিসার এসেছেন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আশ্চর্য হবার কথা নয়। স্তারুডিন ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারে এ রকম একটা ধারণা ওর হয়েছিল।

'গাধা, নীরেট মুখ্যু!'—মনে মনে স্তারুডিন ও তা'র সহকারীদের উদ্দেশ্যে বিশেষণপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করতে করতে ও বসবার ঘরে এগিয়ে গেল। ধোপ-দুরস্ত পোষাক্ প'রে টানারফ্ এবং ফন্ডীজ বসেছিল, ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে স্তানিন ওদের অভ্যর্থনা করলে।

ভূমিকা না ক'রে, টানারফ্—মুখস্থ বুলি আউড়ে গেল,—"আমাদের বন্ধু ভিক্টর সার্গেজেভিচ্ স্তারুডিন—আপনার ও তাঁর কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের আলোচনার জন্য আমাদের দু'জনকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।"

"হুঁ!"—কপট গাম্ভীর্য নিয়ে স্তানিন উচ্চারণ করল।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে টানারফ্ বলে চলল, "তাঁর প্রতি আপনার ব্যবহার ···মোটেই···হুম্···"

"তা' আমি বুঝতে পেরেছি।"—ধৈর্যচ্যুত হয়ে স্তানিন ওকে বাধা দিল।

"ব্যবহার···মোটেই···—ও-সব কথার কাজ না; আমি তাকে প্রায় লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—এই হচ্ছে ঠিক কথা।"

টানারফ্ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, "মশাই, তিনি চান আপনি কথার প্রত্যাহার করুন।"

স্তানিন্ হেসে ফেলল। "প্রত্যাহার করব! কি ক'রে তা সম্ভবপর? খাঁচার ছাড়া পাওয়া পাখীর মতই তো কথা, তাকে ফেরাব কি ক'রে?"

"ঠাট্টার কথা নয়," টানারফ্ বলল, "আপনি প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন কি ন'ন?"

স্তানিন চুপ ক'রে ভাবছিল, 'গো-মূর্খ কোথাকার!' একটা চেয়ার টেনে বসে স্তানিন বলল, "স্তারুডিনকে খুসী করতে বা শান্ত করতে হয়ত আমি প্রত্যাহার করতাম। যা' বলেছিলাম তা'কে, তা'র ওপর আমি কোন গুরুত্ব দেই না। কিন্তু প্রথমতঃ, তাতে বিরপীত ফল হ'বার সম্ভাবনা আছে; আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে,—নীরব না থেকে, স্তারুডিন হয়ত এই প্রত্যাহারের কথা নিয়ে বক্-বক্ ক'রে বেড়াবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি স্তারুডিনকে যার পর নাই অপচ্ছন্দ করি। সুতরাং আমার পক্ষে প্রত্যাহার করবার কোন অর্থই হয় না।"

টানারফ্—"বেশ, তা হলে..."

এই লোকটাকে স্তানিন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। বাধা দিয়ে বলল, "বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, একটা কথা শুনে রাখুন, স্তারুডিন-এর সঙ্গে লড়াই করবার আমার মৎলব নেই।"

টানারফ্ এবং ফন্ ডীজ, দুজনেই দারুণ বিস্মিত হ'ল। তাচ্ছিল্যের সুরে টানারফ্ জিজ্ঞাসা করল, "কেন, দয়া ক'রে বলবেন কি?"

উচ্চৈঃস্বরে স্তানিন হেসে ফেলল। বলল, "শুনুন তা' হলে। প্রথমতঃ, স্যারুডিনকে খুন করবার ইচ্ছা আমার নেই; আর দ্বিতীয়তঃ, তা'র হাতে আমার প্রাণ খোয়াতে তো নয়ই।"

ঘৃণাপূর্ণভাবে টানারফ্ বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু-টিন্তু নয়; আমার মত নেই, বাস্। কারণ দর্শাবার মাথা-ব্যাথা আমার নেই। আর সেটা আশাও করবেন না।

"অবশ্য সেটা আপনার বিচার্য। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—"

স্যানিন হেসে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু স্যারুডিন যেন আমাকে স্পর্শও করতে না আসে। যদি ক'রে, তা' হলে তাকে রামঠ্যাঙানী দেব বুঝলেন?"

"দেখুন,—"ফন্‌ডীজ রাগে যেন ফেটে পড়ল। "আমাদের নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। এ আমি সহ্য করব না।···শুনুন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অস্বীকার করার মানে কি, জানেন না?—"

স্যানিন প্রশান্ত ভাবে ওর রেগে-লাল-হওয়া মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে বলল. "আর এই লোকটাই কি না নিজেকে টলস্টয়ের অনুরাগী বলে বড়াই করে!···শুনুন, মশাইরা, আপনারা যা খুসী মনে করবার করুন গিয়ে, আর স্যারুডিন্‌কে বলবেন—সে একটি আস্ত গাধা।"

ফন্‌ ডীজ তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে বলল, "আপনার কোন অধিকার নেই এ কথা বল্‌বার।—"

টানারফ্‌ ওকে বলল, "চলুন—"

"না,···কী আস্পর্দ্ধা—" ফন্‌ ডীজ গজ গজ করতে লাগল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ-শেষ। স্তিমিত সূর্যরশ্মিতে আসন্ন সন্ধ্যার আভাষ। ধূলি-ধূসর শহরের পথে স্যানিন চলেছে আইভানফ্‌-এর বাড়ীর দিকে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে স্যানিন বলল, শুনেছ, একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে!"

আইভানফ্‌ হাতে ক'রে কাগজ মুড়িয়ে সিগারেট্‌ বানাচ্ছিল। স্যানিন-এর কথায় বলল, "ভারী মজা তো! কা'র সঙ্গে? কেন?"

"স্যারুডিন-এর সঙ্গে। আমি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলাম, আর তাতে সে অসম্মানিত বোধ করেছে।'

"ওহো! তাহলে তো তোমাকে লড়তেই হবে!" আইভানফ্ বলল, "আমি তোমার সহকারী হব। তা'র নাকটা গুলী মেরে উড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।"

"কেন? শরীর-সংস্থানে নাকের মূল্য খুব বেশি, তা' জান?" স্তানিন বলল। "আমি লড়াই করবই না।"

আইভানফ্ মাথা নেড়ে বলল, "তা ঠিক। দ্বন্দ্বযুদ্ধটা নিতান্তই অনাবশ্যক।"

"কিন্তু আমার বোন লিডা তা' মনে করে না।"

"কারণ তোমার বোন একটি পাতিহাঁস।" আইভানফ্ বলল, "মানুষ যে কত রকম আহাম্মুকীই বিশ্বাস করে!"

শেষ সিগারেটটা মুখে রেখে আইভানফ্ দাঁড়াল।"কোথায় যাওয়া যায়?"

"চল, সোলোভিচিক্-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"—স্তানিন বলল।

"উহু, না।"

"কেন না?"

"ওকে আমার পছন্দ হয় না। ও একটা পোকা।"

"আর পাঁচ জনের চেয়ে খারাপ নয়।...চল।"

সোলোভিচিক্ বাড়ী ছিল না। তাই ওরা শেষ অবধি শহরের ব্যুল্ভারে গেল। সেখানে দেখা পেল ডুবোভা, শ্যফ্রফ, ইউরাই, সোলোভিচিক্,...অনেকেরই। ওর বাড়ীতে ওরা গিয়েছিল শুনে, সোলোভিচিক্ খুব বিনয় প্রকাশ ক'রে বলল, "এ আমি ভাবতেই পারিনি যে, আপনারা আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। আগে জানলে আমি নিশ্চয় বাড়ী থাকতুম।"

ওরা কথা বলাবলি ক'রে এগোচ্ছিল, পাশের রাস্তা থেকে বেরিয়ে এল টানারফ্ ভলোশিন্ এবং স্যারুডিন। স্তানিনই ওদের আগে দেখতে পেয়েছিল। স্তানিন লক্ষ্য করল স্যারুডিন ওকে এখানে দেখতে পাবে

এ আশা করেনি, ওর মুখে-চোখে তাই একটা অস্বস্তির ভাব। সুশ্রী মুখখানায় ওর কে যেন কালী মাখিয়ে দিল।

আইভানফ্ ভলোশিন-এর দিকে চোখ রেখে বলল, "বদমাসটা এখানেও জুটেছে।" ভলোশিন ওদের দেখেনি; সীনা ওদের আগে আগে চলছিল—তা'র দিকেই ওর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ।

স্যানিন হেসে উঠে বলল, "তাই তো রে!"

স্যারুডিন-এর মনে হ'ল স্যানিন-এর এ-হাসি ওকেই লক্ষ্য ক'রে;—কে যেন শপাং ক'রে ওর গালে চাবুক মারল। এক দুর্দমনীয় ক্রোধে অন্ধপ্রায় হয়ে ও এগিয়ে এল স্যানিন-এর দিকে।

স্যারুডিন-এর হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক ছিল, স্যানিন তা'র ওপর লক্ষ্য স্থির ক'রে তাকাল; বলল মনে মনে—"কী চায় ও?"

বিকৃত কণ্ঠস্বরে স্যারুডিন বলল, "আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।...আমার চ্যালেঞ্জ পেয়েছিলেন?"

ওর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়া-চড়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে স্যানিন বলল, "হাঁ।"

"আর, আপনি অস্বীকার করেছেন...মানে...কোন ভদ্রলোকই যা' কল্পনাও করতে পারে না"...স্যারুডিন-এর হাতের মুঠোয় ঘাম জমে উঠেছিল। বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

ওদের জানা-শুনা সবাই ওদের চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। একটা অনিশ্চিত আশংকার ছায়া ওদের প্রত্যেকের মুখে-চোখে।

চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত প্রশান্ত ভাবে স্যানিন উত্তর দিল, "হাঁ, আমি অস্বীকার করি ডুয়েল লড়তে।"

স্যারুডিন-এর দম আটকে আসছিল। ওর বুকের ওপর যেন এক জগদ্দল পাথর চাপা পড়েছে। বলল, "আমি আর একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—আপনি ডুয়েল লড়তে অস্বীকার করছেন?"

সোলোভিচিক্ ভয়ে ঘাবড়ে গেল! স্যারুডিন পাছে স্যানিনকে মেরে বসে, তাই সে এগিয়ে গিয়ে স্যানিনকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল! বলল, "কী হচ্ছে এ-সব ?"

স্যারুডিন ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

স্যানিন আগের মতই শান্ত স্বরে জবাব দিল, "আমি সে কথা তো আগেই বলেছি।"

স্যারুডিন-এর চারিদিকের দৃশ্যবস্তু বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে। কী করছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু না ভেবেই সে চাবুকটা উঁচু করল। একটা মেয়ে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে স্যানিন ওর মুখের ওপর ঘুঁষি মারল।

অজান্তেই আইভানফ্ বলে উঠল, "বেশ!"

ঘুঁষির বেগ সামলাতে না পেরে স্যারুডিন পড়ে গেল। ওর চোখের দৃষ্টি লুপ্ত হ'ল মুখের বাঁ দিকটা ফুলে উঠল, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল।

ইউরাই ও শ্যফরফ্ ছুটে গেল স্যানিন-এর দিকে। ভলোশিন-এর নাক থেকে প্যাঁশনে চশমাটা ছিটকে পড়ে গেল,—ঊর্দ্ধশ্বাসে ও ছুটল উল্টো-মুখে। টানারফও দাঁত কড়মড় করে' ছুটে আসছিল, কিন্তু আইভানফ্ তা'র শার্টের কলারটা চেপে ধ'রে ওকে নিবৃত্ত করল।

"কী ভয়ানক!"—শব্দ ক'টা উচ্চারণ ক'রে সীনা কার্সাভিনা সরে পড়ল ওদের সামনে থেকে।

"কাপুরুষ!"—ইউরাই স্যানিন-এর মুখের ওপর চীৎকার করে উঠল।

"কাপুরুষ!" স্যানিন বলল ঘৃণামিশ্রিত ভাবে—"আমি না মেরে ও মারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।

একটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে স্যানিন দ্রুত পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করল।

বিশ

কয়েক মিনিটের ঘটনা ;—কিন্তু এরই মধ্যে স্যাক্লডিন-এর জীবনে যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। হাসির মুখোস খসে পড়ে দেখা দিল যেন একটা পশুর বীভৎস মূর্তি।

টানারফ্ ওকে একটা গাড়ীতে করে বাড়ি নিয়ে গেল। সারাটা পথ স্যাক্লডিন আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল, যদিও ওর চেতনা নষ্ট হয়নি ওর মনে হল পথের দুপাশের কৌতূহলী চোখ মেলে যারা ওর দিকে তাকাচ্ছিল, তারা যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে। ও ইচ্ছা করেই চোখ বুজে পড়ে রইল। সব চেয়ে ওর বিশ্রী লাগছিল টানারফের উপস্থিতি। এই টানারফ্—যাকে ও কোন সময়েই সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করত না, সেই কি না শেষ অবধি স্যাক্লডিন-এর অপমানে লজ্জাবোধ করবে! ছিঃ ছিঃ,—এর চেয়ে মরণও স্যাক্লডিন-এর পক্ষে ভাল ছিল।

ধরাধরি ক'রে ওকে টানারফ্ এবং আর্দালীটা বিছানায় শুইয়ে দিল। ডাক্তার ডাকার প্রস্তাবে স্যাক্লডিন ঘোরতর প্রতিবাদ করল। ও চায় না যে কেউ এসে ওর এই কলঙ্কিত ঘটনার খবর শুনুক।

টানারফ্-এর মনে হঠাৎ একটা বিরক্তি ও ঘৃণা স্যাক্লডিন-এর জন্য দেখা দিল। ও যেমন একদিকে ধিক্কার দিচ্ছিল এই ভেবে যে, কেন ও নিজে স্যানিনকে আঘাত করল না! ওর নিজের কাছে রিভলভার ছিল, ইচ্ছা করলে স্যানিনকে সাবাড় করেও দিতে পারত! কিন্তু কেন যে ও তা করতে পারল না, এমন কি—স্যাক্লডিনকে মারবার পরেও স্যানিনের গায়ে হাত অবধি তুলতে পারল না, এই ভেবে ও যেমন আশ্চর্য হচ্ছিল, তেমনই নিজের ওপর ওর ধিক্কার আসছিল। অন্য দিকে ও খানিকটা

খুসীই বোধ করছিল। স্যারুডিন-এর কাপ্তানী ওকে বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হ'ত কিন্তু স্যানিন-এর কাছে আজকে মার খাওয়ার ফলে স্যারুডিন-এর যে অপমান হ'ল তাতে ও খানিকটা খুসীই বোধ করল। এখন অফিসারদের আড্ডায় গিয়ে ফলাও ক'রে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনাবার জন্য উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। স্যারুডিন-এর কাছে বসে থাকাটা এখন বিরক্তিজনক।

কটাক্ষে তাকিয়ে দেখল স্যারুডিন-এর চোখ বোজা। বোধ হয় ঘুমিয়েছে। চুপি-চুপি ও দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ স্যারুডিন চোখ মেলে তাকাল। পরস্পরের চোখে চোখ পড়ল। টানারফ্-এর উদ্দেশ্য স্যারুডিন বুঝতে পারল। ও আবার ঘুমোবার ভাণ ক'রে চোখ বুজল। টানারফ্ নিজেকে বোঝাল এই বলে যে, স্যারুডিন ঘুমিয়ে আছে। মাথা নীচু ক'রে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সেই কয়েকটি মুহূর্তের ভেতর ওদের দু'জনের এত দিনকার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গুঁড়ো হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেল। দু'জনেই বুঝল—এই ভাঙা বন্ধুত্ব আর কোন দিন জোড়া লাগবে না।

একুশ

স্যারুডিন তা'র ঘরের কৌচের ওপর প'ড়ে রইল—নির্বান্ধব, একাকী। ওর আরদালী চা, খাবার, পানীয়,—জলপটি সবই দিয়ে গেল; মাঝে-মাঝে এসে তদারক করে যেতে লাগল; কিন্তু স্যারুডিন মনের ভেতর একটা দুঃসহ নির্জ্জনতা অনুভব করল। এক সময় সে আরদালীকে একটা আরসী নিয়ে আসতে বলল।

আরসীতে নিজের মুখ দেখা মাত্রই স্যারুডিন-এর গলা থেকে একটা ব্যথিত কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে এল। কী বিশ্রী আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে মুখটা! একটা দিক হয়ে উঠেছে কালো ও নীল, চোখ ফুলে গেছে,...

ফুঁপিয়ে উঠল স্যারুডিন।

আরদালীটা যে ওকে এতটা সহৃদয় সেবা করছে এটা স্যারুডিন-এর মনের বাঁধ ভেঙে দিল। এ ছাড়া আর কেউই নেই আজকে যে কি না ওকে একটু দরদের চোখে দেখে। পায়ের কাছে স্যারুডিন-এর কুকুরটা মুখ তুলে বসে আছে।

চোখ ফেটে জল এল স্যারুডিন-এর।

জানালা দিয়ে যেন তারা-ভরা রাতের আকাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! ভয় করতে লাগল ওর।

"জীবন ব্যর্থ হয়েছে আমার!"—ভাবল স্যারুডিন। "দুর্বহ এই জীবন। সব শেষ হয়ে গেল! সব? কেন?—অপমানিত হয়েছি ব'লে? কুকুরের মত আমাকে মুখের ওপর মেরেছে!..."

চোখের ওপর ওর ভেসে উঠল সন্ধ্যার ঘটনাটা—আনুপূর্বিক।

"ডুয়েল লড়বার চ্যালেঞ্জ যদি ও গ্রহণ করত !...হয়ত আমার মাথায় ওর রিভলবারের গুলী বিঁধত। আরও কষ্টদায়ক হ'ত অবশ্য।...কিন্তু লোকের কাছে আমি এতটা ছোট হয়ে যেতাম না। বন্ধু-বান্ধবরা আমার প্রশংসাই করত।...এখন ?...না, আমার পক্ষে রেজিমেণ্ট ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই !...

"আমার হাতে চাবুক ছিল। কেন মারলাম না ওকে ? আমিই তো আগে ওকে মারতে পারতাম ! ওর ঘুঁসি তুলবার আগেই আমার মারা উচিত ছিল। কী ভুলটাই করেছি ! ফলে কি ? এই অপমান...

"না, আর কোন পন্থাই নেই। সবাই দেখেছে। দেখেছে আমার মুখের ওপর কি রকম মারল, আর আমি মাটিতে পড়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম ! না, সারা জীবনেও আমি এ কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাব না।...আর আমি স্বাধীন রইলাম না। আমাকে সৈন্য-বিভাগের চাকরী ছাড়তেই হবে ..."

ডানা-কাটা পাখীর মত ওর চিন্তাধারা একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগল—অপমানবোধ এবং রেজিমেণ্ট ছেড়ে দিতে হবে,—এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে।

ওর মনে পড়ল, একবার একটা মাছি সিরাপের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে সে পা টেনে-টেনে চলছিল...

এই রকম ক'রে বেঁচে থাকতে হবে ?

এই মুহূর্তে, কত লোক আনন্দে, হল্লায় মশগুল হয়ে রয়েছে। আর, নির্বান্ধব, অন্ধকারে একাকী ও দিশাহারা, চিন্তায় বিভ্রান্ত। একজন কেউ নেই ওর, যে কি না এই দুঃসময়ে ওর কাছে এসে বসে। পরিচিত মুখগুলোকে ও মনে করবার চেষ্টা করল। মনে হ'ল, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাণ্ডুর তাদের মুখ, ওর অপমানে ঠোঁটে তাদের চাপা-হাসি।

লিডাকে মনে পড়ল। শেষ যেদিন ওর কাছে এসেছিল সেদিনকার স্মৃতি। হাল্‌কা একটা ব্লাউজ ছিল ওর গায়ে; উচ্ছল কোমল স্তনরেখা তা'র আড়ালে সুস্পষ্ট। কোন ঘৃণা বা ঈর্ষার চিহ্ন মাত্রও ছিল না তা'র মুখে; শুধু একটা কাকুতিপূর্ণ নালিশের অ-বলা বাণীর আভাষ! মনে পড়ল, ওর চরম দুঃসময়ে ওকে কি রকম অবহেলায় ত্যাগ করেছিল। লিডাকে হারিয়েছে এই চেতনা ওকে ছুরীর ফলার মত আঘাত হান্‌ল। স্যাব্রুডিন-এর দুঃখ বা কষ্ট লিডার সঙ্গে তুলনাই হয় না।

"আমার চেয়ে কত বেশিই না কষ্ট পেয়েছে ও···আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি···সে ডুবে মরুক এই আমি চেয়েছিলাম; তা'র মৃত্যুকামনা করেছিলাম।"

নিমজ্জমান লোক যেমন শেষ তৃণখণ্ডেও আশ্রয় পেতে চায়, স্যাব্রুডিনও তেমনি সমগ্র অন্তরাত্মা প্রসারিত ক'রে দিল লিডার দিকে। একটু আদর, একটু সহানুভূতি···ওর সমস্ত কষ্ট-অপমান-দৈন্য—সব নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায় তা'হলে। কিন্তু, এ স্বপ্ন শুধু অলীক স্বপ্ন; স্যাব্রুডিন জানে, লিডা আর কোন দিন ফিরে আসবে না,—আসবে না। আজ স্যাব্রুডিন-এর সামনে রয়েছে শুধু এক অতলস্পর্শী অন্ধ গহ্বরের বিস্তৃতি!

এক হাতে ভর ক'রে স্যাব্রুডিন্ কাৎ হয়ে উঠবার চেষ্টা করল। অন্য হাতে কপাল টিপে ধরল; অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। না, না, কিছু শুনতে চায় না স্যাব্রুডিন, কিছু দেখতে চায় না! অসহ্য এই অনুভূতি। উঠে দাঁড়াল স্যাব্রুডিন; তার পর টলতে-টলতে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে।

"সব হারিয়েছি আমি, সব; আমার জীবন, লিডা, সব কিছু!"

বিদ্যুতের ঝলকের মত ওর মনে নিজের জীবনের সত্যিকার রূপ ভেসে উঠল। মন্দ, অসুখী, অসুস্থ, হীন, বিকৃত, বুদ্ধিহীন। খাসা চেহারা স্যারুডিন-এর, জীবনে শ্রেষ্ঠ সব-কিছুরই ওপর ওর দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, গ্রহবৈগুণ্যে তা' হয়ে উঠল না; আর হবেও না কোন দিন। সারা জীবন এখন ওকে একটা মানুষের শরীর ও মনের কঙ্কাল, বেদনা ও অসম্মানের ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে হবে।

"এ-ভাবে আমি বাঁচতে পারব না," ভাবল স্যারুডিন, "ও-ভাবে বাঁচা মানে আমার অতীতকে নিঃশেষে মুছে ফেলা। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে হবে, সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে আমাকে; আমাকে দিয়ে তা হবে না!"

মাথাটা ওর ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর।

নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতির শিখাটা কেঁপে-কেঁপে ওর নিশ্চল দেহের ওপর ক্ষীণ আলো ছড়াতে লাগল।

বাইশ

সেইদিনই সন্ধ্যার পর স্থানিন সোলোভিচিক্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সোলোভিচিক্-এর মুখ-চোখের ভাব বদলে গিয়েছে; ওর মুখে হাসি নেই, কেমন যেন একটা আশংকা ও চিন্তায় চিন্তায় ব্যাকুল। চোখে প্রশ্নপূর্ণ চাহনি।

স্থানিনকে দেখে ও "গুড ইভিনিং" বলে অভ্যর্থনা করল বটে, কিন্তু উদাস নয়নে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কি ব্যাপার?"—স্থানিন ওকে জিজ্ঞাসা করল।

"দেখুন,"—সোলোভিচিক্ বলল, "আপনি আজকে একটা লোককে মেরেছেন, হয়ত ওর মুখখানা চিরকালের জন্য থেঁৎলেই দিয়েছেন। সম্ভবতঃ ওর সারা জীবনটাই আপনি নষ্ট ক'রে দিয়েছেন।...আপনি আমার কথায় রাগ করবেন না। আমি সেই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম। এখন, আপনাকে যদি গোটা কয়েক প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দেবেন?"

খুসী-মুখে স্থানিন বল্‌ল, "যা' আপনার ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন। আপনি ভাবছেন আমি রাগ করব?—মোটেই না। যা' হবার হয়ে গেছে। যদি অন্যায় করেছি বলে মনে হয়, আমিই সে কথা আগে স্বীকার করব।"

"আমি আপনাকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করতে চাই,"—সোলোভিচিক্ বলল, "আপনি কি বুঝতে পারছেন যে হয়ত ও মরেই যেত?"

"সম্ভবপর।" স্থানিন উত্তর দিল। "স্থারুডিন-এর মত লোকের পক্ষে হয় আমাকে খুন করা, নয় তো নিজে খুন হয়ে যাওয়া ছাড়া তৃতীয় পন্থা বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য। আমাকে খুন করবার উপযোগী মানসিক

পরিবেশের সুযোগ ও নিতে পারেনি ; এখন ওর যা অবস্থা তাতে আর ভবিষ্যতে ও সেই সুযোগ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ওর হয়ে গেছে।"

"বেশ শান্ত ভাবেই তো আপনি এ কথা আলোচনা করছেন ?"

"শান্ত ভাবে ?" স্যানিন বলল, "শান্ত ভাবে আমি একটা মুরগীর বাচ্চাকেও মরতে দেখতে পারি না। ওকে আঘাত করতে আমার কষ্ট হয়নি ? নিজের গায়ের জোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা অবশ্যই খুব খুসীর ব্যাপার। কিন্তু যে ভাবে তা'র প্রয়োগ হ'ল সেটা নিতান্তই পাশবিক, —বিশ্রী ব্যাপার! ঘটনাচক্রে পড়েই ও-রকম করতে পেরেছি। স্যারুডিন-এর এই পরিণতির জন্য দায়ী ও নিজে।—ও এবং ওর মত আর পাঁচ জন না জেনে-শুনেই লোককে কষ্ট দেয়, মারে ;—সারা জীবন ধরে' এই রকম বিকৃতিরই সাধনা ক'রে চলে ওরা। আহম্মক, পাগল ওরা!—ওদের স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করতে দিলে এক দিন নিজেদের এবং অন্যান্য দশ জনের গলাই ওরা কেটে বসবে। একটা পাগলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি বলেই কি আমার দোষ হ'ল।"

"কিন্তু আপনি তাকে খুন করেছেন !"—জেদের সুরে সোলোভিচিক্ বল্‌ল।

"তা' হ'লে, আমাদের দু'জনকে মুখোমুখী যিনি নিয়ে এসেছেন,—সেই ঈশ্বরের কাছে আপীল করুন।"

"ওর হাত ধ'রে, আপনি বাধা দিলেই পারতেন !"

"ও-রকম সময়ে অত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ চলে না। আর, তাতে কি হত ? ওর বিবেক-বুদ্ধিতে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাটাই বড় হয়েছিল। আমি চিরকাল তো আর ওর হাত দু'টো ধ'রে রাখতে পারতাম না। ওর পক্ষে আর একটা অপমান বাড়ত, এই তো ?"

"হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু, যা' করেছেন, সেটাই কী একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল? আপনিই না হয় মার খেতেন,—সেটাই কী শ্রেয়ঃ ছিল না?"

"শ্রেয়ঃ?" স্তানিন বলল, "মার খাওয়াটা সব সময়েই কষ্টকর আর তা' ছাড়া, কেন আমি মার খেতে যাব?"

"আহা, শুনুন না—"

"অবশ্য, স্তারুডিন-এর দিক থেকে দেখতে গেলে, আমার পক্ষে মার খাওয়াটাই শ্রেয়ঃ ছিল!"

"না, আমি সে কথা বলছি না। আপনার দিক থেকেই শ্রেয়ঃ ছিল—"

"ও!" বিরক্ত হয়েই স্তানিন বলল, "দেখুন, ও-সব নৈতিক জয়-পরাজয়ের বস্তা-পচা আলোচনা রেখে দিন। এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়াকে নৈতিক জয় বলে না; নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে সৎ রাখতে পারাই হচ্ছে নৈতিক জয়। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ওপরই এই সৎ রাখতে পারা-না-পারা নির্ভর করে। দাসত্বের মত ভয়াবহ আর কিছুই নেই। এই ভয়াবহতা আরও বীভৎস হয়ে ওঠে যখন বাইরের অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও কোন এক বৃহত্তর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে সেই অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করতে হয়।"

"এত সব ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকবে না। কি ক'রে বেঁচে থাকা উচিত, তাই-ই জানি না!"

"কি দরকার জেনে?" উড়ন্ত পাখীর মত হ'ক্ জীবন।"

"কিন্তু আমি তো পাখী নই!"

স্তানিন হো-হো ক'রে হেসে উঠল। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ অন্ধকারে সমস্ত উঠানটা গম্‌গম্ করল খানিকটা।

সোলোভিচিক্ মাথা নেড়ে বলল, "শুধু কথার কথা। কেউই আমাকে বলতে পারে না কি ভাবে বাঁচব, কি আমার জীবনের আদর্শ হবে।"

"খুব সত্যি কথা। কেউই বলতে পারে না। বেঁচে থাকা একটা শিল্প; যে সেই-শিল্প আয়ত্ত করতে পারে না, তা'র জীবন হয়ে ওঠে দুর্ভাগ্যময়।"

"কী শান্ত স্বরেই না আপনি কথাগুলি বলছেন!—যেন সবই জেনে নিয়েছেন! রাগ করবেন না,—আপনি কি বরাবরই এই রকম—মানে আপনার মনটা এই রকমই শান্ত ছিল?"—সোলোভিচিক্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

"না; বহু সন্দেহের দোলায় দুলতে হয়েছে বহু বার। এক বার মনে হয়েছিল খৃষ্টীয় ধর্মানুযায়ী জীবনটা গড়ে' তুলি—"

স্ত্যানিন একটু বিরাম নিয়ে বলল, "একটি বন্ধু ছিল—আইভান ল্যাণ্ডে নাম, অঙ্কের ছাত্র। অদ্ভুত তা'র চরিত্রের দৃঢ়তা। মার খেয়েও কোন দিন হাত তোলেনি। আপন ভাই-এর মত ওর ব্যবহার ছিল সবার সঙ্গে, স্ত্রীলোকের দিকে ছিল না যৌন আকর্ষণ।...সেমেনফকে মনে পড়ে?"

ছেলে মানুষের মত মাথা নেড়ে সোলোভিচিক্ জানাল—হাঁ মনে পড়ে।

"সে সময় সেমেনফ্ ক্রীমিয়ায় মাষ্টারী করত; হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুখের ভেতর সেমেনফ্ মৃত্যুর আশংকায় অধীর হয়। ল্যাণ্ডে এ কথা শুনে স্থির করল ও সেমেনফ্-এর কাছে যাবে, ওর মনের জোর ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওর না ছিল নিজের হাতে পয়সা; আর ওর মত নামজাদা পাগলকে টাকা-পয়সা দিতেও কেউ রাজী হ'ল না। হেঁটেই রওনা হ'ল; সাড়ে ছয়শো'-সাতশো মাইল চলবার পর পথেই মারা গেল। অন্যের জন্য নিজের জীবন বলি দিল।"

"কী মহৎ!—বলুন বলুন, শুনি ওর কথা।"—সোলোভিচিক্-এর চোখ জ্বল্-জ্বল্ করে উঠল।

"ঘটনাটায় খুব আন্দোলন উঠেছিল, অনেকেই ওর আদর্শকে ঠিক খৃশ্চানী আদর্শ বলে স্বীকার করল। কেউ কেউ অবশ্য বলল যে পাগলটার মাথায় ছিট্ ছিল,—ওর আত্মত্যাগের মূলে ছিল আত্মনিগ্রহ। আমি তাকে দেখেছি অন্য চোখে। সেই সময়ে ওর আদর্শ আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক দিন একটা ছেলে আমার কান ম'লে দিয়েছিল, আমি পাগলের মত রেগে গেলাম। ল্যাণ্ডে ছিল সামনেই; আমি তা'র দিকে তাকাতেই সব উল্টে গেল। কি ক'রে ব্যাপারটা ঘটল জানি না,—আমি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হলাম। ওর অভদ্রতার জবাবে যে অভদ্রতা করিনি, এতেই বেশ গর্ব বোধ করলাম। কিন্তু এই নৈতিক জয়ের ফাঁকি আস্তে আস্তে আমার চোখে ধরা পড়তে লাগল। দিন কয়েক পরে, সামান্য একটা ঠাট্টা করতেই সেই ছেলেটাকে আমি এমন ঠেঙালুম যে, ও আধমরা হয়ে গেল। ল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘটল আমার বিচ্ছেদ। পরে যখন ভাবপ্রবণতার বাধা কাটিয়ে ল্যাণ্ডের জীবন ও আদর্শ বিশ্লেষণ করে দেখলাম, বড় খেলো এবং ভঙ্গুর ব'লে মনে হ'ল।"

"আপনি তা' বলতে পারেন না!" সোলোভিচিক্ বলল, "ওঁর নৈতিক ঐশ্বর্যের যাচাই করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়!"

"ও ধরণের ভাবাবেগ বড় একঘেয়ে লাগে। প্রত্যেকটি দুঃখ-কষ্টকে দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ছিল ওর সুখ। আর নৈতিক ঐশ্বর্য?—জীবনের আনন্দ এবং বাস্তব সমৃদ্ধি থেকে "বঞ্চিত থাকা? একটা ভিখিরীর জীবন ছিল ওর। একটা আদর্শ—যা কি না ওর নিজের কাছেই সুস্পষ্ট ছিল না,—তারই জন্য জীবনকে উৎসর্গ করল!"

"ভাল লাগছে না শুনতে এই সব—"সোলোভিচিক্ বলল।

"আপনাকে এমন কিছু অস্বাভাবিক কথা বলিনি! হয়ত বক্তব্য বিষয়বস্তুটাই দুঃখবহ, কি বলেন?"

"হ্যাঁ, খুবই দুঃখকর। আপনার কথা শুনছি, আর ভাবছি। এ যেন একটা অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে বেড়াচ্ছি! কেউ নেই যে উপদেশ দিতে পারে। বলুন তো, বেঁচে আছি কেন? বলুন তো আমাকে।"

"কেন বেঁচে আছি?—কেউই জানে না সে কথা?"

"ভবিষ্যতের আশায়—যেন আমাদের বেঁচে থাকার ভেতর দিয়ে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অনাগত কাল সম্ভবপর হয়ে আসে?—তাই নয় কি?"

স্যানিন দৃঢ়স্বরে বলল, "স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ—রামরাজ্য—কোন দিনই আসবে না। যদি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেই এক মুহূর্তের ভেতর সৎ এবং মহত্তর হয়ে উঠতে পারত, তা হলে হয়ত রাম-রাজত্ব ঘটতে পারে। কিন্তু, তা তো হ'বার নয়! সভ্যতার অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে, মানুষ নিকট-ভবিষ্যৎ এবং নিকট-অতীত ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। আমি বা আপনি যদি বর্বর যুগের জীবন কাটিয়ে আসতে পারতাম তা' হলে হয়ত এই সভ্যতার অবসান উপলব্ধি করতে পারতাম। সুতরাং যদি কোন দিন স্বর্ণযুগ আসেই, তা হলেও সে সময়কার লোক তা'র মূল্য পুরোপুরি ধরতে পারবে না। সীমাহীন এক পথ দিয়ে মানব-সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। সেই পথের পরিণতিতে আনন্দ ও সুখ বিরাজ করছে—এ রকম কল্পনার যোগ্য অবাস্তবতা হচ্ছে সংখ্যাতীত একটা রাশির সঙ্গে কয়েকটা নূতন সংখ্যার যোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা।"

"তা' হলে আপনি বলতে চান যে, কোন কিছুরই কোন মানে হয় না?"

"আমি ঠিক তাই বিশ্বাস করি।"

"আপনার বন্ধু ল্যাণ্ডের বিষয় তা' হ'লে কি হবে? আপনি নিজেই তো—"

গভীর ভাবে স্থানিন বলল, "আমি ওকে ভালবাসতাম। খৃষ্টীয় আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলেছিল ব'লে নয়, আমি তাকে ভালবাসতাম ওর নিজের ওপর শ্রদ্ধার গভীরতার জন্য, নিজের বিশ্বাসের থেকে ওর ভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য। ওর এই ব্যক্তিত্বের জন্যই ওকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভাল-মন্দ, ওর মূল্য—সব শেষ হয়ে গেছে।"

"আপনি কি স্বীকার করেন না যে, এই ধরণের লোকেরা মানুষের জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে?—এদের অনুসরণ করবার জন্য লোক এগিয়ে আসে?"

"জীবনকে মহত্তর করতেই হবে—এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? বলুন। দ্বিতীয়তঃ, ও-সব শিষ্য-প্রশিষ্য কে চায় বলুন! ল্যাণ্ডের মত লোকেরা আজন্মই ঐ রকম হয়ে থাকে। খৃষ্ট অসাধারণ ছিলেন, কিন্তু খৃষ্ট-ভক্তদের দেখলে দুঃখ হয়। ওঁর জীবনবেদের মূল সত্যটি বড় সুন্দর, কিন্তু ওঁর চেলা-চামুণ্ডারা তাই নিয়ে প্রাণহীন কতগুলি নিয়ম-কানুনের বুকনি বানিয়ে তুলছে।"

স্থানিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দুজনেই চু'প ক'রে বসে রইল। পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে, আকাশ-ভরা তারায় তারায় যেন এক অন্তহীন শব্দহীন আলোচনার প্রবাহ বয়ে চলেছে।

হঠাৎ সোলোভিচিক্ স্থানিন-এর কানে কানে এমন একটা কথা বলল যে, তা'র অবাস্তবতা মনে ক'রে স্থানিন যেন কেঁপে উঠল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কি বললেন আপনি?"

"বলুন না, আপনার কি মনে হয়।" সোলোভিচিক্ বিড়-বিড় ক'রে বলল। "মনে করুন, এক জন তা'র পথ দেখতে পাচ্ছে না স্পষ্ট ক'রে

ভেবে ভেবে কিছুরই কুল-কিনারা করতে পারছে না,—বলুন আমাকে, তা'র পক্ষে কি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ নয় ?"

স্যানিন পরিষ্কার ওর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। বলল, "খুব সম্ভব, এরূপ অবস্থায় তা'র পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ব্যর্থ চিন্তা ও দুর্ভাবনায় কোন ফল হয় না। জীবনের ভেতরে যে আনন্দ সংগ্রহ করতে পারে, বাঁচবার অধিকার তা'রই, যে শুধু কষ্টই পায়, মৃত্যুই তো তা'র পক্ষে ভাল।"

"আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম।"—সোলোভিচিক্ এই কথা বলে আবেগ ভরে স্যানিন এর হাত চেপে ধরল।

মনে মনে একটু ভয় নিয়েই বলল স্যানিন, "আপনি তো মৃত।" ও দাঁড়িয়ে পড়ল রওনা হ'বার জন্য। যাবার আগে বলল,—"কবরই হচ্ছে মৃতের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা।...চললাম। গুড্ বাই—"

পথে যেতে যেতে স্যানিন বলল নিজের কাছে, "ওর বেঁচে থাকা আর মরা,—দুই-ই সমান। আজ, না হয় কাল—"

ও গেল ব্যুলভারের দিকে।

সৈন্যদের পোষাক-পরা একটা লোক ছুটে চলেছে; স্যানিন চিনল তাকে স্যারুডিন-এর আর্দালী। লোকটা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে।

"কি ব্যাপার ?"—স্যানিন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা থম্‌কে দাঁড়াল। কি যেন একটা বলল।

বর্শার ফলকের মত কথা কয়টা স্যানিনকে আঘাত করল—স্যারুডিন আত্মহত্যা করেছে।

অন্ধকার আকাশের ভেতর কী যেন ও দেখতে পেতে চায়। রাত্রির এই তমিস্রা এবং এই বলিষ্ঠ মানুষটির আত্মায় যেন এক স্বল্পকালব্যাপী অথচ ক্রূর সংঘাত বেধে উঠল।

তেইশ

একই রাত্রে দু'-দু'টো লোক আত্মহত্যা করেছে,—এ খবরটা অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট শহরটায় ছড়িয়ে পড়ল।

লালিয়াকে সামনে বসিয়ে ইউরাই ওর একখানা ছবি আঁকছিল পরের দিন সকাল বেলা, এমন সময় আইভানফ্ এসে প্রবেশ করল। একটা চেয়ারের ওপর টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে আইভানফ্ বলল, "সুপ্রভাত—"

"নতুন খবর আছে কিছু?" মৃদু হেসে ইউরাই ওকে জিজ্ঞাসা করল।

"গাদা-গাদা খবর।" আইভানফ্ অর্থহীন দৃষ্টিতে ঘরের চার দিকে তাকিয়ে বলল, "এক জন দড়িতে গলা ঝুলিয়ে মরেছে, আরেক জন পিস্তলের গুলীতে নিজের মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিয়েছে, আর তৃতীয় এক জন লোককে ভূতে পেয়েছে—"

"কি আবোল-তাবোল বলছ?"

"তৃতীয় সংবাদটা আমার নিজস্ব, আগের দু'টো খবরের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য বললাম। অন্য দু'টো খবর কিন্তু সত্যি। গত রাত্রে স্থারুডিন পিস্তলের গুলীতে এবং সোলোভিচিক্ দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে।"

"অসম্ভব!" লালিয়া এবং ইউরাই লাফিয়ে উঠল।

"ঠাট্টা করছেন না তো?"

"না, সত্যি কথাই বলছি।"

"স্থারুডিন কেন আত্মহত্যা করল? স্যানিন ঘুঁষি মেরেছে বলে?"

"স্যানিন শুনেছে এ খবর ?"—লালিয়ার প্রশ্ন।

"হাঁ, কাল রাত্রেই শুনেছে।"

"কি বলে সে ?"—ইউরাই জিজ্ঞাসা করল।

"কিচ্ছু না। আত্মহত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?"

"যাই বলুন, তিনিই তো এর কারণ !"—লালিয়া বলল।

"তা' হ'ক, কিন্তু ও আহাম্মকের কি এমন 'প্রয়োজন হয়েছিল স্যানিনকে আক্রমণ করবার ? সেটা তো আর স্যানিন-এর দোষ না। সবটাই একটা বিশ্রী ব্যাপার, স্যারুডিন-এর বোকামীই এর জন্য সম্পুর্ণরূপে দায়ী।"

"আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরও গভীর।" বলল ইউরাই। "স্যারুডিন এমন একটা দলে মিশত—"

"হাঁ, এমন চূড়ান্ত একটা ইডিয়টের দলে ও মিশত যে ঐ দলের আওতায় ওকে পাকা একটি মুখ্যু বলতেই হবে।"

মৃতের উদ্দেশ্যে এরূপ আলোচনা ইউরাই-এর ভাল লাগছিল না। ও হাত কচলাতে কচলাতে প্রসঙ্গান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে বলল, "কিন্তু সোলোভিচিক্ ? সেও যে এই রকম করে বসবে তা চিন্তার অগোচর। কি হয়েছিল ?"

"ভগবান জানেন।" আইভানফ্ উত্তর দিল। "ও বরাবরই একটু ছিট্‌গ্রস্ত।"

এই সময়ে রিয়াজানজেফ্ ও সীনা কার্সাভিনা এসে উপস্থিত হল।

"আনাতোল পাভ্‌লোভিচ্ এইমাত্র ওখান থেকে এলেন।" সীনা উত্তেজিত ভাবে বলল।

রিয়াজানজেফ্ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "এই ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে শীগগিরই অল্পবয়সের লোক আর কেউ বাকী থাকবে না।"

"বলুন শুনি—" আইভানফ্ বলল।

রিয়াজানজেফ্ প্রথমতঃ স্যারুডিন-এর খবর বলল। ঠিক কপালের ওপর ও গুলী করেছিল। এ ব্যাপারে স্যানিন-এর দোষ কতটা তাই নিয়ে খানিকটা বিতণ্ডা করল ওরা।

সোলোভিচিক্-এর আলোচনা উঠতেই রিয়াজানজেফ্ ওদের জানাল যে সোলোভিচিক্ মরবার আগে একটা বাণী লিখে দিয়েছে। "আমি ওটা টুকে এনেছি।" ব'লে রিয়াজানজেফ্ ওর নোট-বই বের করে পড়ে গেল।

'যখন জানি না কি ভাবে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তখন আমার বাঁচবার কোন অধিকার নেই! আমার মত লোকেরা তাদের আশে-পাশের লোককে সুখী করতে পারে না।'

ব্যথা ও বেদনায় আবহাওয়াটা যেন থম্-থম্ করে উঠল। সীনার চোখে জল, লালিয়া ভাবাবেগে অস্থির হয়ে উঠল।

"এইটুকু।"—রিয়াজানজেফ্ চিন্তান্বিত ভাবে বলল।

"আরও কতটা আপনি আশা করেছিলেন?" সীনা স্ফুরিত অধরে বলল।

আইভানফ্ উঠে গিয়ে টেবিলের উপর দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলল, "ছ্যাবলামী ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।"

"আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল।" সীনা ঘৃণা ফুটিয়ে প্রতিবাদ করল।

ইউরাই একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইভানফ্-এর দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল।

রিয়াজানজেফ্ বলছিল, 'আমি সোলোভিচিক্কে অতি বাজে একটা ইহুদী ছোক্‌রা বলেই মনে করতাম। কিন্তু দেখুন তো, কী ঐশ্বর্যই ছিল ওর অন্তরে! মানুষকে ভালবাসা, তা'র জন্যে ত্যাগ

স্বীকার করা ও নিজেকে সেই জন্য উৎসর্গ করার চেয়ে মহত্তর কিছু আছে কি ?"

আইভানফ্ বলল, "কিন্তু মানবের কল্যাণের জন্য তো আর আত্মবিসর্জন করেনি !"

"একই কথা—"

"না, একই কথা না। ও যা' করেছে তা' একটা ইডিয়টের কাজ। তা'র চেয়ে বেশি কিছু নয়। অন্যের প্রতি মমতাবোধ যেখানে মানুষকে আত্মত্যাগ করতে প্রেরণা দেয়, আমি তা'র কদর বুঝি। মহত্তম প্রেম তা। কিন্তু কারো কোন উপকারে এলাম না, কোন কাজে লাগলাম না, জীবন আমার বিফলে গেল,—এই ব'লে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে !—ননসেন্স।"

একটা বিশ্রী আবহাওয়ায় আলোচনাটার পরিসমাপ্তি ঘটল।

স্যারুডিন-এর শবদেহ সামরিক কায়দায় কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হল। ইউরাই জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল শব-শোভাযাত্রা।

সীনার সঙ্গে বিকেলে আলাপ করতে-করতে ইউরাই বলছিল, "আমি স্যানিনকে দোষ দেই না। ওর পক্ষে ও-ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। ওদের দু'জনের পথ এসে এমন জায়গায় মিশেছিল যেখানে সংঘর্ষই হল একমাত্র পরিণতি ব্যাপারটার। ভয়াবহ অংশ হচ্ছে এই যে, বিজেতা অনুভবই করছে না কী অস্বাভাবিক জয় হ'ল তা'র। অক্লেশে একটা লোককে পৃথিবী থেকে যেন মুছে ফেলল, তবু লোকে বলবে সত্যই তা'র পক্ষে।"

"স্যানিন তো সত্যিই অন্যায় কিছু করেনি !"—সীনা বলল।

"আমি একে ভয়াবহ বিসদৃশ বলবই।"

"কেন বিসদৃশ ?"

ইউরাই বলল, "অন্য যে কেউ হ'লে নিশ্চয়ই মনে দুঃখ পেত।

অন্তরে, ন্যায় ও নীতির বিপ্লবের সম্মুখীন হ'ত। কিন্তু স্যানিনকে দেখে মনেই হয় না যে, ওর মনে কোন দ্বন্দ্ব আছে। ও বলে, 'আমার কোন দোষ নেই', 'আমি খুব দুঃখিত'।—যেন একটা দোষ-ত্রুটির ব্যাপার এটা!"

"তা' ছাড়া আর কি?"—পাছে ইউরাই চটে যায়, সেই ভয়ে সীনা খুব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

"তা' আমি বলতে পারি না। তবে, পশুর মত ব্যবহার করবার অধিকার কারও নেই!"

ওদের আর কথাবার্তা চলল না।

রাত্রে একলা ঘরে ইউরাই বাইবেল নিয়ে পড়তে বসল।

'আকাশের মেঘ যেমন বিলীন হয়ে যায়, মৃত লোকও তেমনি আর কবর থেকে বেরিয়ে আসে না।'

ভাবল মনে মনে—"কী নিষ্ঠুর সত্য!...এই আমি, বেঁচে আছি, প্রাণের ও আনন্দের তৃষ্ণায় আতুর,—নিজের মৃত্যুদণ্ডাদেশ পড়ছি!—প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই আমার!"

হতাশ হ'ল ইউরাই। দু'হাতে কপাল চেপে ধ'রে যেন প্রতিবাদ করতে চাইল কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে।

"মানুষ তোমার কী ক্ষতি করেছে যে, তুমি তা'কে বিদ্রূপ করবে? বেঁচেই যদি থাক, কেন লুকিয়ে ফিরছ তা'র কাছ থেকে? আমাকে তুমি এ কী করেছ যে, নিজের ওপর বিশ্বাস না করতে পারলেও তোমার ওপর বিশ্বাস হারাব না? আমার এ প্রশ্নের উত্তর যদি তুমি দাও, কি ক'রে বুঝব—সে উত্তর আমারই মনগড়া, না, তুমিই সে উত্তর দিচ্ছ? যদি আমার বাঁচাবার ইচ্ছায় সত্তা থাকে, তা'হলে কেন তুমি তোমারই দেওয়া অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করছ? আমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তা'হলে যেন তোমাকে

ভালবাসবার জোরেই তা' বহন করতে পারি। তবু তো আমরা জানি না, একটা গাছের চেয়ে মানুষের মূল্য কিসে বেশি।"

"একটি গাছেরও আশা করবার মত কারণ রয়েছে। কেটে ফেললেও তা' নতুন শাখা-পল্লবে বাঁচবার প্রয়াস করে। কিন্তু মানুষ ম'রে গেলে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোন দিন আর জেগে উঠব না আমার শেষ নিদ্রা থেকে। যদি জানতাম যে, লক্ষ কোটি বছর পরেও আবার প্রাণ ফিরে পাব, তাহলেও এই যুগান্ত কাল ধ'রে নিরন্ধ্র অন্ধকারে অপেক্ষা করা আমার সহজ হ'ত।"

আবার বাইবেল-এর পাতা ওল্‌টালো ইউরাই :

'সারা দিন পরিশ্রম ক'রে কি লাভ করল মানুষ ?"

পর্যায়ক্রমে মানুষ আসে, পর্যাবক্রমে মানুষ চলে যায়, পৃথিবী কিন্তু চিরকালের জন্যই অপরিবর্তনশীল।'

'সূর্য উদিত হয়, সূর্য অস্ত যায়, আবার উদয়াচলের দিকে তা'র দ্রুত যাত্রা।'

'বাতাস দক্ষিণে, আবার সেখান থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়; চিরকাল ধ'রে চলছে তা'র এই প্রবাহেব ঘূর্ণি; নিজের আবর্তপথে আবার সে আসে ফিরে ফিরে।'

যা ছিল তাই রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় বার বার; নূতন কিছুই নেই।'

'অতীতের স্মৃতি-নিদর্শন অবশিষ্ট নেই; অনাগত কালেরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন থেকে যাবে না।'

'আমি, এই যে বাণীর প্রচারক,—আমি জেরুসালেমের রাজা ছিলাম।'

"আমি—বাণীর প্রচারক—রাজা ছিলাম!"—ক্রোধে এবং হতাশায় ইউরাই শব্দ কয়টা চীৎকার ক'রে উচ্চারণ করল।

সোলোভিচিক্-এর কথাও মনে করল। নিজের কাছেই উচ্চারণ করল, "আজই হ'ক্ আর দু'দিন পরেই হ'ক্, ওরই মত আমার দশা হবে, ঐ ভাবেই হবে আমার মৃত্যু। অন্য কোন পন্থা নেই। কেন নেই? কারণ..."

ও থেমে গেল। মনে হ'ল, সঠিক কারণটি সে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু ভাষায় তা' প্রকাশ করা যাচ্ছে না। ওর মস্তিষ্ক অতিরিক্ত চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ও জানালা খুলে দিল। পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। সপ্তর্ষির তারাগুলি পূর্বাকাশের অরুণাভায় নিষ্প্রভ। মৃদু শীতল বায়ুপ্রবাহে রাত্রি-শেষের কুয়াশা সরে-সরে যাচ্ছিল। জলপদ্মগুলি মুখ তুলে যেন প্রতীক্ষা করছে।

ঊষার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় প্রকৃতির সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু যেন নিস্তব্ধে প্রতীক্ষমান!

ইউরাই বিছানায় শুতে গেল, কিন্তু ঘুম এল না ওর চোখে।

চব্বিশ

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আইভানফ্ এবং স্যানিন শহর থেকে হেঁটে চলল গ্রামের দিকে। সূর্যালোকে শিশিরবিন্দু ঝল্‌মল্ করছে। এক দল তীর্থযাত্রী চলেছে যেন দূরে কোন্ মঠের দিকে।

"একটু আগেই এসে পড়েছি আমরা।"—বলল আইভানফ।

"বেশ, তা হ'লে বসা যাক একটু,—" বলল স্যানিন।

কিছু সময় পরে অদূরবর্তী কাফিখানার দরজা খুলতেই ওরা ধড়মড়িয়ে ওদিকে রওনা হ'ল।

ভড্‌কা এবং শসার চাট্‌নী কিনে নিয়ে ওরা আবার রওনা হল। বড রাস্তায় প'ড়ে ওরা যে যা'র জুতো খুলে নিয়ে খালি পায়েই হাঁটতে লাগল।

গ্রাম্য চাষা ও মেয়েরা অবাক্ হয়ে এই দুই শহুরে যুবকের ছেলেমী দেখছিল। দু'-একটি সুদর্শনা মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টিও করল ওরা। একটা চলন্ত রেলগাড়ী থেকে এক দল মেয়ে-পুরুষ ওদের দিকে তাকাতেই, স্যানিন এক নাগাড় ধেই-ধেই ক'রে নেচে নিল।

"কী মজা!"—আইভানফ্ চেঁচিয়ে বলল।

"বেড়ে লাগছে আজকে।"—স্যানিন বলল।

একটা মাঠ পেরিয়ে আবার একটা রাস্তা; শহরে চলেছে দলে দলে চাষী-পুরুষ ও মেয়েরা।...এবার এল ঘন গাছ-পালায় লতা-গুল্মে আড়াল ক'রে রাখা একটা ছোট নদী। দূরে পাহাড়ের ওপর মঠের চূড়ায় সোনার ক্রসটা সূর্য্যালোকে চিক্-চিক্ করছিল।

নদীর পারে গিয়ে ওরা সারি-বাধা নৌকোর একটা ভাড়া করে

চড়ে বস্‌ল। আইভানফ্‌ বস্‌ল গিয়ে দাঁড় ধ'রে—নৌকো বাওয়া ওর অনেক দিনের অভ্যাস। একটা জীবন্ত জলচর প্রাণীর মত নৌকোটা স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে চলল। স্যানিন্‌-এর আনাড়ী হাতে দাঁড় থেকে সফেন জল-তরঙ্গ ছিট্‌কে ছিট্‌কে উঠে ওদের ভিজিয়ে দিল।

নীচু ডালগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে এক জায়গায় বেশ একটা রহস্যময় আবেষ্টন গড়ে তুলেছিল; নৌকোটা পাড়ের ওপর ঠেলে দিয়ে ওরা দু'জন লাফিয়ে নাম্‌ল মাটিতে। একটা গাছের গোড়ায় ওরা বসল গিয়ে, বিছিয়ে দিল ভড্‌কার পাত্র, শসা, রুটি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য…

"কী বল, চান ক'রে নিলে হত না?"—আইভানফ্‌ জিজ্ঞাসা করল।

"মন্দ মতলব নয়।"—একটা ডালের টুকরো থেকে ছুরী দিয়ে কুরে কুরে কাপ বানাতে বানাতে স্যানিন জবাব দিল।

খাওয়া শেষ হতেই, আইভানফ্‌ জামা-কাপড় খুলে জলে নেমে পড়ল জল ছিটিয়ে, মহা ফূর্তিতে চেঁচিয়ে ও স্যানিনকেও নেমে আসতে বলল।

দু'জনে স্নান ক'রে উঠে ভিজে শরীরেই মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বাকী ভড্‌কাটা শেষ ক'রে ওরা আবার নৌকো ছেড়ে দিল।

স্রোতের মুখে নৌকো চলছে; হঠাৎ একটা বাঁকের ও-পাশ থেকে মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা গেল। ছুটির দিন, শহর থেকে হয়ত কা'রা এসেছে।

"মেয়েরা চান করছে"—আইভানফ্‌ ফিস-ফিস ক'রে বল্‌ল।

স্যানিন প্রস্তাব করল, "চল, দেখে আসি।"

"ওরা দেখে ফেলে যদি—"

"না, পারবে না। আমরা এখানে নেমে ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখব।"

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে আইভানফ্ বল্‌ল, "না, না, থাক্—"

"চলে এস।"

"না, আমি না—"

"তুমি দেখতে চাও না ?"

"তা'…মেয়েরা…তরুণী…এটা ঠিক না।"

"তুমি একটি মুখ্যু।" স্যানিন্ বলল। "তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ওদের দেখতে চাও না ?"

"তা' চাই হয়ত, কিন্তু—"

"বেশ, চল তা' হ'লে। ন্যাকা ভদ্রতার দরকার নেই! সুযোগ পেলে কোন পুরুষ মানুষ চাইত না বল ?"

"তা' যদি বল, তা' হলে প্রকাশ্যেই দেখা উচিত। লুকোও কেন নিজেকে ?"

"কারণ, তাতে মজা আরও বেশি—"

"আমার কথা শোন ; থাক—"

"নীতিবোধে বাধছে বোধ হয় ?"

"যা' মনে কর।"

"কিন্তু, ঐ নৈতিক শালীনতা—ঐটের অভাবই তো আমাদের !"

"আঁখি যদি তব করে অপরাধ—তুলিয়া ফেল !"—আইভানফ্ পরামর্শ দিল।

"বাজে বোকো না। তুলে ফেলবার জন্য ঈশ্বর আমাদের চোখ দেননি!" স্যানিন বলে চলল, "ওহে ছোকরা, শোন ; যদি স্নানরতা মেয়েদের দেখে তোমার মনে কোন পাশবিক প্রবৃত্তি না জাগে, তা' হলেই শুধু নিজেকে সচ্চরিত্র বলতে পাবে। যদিও সে রকম চরিত্র লাভ করবার জন্য আমি তপস্যা করতে রাজী নই। তুমি যদি চরিত্রবান হও, নিশ্চয়ই আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখব তোমাকে। কিন্তু

স্বাভাবিক এবং সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করবার অধ্যবসায়কে চরিত্রবানতার আখ্যা দেওয়াটাকে হাম্‌বাগ ছাড়া আর কিছু বলব না আমি।"

"ভাল কথাই বলেছ। কিন্তু বাপু হে, কাম-প্রবৃত্তিকে নিরোধ না করলে—বহুনা বিঘ্নানি—স্বীকার কর তো?"

"কি বিঘ্ন, দয়া ক'রে বর্ণনা কর তো শুনি। কাম-চেতনা কখনও কখনও কুফল দেয় বটে, কিন্তু সেটা কাম-চেতনার দোষ নয়।"

বোধ হয়, না, কিন্তু…"

"তুমি আসবে কি না বল—"

"আসছি। কিন্তু—"

"তুমি একটি মহিমান্বিত বোকা…আস্তে, শব্দ কর না! হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

পরম উত্তেজনায়, চাপা-গলায় আইভানফ্‌ স্যানিন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল, "ঐ যে ওরা!"

মাটির ওপর ফ্রক, পেটিকোটের বাহার দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল—শহর থেকে এসেছে মেয়েরা ফূর্তি করতে। জলের ভেতর ওরা মাতামাতি করছিল। একটি মেয়ে ভিজে শরীরে তীরে দাঁড়াল,—ঋজু, তন্বী, ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুঠাম ভঙ্গীতে সূর্যালোক প্রতিফলিত। কী একটা ব্যাপারে মেয়েরা হেসে উঠল, তীরে দাঁড়ান মেয়েটিও হাসল। যেন কোন শিল্পী বহু যত্নে পাথর কেটে ওর শরীরে ঋজুতা ও দৃঢ়তা দিয়েছে; হাসির ঝলকে সারা শরীরে যেন একটা ঢেউ উঠল।

"আঃ—" মুগ্ধ হয়ে স্যানিন উচ্চারণ করল।

আইভানফ্‌ চম্‌কে পিছু হটল।

"কি হল?"

"চুপ! সীনা কার্সাভিনা!"

"ও, তাই ত!"—বেশ উচ্চ স্বরেই স্যানিন বলে উঠল—"আমি চিনতেই পারিনি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!"

খুসী হয়ে আইভানফ্ বলল, "হাঁ, সুন্দরীই তো—"

মেয়েদের উচ্চকিত হাসি এবং চেঁচামেচি শুনে বোঝা গেল ওরা এদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছে। শ্রীমতী কার্সাভিনা চমকে গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল, এবং গলা অবধি ডুবিয়ে পুটপুট করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। স্যানিন ও আইভানফ্ গুটি-সুটি মেরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে এক দৌড়ে গিয়ে নৌকোতে উঠে বসল।

নৌকোর পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে প'ড়ে স্যানিন বলল, "বেঁচে থাকাটা কী আরামের ব্যাপার!" বলেই সুর ক'রে গান ধরল :

"ভেসে যাই—যাই ভেসে যাই—
নদীর বুকে, সাগর পানে—"

ওদের নৌকো বয়ে চলল। স্যানিন-এর মিষ্টি গলার সুর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দূর থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে মেয়েদের কল-কাকলী।

এল মেঘ, নামল বৃষ্টি, ভিজে একশা' হ'ল দু'জনে।

নদী ছেড়ে ওরা যখন উঠে এল পথে, অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এসেছে। বিদ্যুদ্দীপ্ত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি মেঘের গর্জন উঠল প্রান্তর প্রতিধ্বনিত ক'রে।

মেঘ-গর্জনের অনুকরণ ক'রে স্যানিন চেঁচাল—"ও-হো হো-হো—"

আইভানফ্ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—"ও কি?"

বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্তিতে, আইভানফ্ দেখল, মেঘের দিকে তাকিয়ে দুই বাহু দুই পাশে প্রসারিত ক'রে দিয়ে স্যানিন প্রকৃতির রুদ্র রূপকে যেন বন্দনা করছে!

মুখ তার প্রদীপ্ত।

পঁচিশ

রোদের ঝাঁজ ঠিক বসন্ত কালের মতই তীব্র, কিন্তু শান্ত স্বচ্ছ হাওয়ায় হেমন্তের স্পর্শ: গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় রঙের উৎসব; নিস্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ পাখীর ডাক। ফুলের শুকনো পাপ্‌ড়ীতে আর বিবর্ণ ঘাসের ওপর পতঙ্গের গুঞ্জন একেবারেই লুপ্ত হয়নি।

ইউরাই বাগানে পায়চারী করছিল। আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে একবার সে মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে, সবুজ হলদে শাখা-পল্লবের দিকে, নদীর চক্‌চকে জলের দিকে,—যেন তার এই শেষ দেখা, —মনের গহনে যেন এই চার পাশের ছবির স্মৃতি সে চিরতরে অন্তরের পটে এঁকে নিতে চায়! কী রকম একটা অস্পষ্ট বেদনা ও মনে অনুভব করছে এই ভেবে যে, মুহূর্তগুলির প্রবাহ বয়ে কি-যেন-সব ওর জীবন থেকে খসে-খসে পড়ছে—যা কি না ও কোন কালেই ফিরে পাবে না। যৌবনে পেল না ও তারুণ্যের আনন্দ। যে বিরাট কাজে ও এককালে করেছিল আত্মনিয়োগ, তার থেকেও পায়নি কোন দিন কর্মের দ্যোতনা। তথাপি নিজের শক্তি সম্বন্ধে ছিল ও অত্যন্ত আত্মসচেতন,—সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের পরিচালনা করবার ক্ষমতা ওর আছে—এই ওর বিশ্বাস। এত বড় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে কেন ওর এমন নৈরাশ্য বাদী মনোভাব তা ও কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না।

নদীস্রোতের দিকে তাকিয়ে ও বলল স্বগতঃ, "হয়ত আমি যা' করছি তাই শ্রেষ্ঠ। যতই চেষ্টা করি না কেন মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।" এমন সময় ও দেখল, লালিয়া আসছে। ভাবল—"আঃ,

লালিয়া কী সুখী! প্রজাপতির মত ও জীবনকে উপভোগ করছে! ওর মত যদি পারতাম আমিও!"

"ইউরাই! ইউরাই!"—ডাকতে ডাকতে লালিয়া কাছে এল, দুষ্টুমীর হাসি হেসে একটা গোলাপী খামের চিঠি দিল ইউরাই-এর হাতে।

"কে লিখেছে?"

মুখের ওপর আঙুল নেড়ে লালিয়া জবাব দিল, "শ্রীমতী সিনোচ্কা কার্সাভিনা।"

লালিয়ার হাত থেকে একটি সুগন্ধি গোলাপী খামের চিঠি পেতে ইউরাই ভয়ানক লজ্জিত হ'ল। চিরকালের, সব দেশের বোনদের মতই লালিয়াও ভাই-এর প্রেমের ব্যাপারে সকৌতুক আনন্দ বোধ করত। আঃ, দাদা যদি সীনাকে বিয়ে করে, খুব—খু-ব ভাল হয়।

'বিয়ে'!—চম্‌কে উঠল ইউরাই। ওর চোখের সামনে এক গতানুগতিক জীবনের ছক যেন খুলে গেল। বোনের মারফৎ ওর বান্ধবীর সঙ্গে পূর্বরাগ, চিরাচরিত প্রথায় বিবাহ, সংসার, স্ত্রী, সন্তান,··· বীভৎস পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার।

"কি সব ছাই-ভস্ম বলছ?"—ইউরাই ওকে ধমক দিল।

"বাজে বোকো না।" লালিয়া ন্যাকামীর সুরে বলল। "যদি প্রেমে পড়েই থাক,—কি অন্যায়টা হয়েছে? আমি বুঝতেই পারি না, তুমি কেন যে এমন এক অসাধারণ বীরপুরুষের মুখোস পরে' বেড়াও।"

রেগে দুম্-দুম্ করে লালিয়া বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

থাম খুলে ইউরাই পড়ল:—

"ইউরাই নিকোলাইজেভিচ্,

আপনার যদি সময় হয় এবং আপত্তি না থাকে, একবারটি মঠে আসবেন আজকে? আমার পিসিমা'র সঙ্গে আমি সেখানে যাব।

তিনি দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সারা দিন গীর্জাতেই থাকবেন। বড্ড বিশ্রী আর একলা লাগবে আমার। আর আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবারও আছে। আসবেন যেন। বোধ হয় আপনাকে লেখা আমার উচিত হ'ল না, কিন্তু আপনাকে আশা করব।"

যে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব ওর মাথায় এতক্ষণ গিজ্‌গিজ্‌ করছিল, মুহূর্ত মধ্যেই তা গেল উবে। প্রায়-শারীরিক একটা পুলক ও অনুভব করল। এই নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটি তার মনের গোপন ভালবাসার কথাটি ওর কাছে বিশ্বাস করে প্রকাশ করেছে। আহা! সব কিছুই যেন ত্যাগ স্বীকার ক'রে ওর কাছে আত্মনিবেদন করবার প্রস্তুতি নিয়েই মেয়েটি ওকে চিঠি লিখেছে।

সন্ধ্যার দিকে একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে ও মঠের দিকে গেল; নদীর পারে এসে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে নৌকো নিল। মঠের ঘাটে গিয়ে ও নৌকোর মাঝিকে খুসী হয়ে আধ রুবল বকশিসই দিয়ে দিল।

সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ও মঠের দিকে উঠছে; চত্বরটার কাছাকাছি আসতেই কে যেন পেছন থেকে ওকে ডাকল, "হ্যালো, স্বারোগিশ্‌!"

ফিরে তাকাল ও। শ্যাফ্‌রফ, স্যানিন, আইভানফ্‌ ও পীটর, মহা উল্লাসে চত্বর পেরিয়ে আসছে। ওদের উল্লসিত কলরবে সত্যিই মঠের গাম্ভীর্য যেন ব্যাহত হচ্ছিল; ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দু'-চার জন সন্ন্যাসী ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেনও।

"আমরাও এসেছি," বলল শ্যাফ্‌রফ ওর দিকে এগোতে এগোতে।

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"—বিরক্ত সুরে বিড়-বিড় করে বলল ইউরাই।

"আসুন না আমাদের সঙ্গে"—শ্যাফরফ বলল।

"না, ধন্যবাদ, আমি একটু ব্যস্ত আছি।" অধৈর্য হয়ে জবাব দিল ইউরাই।

"ও কিছু না! আমি জানি আপনি ঠিক আসবেন।" বলেই আইভানফ্ ওকে ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রেগে গিয়ে ইউরাই বলল, "না, না, তা হয় না।" আইভানফ্-এর এ রকম চাষাড়ে আপ্যায়ন ওর ভাল লাগল না। বলল, "আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।"

ওর রাগত ভাব আইভানফ্ লক্ষ্য করল না! তবে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "অল রাইট্! আপনার জন্ম অপেক্ষা করব আমরা। মনে থাকে যেন।"

হৈ-হল্লা করতে করতেই ওরা বিদায় নিল।

ওরা চলে যেতেই মঠের চত্বরটায় আবার নেমে এল নিস্তব্ধ প্রশান্তি। গীর্জার দিকে পা বাড়াতেই ও দেখতে পেল—একটা থামের পাশে সীনা দাঁড়িয়ে আছে। একটি ধূসর রঙের জ্যাকেট এবং খড়ের টুপিতে ওকে অনেক কম-বয়সী স্কুলের ছাত্রী বলে মনে হচ্ছে। ইউরাইকে দেখতে পেয়েই ও যেন কেমন ব্রীড়ানত হয়ে পড়ল।

সকালের মনোভাব মনে পড়তেই ইউরাই ভাবল, 'তা'হলে সত্যিই সুখী হওয়া যায়?' কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভবপর? মৃত্যু এবং জীবনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে আমার যা মনোভাব তা পাকা বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত; তবু এ কথাও স্বীকার করা যেতে পারে যে, কোন কোন সময়ে মানুষ সুখীও হতে পারে।"

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে সীনা বলল, "বাইরে আসুন।"

নীরবে ওরা দু'জনে পাশাপাশি হয়ে গীর্জা থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

নদীটা যেখানে পাহাড়ের পাড় ঘেঁসে বয়ে চলছিল, ওরা দু'জনে গিয়ে সেখানে বসল। কার্পেটের মত ঘাস যেখানে কোমল আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীর ধূলি আর মাটি,—পাশাপাশি মাটিতে হেলান

দিয়ে ওরা পরস্পরকে চুম্বন করল;—কোন ভূমিকার কোন কথার উপক্রমণিকার প্রয়োজন হল না ওদের।

নিঃশব্দে ইউরাই ওকে দুই বাহুর ভেতর জড়িয়ে ধরল; কুমারী মেয়ের ভীরু হৃদপিণ্ড দ্রুত কম্পিত হয়ে উঠল। মৃদু স্বরে সীনা বলল, "আপনি আমাকে ভালবাসেন?"

যেন বনের রোমাঞ্চের বাণী ওর কথার সুরে আভাষ মাখিয়ে দিয়েছে।

নিজেই নিজেকে আশ্চর্য ক'রে ইউরাই শুধোল, "এ আমি কী করছি?" এক লহমার ভেতর ইউরাই-এর কাছে সব বিস্বাদ হয়ে গেল, বারিসিক্ত শীতের ঘোলাটে দিনের মত বিবর্ণ হয়ে উঠল সব। আনিমীল নয়নে সীনা ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। কী রকম একটা লজ্জা বোধ করল,—কুঁচকে সরে এল ইউরাই আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে। পরস্পরবিরোধী অজস্র ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইউরাই তখন অভিভূত। ও আবার সীনাকে আদর করবার অভিপ্রায়ে জড়িয়ে ধরতে গেল, কিন্তু এবার সীনা বাধা দিল। আহত ভীত একটা পশুর মত সীনার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ইউরাই আর চেষ্টা করল না ওকে আলিঙ্গন করতে।

অসহ নীরবতা। হঠাৎ ইউরাই বলে উঠল, মাপ করুন আমাকে··· আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছি।"

দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝতে পারলে ইউরাই, সীনাকে এ কথা বলা ঠিক হয়নি। এ কথায় ও আঘাত পেয়েছে হয়ত। বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে কতগুলি অবান্তর মামুলী ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপের ভাষা,—ও নিজেই জানে এ-সব কথার কোন মানে হয় না। সীনার কাছ থেকে এখন পালাতে পারলে যেন ও বেঁচে যায়। পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

সীনা ইউরাই-এর মনোভাব বুঝল। ও বলল, "আমার···ফিরে যাওয়া উচিত···"

ওরা উঠে দাঁড়াল। ইউরাই একবার ওর মানসিক উত্তেজনা ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা ক'রে সীনাকে দুর্বল ভাবে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সীনা বুঝল এ আকুতি মূল্যহীন ; ইউরাই-এর চেয়ে নিজের মনের জোর বেশি বলে উপলব্ধি করল। নিজের থেকেই ইউরাইকে সবলে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন দিল ওর ঠোঁটে। বলল, "গুড বাই ! কালকে আসবেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে !"

নীচে নেমে আসতে আসতে আপন মনে বল্ল ইউরাই—'একটি নিষ্পাপ মেয়েকে নষ্ট করা কি আমার মানায়? আর পাঁচ জন যা করে, আমিও কি তাই করব ! ভগবান ওর মঙ্গল করুন। বড় অন্যায় হত কিন্তু···কী বিশ্রী ব্যাপার···পশুর মত—কোন কথা না বলে···কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই···!' কিছু সময় আগে যে চিন্তাটাই ওর কাছে সুখকর ছিল, এখন হয়ে উঠল তা ন্যক্কারজনক। ও মনে-মনে অনুভব করল একটা চরম অতৃপ্তি এবং লজ্জা। ওর হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন ওর কোন নিজস্ব সত্তাই নেই—এমনই অবসন্ন বোধ করল নিজেকে।

ক্ষোভের সঙ্গেই প্রশ্ন করল নিজেকে—'আমার কি বেঁচে থাকবার সত্যিই কোন ক্ষমতা আছে?'

ছাব্বিশ

একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ছাদের একটা কোণের দিকে দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, শহর থেকে সাতটি যুবক এসেছেন—তাঁরা ওদিকেই আছেন।"

ও এগিয়ে যেতে-যেতে শুনতে পেল, শ্চাফ্‌বফ বল্‌ছে, "জীবন হচ্ছে এমন একটা রোগ যা কি না নিরাময়যোগ্য নয়।"

"আর তুমি হচ্ছ একটি চিকিৎসার অযোগ্য গোমূর্খ।"—প্রতিবাদ ক'রে আইভানফ্‌ বল্‌ল, "তোমার এই কথার মার-প্যাঁচটা থামাও তো বাপু!"

এদের কাছে আসতেই ইউরাই এক প্রগল্‌ভ সরব অভ্যর্থনা পেল।

শ্চাফ্‌রফ্‌-এর খুসীটাই বেশি প্রকট হয়ে উঠল। ইউরাইকে ধরে লাফাতে লাফাতে বলল, "এ আমি ভাবতেই পারিনি···ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,···এক লাখ ধন্যবাদ!"

ইউরাই গিয়ে শ্চানিন এবং পীটরের মাঝখানে বসল। স্বল্পালোকিত মঠের ছাদ থেকেও আকাশের তারাগুলিকে পরিষ্কার জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে দেখা যাচ্ছে। দূরের পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট। বন থেকে পতঙ্গ উড়ে আস্‌ছিল; একটা পোকা ওদের সামনে জ্বালিয়ে-রাখা মোমবাতির শিখার চার দিকে উড়ছিল। ইউরাই এর মনে হল: 'আমরাও তো ঐ রকমই দীপশিখার মত উজ্জ্বল এক-একটা আইডিয়ার চার পাশে ঘুরছি, আমাদেরও পরিশেষ তো ওদেরই মত! আমরা ভাবি পৃথিবীর মর্মবাণী বুঝি ঐ এক-একটা উজ্জ্বল আইডিয়াতেই

আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু আদতে ওগুলো আমাদের নিজেদের উষ্ণ মগজেরই বিকৃতি ছাড়া আর কিছু না।'

সহৃদয় ভাবে একটা ভড্‌কার বোতল এগিয়ে দিয়ে স্থানিন ওকে পান করতে অনুরোধ করল।

খেল বটে, কিন্তু ইউরাই-এর চিন্তার জট ক্রমশঃই আরও বেশি করে জড়িয়ে যেতে লাগল। মৃত্যুই হ'ক্‌, আর সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসনই হ'ক, কিছুই যায়-আসে না,—ভাবল ইউরাই,—মোদ্দা কথা এই যে আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু যাব কোথায়? যেখানেই যাই না কেন, নিজের কাছ থেকে পালাতে তো পারব না! জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে শান্তি কখনই আসে না,—তা এখানকার এই গর্তেই থাকো আর সেণ্ট্‌-পীটারস্‌বার্গেই থাকো।'

শ্বাফ্‌রফ্‌ চেঁচিয়ে বল্‌ল, "আমি এইটে বুঝি যে, একক ক'রে বিচার করে দেখলে মনে হবে,—মানুষের কোন মানেই হয় না।...ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের দাম নেই কিছুই। শুধু তাদেরই যা-কিছু অবদান পৃথিবীকে শক্তিশালী করেছে যা'রা জনগণের উর্দ্ধে থেকে অথচ সংস্পর্শরহিত না হয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ না ক'রে থাকতে পারে—তারাই যা-কিছু সামর্থ্যের অধিকারী; তাদের বুর্জোয়াই বলুন আর যাই বলুন।"

মারমুখো হয়ে আইভানফ্‌ বলে উঠল, "এই শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায় কি ভাবে শুনি। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে? খুব সম্ভব তাই! কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সুখ-সমৃদ্ধির লড়াইতে জনসাধারণ কি ভাবে তাদের সাহায্য করবে?"

"তুমি অতিমানব হতে পার, তোমার সুখ-সমৃদ্ধির ধারণা হয় তো আলাদা কিছু। কিন্তু আমরা যারা জনসাধারণ,—আমরা মনে করি,

আমাদের মত অন্যান্যের সুখ-সুবিধার জন্য লড়াই-এর মধ্যে আমাদের নিজেদেরও মঙ্গল নিহিত আছে। যে আইডিয়া নিয়ে আমরা লড়াই করছি, তার জয়ের মধ্যে দিয়েই আমাদের ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত মংগল পরিস্ফুট হবে।"

"আর যদি সেই আইডিয়া একটা ভুল আইডিয়া হয়?"

"তাতে কিছুই যায়-আসে না। বিশ্বাসই সব কিছু।"

"বাঃ!"—ব্যঙ্গের সুরে আইভানফ্ বলল, "প্রত্যেকেই মনে করে যে, তার নিজের কাজটাই পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের তুলনায় সব চেয়ে মূল্যবান। এমন কি, মেয়েদের পোষাক বানায় যে দরজী,—সেও তাই ভাবে। তুমিও সে কথা বেশ জান; মনে হচ্ছে ভুলে গেছ। তাই, বন্ধু হে, তোমাকে সেই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

ইউরাই বল্‌ল, "তা হলে আপনার মতে কিসে সুখ শান্তি হতে পারে?

"নিশ্চয়ই অনবিচ্ছিন্ন দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ এবং এমন সব প্রশ্নের ভেতর নেই,—যেমন, 'এই যে আমি হাঁচলাম বা কাস্‌লাম, তা কি ভাল হ'ল —আমার কর্তব্য কি এই হাঁচি বা কাসির ভেতর দিয়ে কিছুটা করা গেল?'—"

"কিন্তু জীবনের একটা প্রোগ্রাম থাকা চাই তো!"

"সত্যিই কি তার কোন দরকার আছে? আমার খুসী হ'ল—ক্ষমতা আছে,—যা-হয় একটা কিছু করলাম। ঐ আমার প্রোগ্রাম!"

"আহা-হা, কী আশ্চর্য প্রোগ্রাম।"—রেগে গিয়ে শ্যাফ্‌রফ্ বলল।

আলোচনা ক্ষান্ত রেখে সবাই মিলে নীরবে ভড্‌কা পান করতে লাগল।

ইউরাই স্থানিন-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ কা'কে বলে তাই নিয়ে ওর নিজের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। শ্যাফরুফ্ ওকে ভক্তি করত, সে গরুড়ের মত ওর দিকে তাকিয়ে রইল। আইভানফ্ ওর দিকে পেছন ফিরে মন্তব্য প্রকাশ করল, "ঢের শুনেছি ও কথা।"

স্থানিন আলস্য ভরে বলল, "থামুন থামুন! বিশ্রী লাগছে না আপনার? নিজের মতামত গঠন করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কি বলেন?"

ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্থানিন চত্বরের দিকে বেরিয়ে গেল। নেশায় এবং আলোচনা শুনে-শুনে ওর শরীর গরম হয়ে উঠেছিল; বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভারী আরাম বোধ করল ও।

একটি ছোট ছেলে এগিয়ে এল ওর কাছে।

"কি চাই?"—জিজ্ঞাসা করল স্থানিন।

"মাদাম কার্সাভিনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,—সেই যে স্কুল-টিচার!"—ছেলেটি বলল।

"কেন রে?"

"একটা চিঠি এনেছি, ওঁকে দিতে হবে।"

"ওহো,—কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। দেখ তো গীর্জায় আছে না কি?"

ছেলেটা গীর্জার দিকে এগিয়ে গেল। স্থানিন নিঃশব্দে ওর পেছন-পেছন চলল।

গীর্জার পাশে যেখানে সারি-সারি ঘর রয়েছে দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছুদের ও তীর্থযাত্রীদের থাকবার জন্য, সীনা ও তার পিসী এরই একটা ঘরে উঠেছিল।

স্তানিন দূর থেকে ঘরের আলোয় দেখল সীনাকে। পরিধানে রাত্রিবাস, মৃদু আলো ওর গ্রীবাদেশে প্রতিফলিত। আপন চিন্তায় আত্মনিমগ্না, চোখের পাতা যেন কোন আবেশে কেঁপে উঠছে! স্তানিন মুগ্ধ হয়ে তাকাল ওর দিকে।

দরজায় করাঘাত হতেই সীনা এগিয়ে এল। ছেলেটা খুঁজে পেতে গিয়ে হাজির হয়েছিল শেষ অবধি। চিঠিখানা ওর হাতে দিল।

ভুবোভার চিঠি:

"সম্ভবপর হলে আজই সন্ধ্যায় ফিরে এস। স্কুল পরিদর্শক এসে গিয়েছে, কালই সকালে পরিদর্শন কাজ হবে। তোমার অনুপস্থিতি ভাল দেখাবে না।"

সীনার বৃদ্ধা পিসীমা শুধোলেন, "কিরে?"

"ওলগা ফিরে যেতে লিখেছে। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন।"—চিন্তান্বিত ভাবে সীনা বলল।

হাঁটু-ভরতি কাদা মেখে ছেলেটা উস্‌খুস করছিল, বলল, "আপনাকে নিশ্চয় করে যেতে বলে দিয়েছেন।"

"যাচ্ছ না কি?"—পিসীমা প্রশ্ন করলেন।

"কি ক'রে যাব? একলা, এই অন্ধকারে!"

"চাঁদ উঠে গেছে"—ছেলেটি জানাল,—"বাইরে বেশ আলো হয়েছে।"

ইতস্ততঃ ক'রে সীনা বলল, "যেতেই হবে।"

"যা বাছা যা, নইলে শেষটায় যদি কোন গোলমাল হয়।"

"চলি তা হলে পিসীমা।"

চটপট করে জামা-কাপড় পরে সীনা পিসীমা'র কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হল। ছেলেটাকে শুধাল "তুইও যাবি তো?"

"না, আমি মা'র কাছে থাকব বলে এসেছি, মা এখানেই সাধুদের কাপড়-জামা ধোয় যে।"

"তা হলে, বাচ্চু, কি করে একলা যাব বল তো?"

"অল রাইট! আমিই যাচ্ছি, পৌঁছে দেব"—ছোট বীরপুরুষ আশ্বাস দিল।

মাটির, বনের, ফুলের, পাকা ফলের, গন্ধভারে মন্থর হাওয়ার মাঝখানে, তারার চাঁদোয়ার নীচে এসে সীনা দাঁড়াল।

চমকে উঠল হঠাৎ কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।

"আমি"—হেসে জানাল স্থানিন।

কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিয়ে সীনা করমর্দন করল ওর সঙ্গে।

"এত অন্ধকার,—আমি দেখতেই পাইনি।"—সীনা কুণ্ঠিত ভাবে বলল।

"কোথায় চলেছেন?"

"শহরে। আমাকে ফিরে যাবার জন্য লিখেছে।"

"সে কি, একা?"

"না, এই বাচ্চু আমার দেহরক্ষী হয়ে চলেছে।"

"দেহরক্ষী। হা-হা—" স্থানিন ও বাচ্চা ছেলেটা—দু'জনেই হেসে উঠল।

"আপনি এখানে কি করছেন?"—সীনার প্রশ্ন।

"আমরা ভড়্‌কা খাচ্ছিলাম।"

"আপনারা?—"

"এই আমি, শ্যাফরফ্‌, স্বারোগিশ্‌, আইভানফ্‌……"

"ওঃ, ইউরাই নিকোলাইভিচ্‌ও আপনাদের সঙ্গে আছেন বুঝি?" —প্রশ্ন করেই ও আরক্তিম হয়ে উঠল। প্রেমাস্পদের নাম উচ্চারণ করতেই কি রকম একটা শিহরণ সর্বশরীরে অনুভব করল।

"কেন জিজ্ঞাসা করলেন ?"

"না, এই,—ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না।" লজ্জায় আরও যেন নুইয়ে পড়ল সীনা।

"আপনি যদি বলেন, তা'হলে আপনাকে নৌকোয় ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসি। তা নইলে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে আপনাকে।" —স্তানিন প্রস্তাব করল।

"না, না, তার দরকার নেই।"

"হাঁ, তাই ভাল হবে; নদীর পারে বড্ড কাদা।"—ছেলেটা জানাল।

সেই ভাল। তা'হলে তুমি তোমার মা'র কাছে যেতে পার।"

"ওপারে একলা মাঠ পেরোতে আপনার ভয় করবে না তো ?" —ছেলেটা বলল।

"আমি শহর অবধিই আপনাকে পৌঁছে দেব।"—স্তানিন জানাল।

"আপনার বন্ধুরা কি বলবে ?"

"কি বলবে ? সকাল অবধি ওরা থাকবে এখানে। তা' ছাড়া, ওদের সঙ্গ আমার বিরক্তিকর লাগছে।"

"আপনার দয়া ! যা রে বাচ্চু, তুই যেতে পারিস।"

"গুড নাইট্ মিস্—" বাচ্চাটা চলে গেল।

"আমার হাত ধরুন,—স্তানিন বলল, "নইলে পড়ে যেতে পারেন।"

সীনা ওর হাত ধরল। ইস্পাতের মত শক্ত ওর পেশীগুলি।

অন্ধকারে বন পেরিয়ে ওরা নদীর পাড়ে পৌঁছাল।

"কি অন্ধকার !"

"তাতে কি?"—কানে-কানে বলল স্ট্যানিন। "রাত্রেই বন দেখতে আমার ভাল লাগে। আপন-আপন মুখোস খুলে ফেলে এই সময়েই মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে, রমণীয় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আশ্চর্য!"

পায়ের তলাকার বালুমাটী সরে-সরে যাচ্ছিল বলে পা ঠিক রাখা সীনার পক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। এই অন্ধকার এবং এই কমনীয় সুস্থ শক্তিমান পুরুষটির সান্নিধ্য সীনার মনে এক অভূতপূর্ব রম্য ভাবের সঞ্চার করছিল।

পাহাড়ের তলায় অন্ধকার একটু হালকা। নদীর ওপর চাঁদের আবছা আলো। মৃদু-মন্থর হাওয়ায় ছোট-ছোট ঢেউ উঠছে।

"কৈ আপনার নৌকো?"

"ঐ যে"

সাতাশ

স্তানিন বস্‌ল দাঁড় ধরে, হালে গিয়ে বস্‌ল সীনা।

"আমাকে দাঁড় বাইতে দিন। দাঁড় বাইতে আমার ভাল লাগে।"

"বেশ! তাহ'লে বসুন এসে এখানে।"—নৌকোর মাঝখানটায় স্তানিন দাঁড়াল।

প্রায় বুকের পাশ ঘেঁসে যাবার সময় সীনার সুঠাম দেহের স্পর্শ পেল স্তানিন।

নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলল নৌকা। স্বল্পালোকিত নদীর জল, দাঁড়ের শব্দ, সীনার পীনোন্নত বক্ষদেশ,...স্তানিন-এর মনে হ'ল ওরা যেন কোন্ পরীরাজ্যের দিকে চলেছে।

"কী সুন্দর রাত!"—সীনার কণ্ঠে ভাবাবেগ।

"সুন্দর! নয় কি?"—নীচু স্বরে স্তানিন বলল।

খিল্‌-খিল্ ক'রে হেসে উঠল সীনা; বলল, "কেন, জানি না, ইচ্ছা করছে মাথার টুপীটা জলে ছুঁড়ে ফেলি, আর চুল দিই এলো ক'রে ছড়িয়ে।"

মৃদু স্বরে স্তানিন বলল, "তাই করুন না—"

ওর মন যে কী খুসীই হয়েছে, তা কি স্তানিন জানে?—ভাবল সীনা। বলল, "আপনি ইউরাই নিকোলাইজেভিচ্‌কে অনেক দিন ধরেই চেনেন, নয় কি?"

"না,"—স্তানিন পাল্টা শুধোল, "কেন বলুন তো!"

"এই এমনিই! উনি খুব চালাক আর বুদ্ধিমান,—তাই নয় কি?"

ছেলেমানুষের মত ওর প্রশ্নের ধরণ।

স্ত্যানিন-এর হাসি ওর সর্বাঙ্গে যেন ছড়িয়ে পড়ল। স্ত্যানিন বলল, "হ্যাঁ—"

ভারী লজ্জা পেল সীনা। বলল, "সত্যিই উনি খুব বুদ্ধিমান।... কিন্তু বড় অ-খুসী বলে বোধ হয়।"

"খুব সম্ভব। অ-খুসী নিশ্চয়ই। ওর জন্য কি আপনার দুঃখ হয়?"

ন্যাকামী ক'রে বলল সীনা, "দুঃখ হয় বই কি!"

"দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।" স্ত্যানিন বলে চলল, "কিন্তু ও সত্যিই যা,—আপনি 'অ-খুসী' এই বিশেষণে তো তা বলতে চাইছেন না! আপনি বলতে চান যে, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাবান কোন লোক যেন আধ্যাত্মিক দিক থেকে অসুখী না হয়েও তার নিজের প্রতিটি কাজ ও ভাবকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে-দেখেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। এই অনবরত আত্মবিশ্লেষণের জন্যই, আপনি তাকে সম্ভ্রমের আসনে বসিয়েছেন, তাকে দিয়েছেন অন্য সকলের চেয়ে উঁচুতে আসন।"

"তাই তো বটে!"—সীনা বলল।

স্ত্যানিন-এর অনন্য প্রতিভার কথা ও অন্যদের কাছে শুনেছিল। ওর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি-দীপ্তির সামনে এতটা কথা বলতে পেরে সীনা অস্বস্তি বোধ করছিল।

স্ত্যানিন হেসে বলল, "একদিন ছিল, যখন মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডীর পরিধিতে পশুর মত বাস করত; নিজের কৃতকর্মের জন্য কোন দায় বোধ করত না। এর পরে এল বিচার-বুদ্ধির যুগ,—যে যুগের সূত্রপাত থেকেই মানুষ নিজের রুচি, প্রয়োজন এবং কামনা ভাবনাকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে সুরু করল। এই যুগের শেষ বংশধর হচ্ছে এই ইউরাই। যে যুগের আবহাওয়া ওর অস্তিত্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, সে যুগ চলে গিয়েছে—তা আর কোন দিন ফিরবে না। বিষের মত ছড়িয়ে রয়েছে ওর শিরায় উপশিরায় সে-যুগের আরক। ও কি নিজের জীবন ভোগ

করছে? প্রতি কাজে প্রতি চিন্তায় ও অনবরত প্রশ্ন ক'রে চলেছে, 'এটা কি ভাল করলাম?' 'এটা কি অন্যায় করলাম?'—নিজের কাছেই ও নিজে বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কার্যকলাপেও ও নিশ্চিন্ত নয়; অন্য সবার সঙ্গে হাত মেলাতেও ওর দ্বিধা, রাজনীতির থেকে সরে দাঁড়ানও ও অসম্মানকর বলে মনে করে। ও একলাই নয়, ওর মত আরও অনেকে আছে। ওর অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তার জন্যই ওকে অদ্ভুত এবং একক বলে মনে হয়।"

ভয়ে-ভয়ে বলল সীনা, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। ও যা নয়, আপনি যেন তারই জন্য ওকে দোষ দিচ্ছেন। জীবন থেকে যদি সান্ত্বনা না পাওয়া যায়, তা হলে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তো তাকে থাকতে হবে।"

"জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।"—স্যানিন জবাব দিল, "মহামানবের ও তো একটি অণুমাত্র। হয় তো ও অখুসী। কিন্তু ওর মনের অশান্তি তো ওর নিজেরই মধ্যে। নিজের প্রয়োজনের খোরাক ও জীবন থেকে সংগ্রহ করতে পারে না, অথবা সংগ্রহ করবার সাহস নেই ওর। কতকগুলো লোক আছে যারা কারাগারেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে ভালবাসে; খাঁচার পাখী যেমন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও আবার উড়ে ফিরে আসে খাঁচায়,—এদের দশাও তাই।···শরীর এবং আত্মা একটি সুসম যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলে, একমাত্র মৃত্যু এসে এই যোগাযোগকে ক'রে দেয় বিপর্যস্ত। আমরাই, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-বোধের অসঙ্গতির দ্বারা এই সুসম যোগাযোগকে ব্যাহত ক'রে থাকি। শরীরের আনন্দকে আমরা পাশব আনন্দ বলে অভিহিত করেছি; আমরা তার বিকাশে লজ্জা পাই। যাদের প্রকৃতি দুর্বল তারা এটা লক্ষ্য করে না,—শৃঙ্খলে বাঁধা হয়েই সারাটা জীবন তারা কাটিয়ে দেয়। আর যারা জীবন সম্বন্ধে একটা সুস্থ মনোভাব পোষণ করে—তাদের মধ্য

থেকেই বেরিয়ে আসে তথাকথিত শহীদের দল। অবরুদ্ধ শক্তি চায় প্রকাশের সুযোগ। শরীর কাঁদতে থাকে আনন্দের জন্য, নিজের ক্লীবতায় নিজেই দেয় নিজেকে কষ্ট। বেসুর এবং অব্যবস্থিততা নিয়েই কাটে তাদের সমস্ত জীবন; নতুন নতুন নৈতিক অনুশাসনকে এরা মজ্জমান লোকের খড়ের টুক্‌রোকে অবলম্বন করবার মতই জড়িয়ে ধরে, ফলে হয় এই যে, শেষ অবধি এরা কিছু ভাবতেও ভয় পায়, বাঁচার মত ক'রে বাঁচতেও ভয় পায়।"

এক পাল নূতন চিন্তা যেন সীনাকে আক্রমণ করল। চার পাশের নিস্তব্ধ রাত্রির পরিবেশ থেকে,—বন, নদী, চাঁদের আলো, সব থেকেই,—যেন ও নূতন ক'রে জীবনের খোরাক পেল।

স্যানিন বলে চলল, "এক সোনালী দিনের স্বপ্ন আমার চোখে।—যেদিন মানুষের আনন্দ সংগ্রহের পথে থাকবে না কোন অন্তরায়, যখন নির্ভীক স্বাধীন মানুষ গ্রহণ করবার উপযোগী সব আনন্দকেই করবে আয়ত্ত।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভবপর?—বর্বর যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে?"

"না। বর্বর যুগের মানুষ বাস করত বড় পশুর মত, বড় কষ্টে। মনের ওপরে ছিল তখন শরীরের তাগিদ। সে সময়কার জীবনের পটভূমিকায় ছিল না কোন অর্থ বা তেজ। মানব-সভ্যতা তো বৃথাই যুগ-যুগান্তের চক্রবাল পেরিয়ে আসেনি! অজস্র নূতন ঘটনা সংস্থানের দ্বারা এই সভ্যতা, স্থূল চিন্তা, স্থূল কর্ম এবং অজ্ঞেয়বাদের সম্ভাবনাকে করেছে তিরোহিত।"

"কিন্তু প্রেম? তাকি আমাদের দেয় না কোন দায়বোধ?"—চট্ ক'রে সীনা প্রশ্ন করল।

"না। প্রেম যদি এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তা'হলে

বুঝতে হবে তা হয়েছে শুধু ঈর্ষার ফলেই। ঈর্ষা আসে প্রভুত্ব ও দাস-মনোভাবের প্রাবল্যের জন্যই। যে কোন নামই দিন না কেন, দাসত্ববোধ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে থাকে। ভয়হীন, কুণ্ঠাহীন, বন্ধনহীন জীবন-বিলাস হচ্ছে প্রেমের অবদান। তারই ফলে হয়ে ওঠে প্রেম মহত্তর, আর মূল্যবান, অধিকতর মনোরম এবং দেশকালপাত্রভেদে বৈচিত্র্যময়।"

সীনা তাকাল স্যানিন-এর দিকে। সুদর্শন, প্রাণবান, সুগঠন দেহ। ভাবল: "কী সুন্দর দেখতে ওকে!" মুগ্ধ হ'ল সীনা। নিজের চিন্তায় হাসিতে উদ্ভাসিত হ'ল ওর মুখ।

স্যানিন নিশ্চয়ই ওর মনোভাব বুঝতে পেরে থাকবে। ওর নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে এল।

হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল।

"কি হ'ল?"—সীনা চমকে উঠল।

"কিছু না। আমি শুধু…"

সীনাও উঠে দাঁড়িয়ে গলুইয়ের দিকে পা বাড়াল।

নৌকাটা প্রবলবেগে দুলে উঠল। ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে সীনা টলে পড়ে যাচ্ছিল স্যানিন হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল।

যেটুকু সময় দরকার, তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কি সীনা ওর বক্ষ-সংলগ্ন হয়ে রইল?

স্যানিন ওকে চেপে ধরে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিল।

"কি করছেন আপনি?…ছেড়ে দিন! দোহাই আপনার…" ক্ষীণ স্বরে সীনা বাধা দিতে গেল।

তারাময়ী রাত্রি প্রতিরোধের শেষ শক্তিটুকু ওর দেহ থেকে নিঃশেষ ক'রে দিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গেল অবশ হয়ে। অপরের ইচ্ছার কাছে সীনা পরাজয় মানল।

আটাশ

আত্মস্থ হয়ে উঠে সীনা তাকাতেই দেখল নদীর জলে চাঁদের আলো আগের মতই ঝলমল্ করছে ; ওর মুখের ওপর নত হয়ে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে স্যানিন। ওর হাত দুটো সীনার দেহ বেষ্টন করে রয়েছে।

স্যানিন-এর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত না করেই ও পড়ে রইল ; ধীরে-ধীরে ওর চোখ ভরে এল অশ্রু।—যা আর ফিরিয়ে পাবে না কোন দিন, তার জন্যই ওর এই কান্না। নিজের প্রতি আতঙ্ক ও ভয়, এবং স্যানিন-এর জন্য মমতা,—সব মিলে ওর চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দিল। স্যানিন ওকে তুলে ধরে বসিয়ে দিয়ে ওর ঘাড়ে চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিচ্ছিল, সীনা যেন স্বপ্নের ও-পার থেকে স্যানিন-এর স্পর্শ পাচ্ছিল।

"এ কি করলাম ?"—প্রশ্ন করল নিজেকে। স্যানিন্-এর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "কি করব আমি এখন ?"

"দেখা যাক্।"—বলল স্যানিন।

স্যানিন-এর কাছে থেকে ও সরে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশ থেকে ও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

এর পরে এই শক্তিমান পুরুষ—যে এক মুহূর্তের মধ্যেই ওর নিবিড় আত্মীয় হয়ে উঠেছে, সে ওকে নিয়ে কী করবে—পুরুষের সম্পর্কে যে শারীরিক কৌতূহল মেয়েদের হয়ে থাকে, তাই অনুভব করেই রোমাঞ্চিত পুলকে সীনা নিজেকে প্রশ্ন করল।

তারপর স্যানিন যখন গিয়ে হাল ধরল, সীনা নিজের থেকেই গিয়ে "ওর কোল ঘেঁষে ওর গায়ে হেলান দিয়ে বসল ; বুকের দু'পাশে

স্তানিন-এর পেশীবহুল হাত ওঠা-নামা করছিল দাঁড় বাইবার তালে-তালে।

পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে যখন শহরের কাছে মাঠের ও-পাশে ওদের নৌকা এসে ভিড়ল।

"পৌঁছে দেব আপনাকে ?"—নরম স্বরে স্তানিন জিজ্ঞাসা করল।

"না, আমি একাই যাব।"

স্তানিন ওকে আড়কোলা করে তুলে তীরে নিয়ে এল। মেয়েটিকে বেশ লাগছে ওর, এজন্য সীনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মনে-মনে। "কী সুন্দর তুমি!"—স্তানিন ওকে আবার জড়িয়ে ধরল; দু'জোড়া অধরোষ্ঠ এসে মিশল এক দীর্ঘ চুম্বনে।

"এবার যাই!"—বলল সীনা।

"আমার ওপর রাগ ক'রনা লক্ষ্মীটি।"—স্তানিন বলল।

সীনার চলে যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল স্তানিন। একটা বাঁকে মোড় ফিরবার পর আর যখন সীনাকে দেখা গেল না, স্তানিন গিয়ে উঠল নৌকায়। মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ও দাঁড়াল। আনন্দের এক প্রাণ-খোলা ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে।

সকালের আলোয় তা'র প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল নদীর জলে, উচ্চ তীরভূমিতে, নদীর দু'পাশের ছায়ানিবিড় বনে।

উনত্রিশ

ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন সীনার চোখের কোণায়। ডুবোভা শঙ্কিত হয়ে ওকে কারণ জিজ্ঞাসা করল।

কুমারী মেয়ে যখন এক রাত্রিতেই নারী হয়ে ওঠে, প্রথম মিথ্যা-ভাষণের দ্বারা এই রূপান্তর হয় ঘোষিত।

সীনা বলল, "গত রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারিনি ওখানে।"

সকালবেলার আহার শেষ করে সীনা চেয়ারে বসে ভাবছিল নিজের কথা। স্খলিত-কৌমার্যের কথা ভেবে ওর আর অনুতাপের পরিসীমা ছিল না; যে বড়-মুখ নিয়ে ও এতদিন সবাইএর সঙ্গে কথাবার্তা বলত সেই বড়-মুখ আর ওর রইল না!

উচ্ছ্বাসের প্রথম পর্ব কেটে যাবার পর কিছুটা সুস্থির হ'ল ও। যা হবার তো হয়েই গেছে! আর বেঁচে থেকে লাভ কি!

ও লক্ষ্য করেনি কখন স্তানিন ওদের ঘরে এসে ঢুকেছে।

"সুপ্রভাত!"—হাত বাড়িয়ে দিল স্তানিন।

প্রত্যাভিবাদন করল সীনা।

স্তানিন বলল, "বাইরে বাগানে চলুন, একটু কথা বলব।"

যন্ত্রচালিতবৎ সীনা বেরিয়ে এল।

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল। নিজের হাতের মুঠোয় চাঁপার কলির মত সীনার হাতের আঙুলগুলো ধরে, বলতে শুরু করল স্তানিন:

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনি পছন্দ করছেন কি না; হয়ত মনে করছেন

কালকে রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু না এসে তো পারলাম না। আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি, যেন আপনি আমায় নিতান্ত ঘৃণা এবং অবহেলা না করেন। বলুন…আমি আর কি করতে পারতাম? কি ক'রে নিজেকে সংবরণ করতাম? একটা মুহূর্তে মনে হ'ল আমাদের দু'জনের ভিতরের বাধা সব সরে গেছে; আর সেই মুহূর্তটি যদি ফস্‌কে যেতে দিতাম, আর কোন দিনই তা ফিরে পেতাম না। কী সুন্দর আপনি, আপনার তারুণ্য কী কমনীয়…"

বোবা হয়ে গেল সীনা। কান দুটো হয়ে উঠল লজ্জারুণ; দীর্ঘায়ত আঁখিপল্লব দ্রুত আন্দোলিত হয়ে উঠল।

"আজকে আপনাকে বড্ড মন-মরা দেখাচ্ছে, অথচ কালকে কী সুন্দরই না হয়ে উঠেছিল সব।" স্যানিন বলল, "মানুষ নিজের সুখের দাম স্থির করেছে বলেই না দুঃখও রয়ে গিয়েছে। যদি আমাদের বেঁচে থাকবার ধরণ-ধারণ অন্য রকম হ'ত, তাহলে কালকের রাত আমাদের জীবনে চিরকালের জন্য অপূর্ব এবং অমূল্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে পারত।"

"হাঁ, যদি…" সীনা বলল যন্ত্রবৎ। খুসীর আভায় ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল,—কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। পর-মুহূর্তেই, ওর চোখের সামনে যেন ও দেখতে পেল ওর সারা ভবিষ্যত—ক্ষোভ ও লজ্জায় কলঙ্কিত। এমন একটা ভয়াবহ ছবি ওর চোখে ভেসে উঠতেই সমস্ত শরীর ওর ঘৃণায় রী-রী করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে, তীব্র স্বরে ও বলে উঠল, "যান চলে! রেহাই দিন আমায়!"

স্যানিন অনুকম্পা বোধ করল ওর জন্য। একবার ভাবল ওকে বলি: চলে এস আমার কাছে, আমিই তোমাকে আড়াল করে রাখব দুর্নাম আর অপবাদ থেকে। কিন্তু এ পন্থাটা বড় খেলো। তাই নিজের

মনে বলল স্ত্যানিন, 'কী করা যায়! জীবনের প্রবাহ যে-পথে চলবার সে পথেই চলুক।' মুখে বলল, "আমি জানি, আপনি ইউরাই স্বারোগিশ্-এর প্রেমে পড়েছেন। বোধ হয় সেই জন্যই আপনি এতটা বিচলিত হয়েছেন?"

দু'হাত একসঙ্গে মুঠো ক'রে সীনা বলল, "আমি কারোই প্রেমে পড়িনি।"

"আমার ওপর রেগে থাকবেন না যেন," বলল স্ত্যানিন, "আপনার সৌন্দর্য একটুও ম্লান হয়নি। যে আনন্দ আপনি আমায় দিয়েছেন, যাকে ভালবাসবেন তাকেও সেই আনন্দই দেবেন;—না, না, আরও বেশিই দেবেন। আমার অন্তর থেকেই বলছি, 'আপনি সুখী হ'ন; গত রাতের স্মৃতি থাকুক আমার কাছে চির-উজ্জ্বল হয়ে। গুড বাই···বিদায় ···যদি কোন দিন আমাকে প্রয়োজন হয় আপনার, ডেকে পাঠাবেন। যদি পারতাম···আপনার জন্য আমার জীবন অবধি আমি দিতে পারতাম।"

সকরুণ হয়ে উঠল সীনার মন। নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

স্ত্যানিন চলে যাবার পর একবার নিজেকে প্রশ্ন করল সীনা, "ইউরাইকে বলব সব?" পরক্ষণেই জবাবও পেল: না, না; এ সব আর ভাবব না। কতগুলি বিষয় আছে যা ভুলতে পারাই সব চেয়ে ভাল।

ত্রিশ

পরের দিন ইউরাই ঘুম ভাঙতেই শরীরটা অসুস্থ বোধ করল। গত কাল সারা রাত ধরে ওরা তর্ক করেছিল। তর্ক এবং ভড্‌কার নেশা—এই দু'টোয় মিলে ওর শরীর ও মনকে যেন হাতুড়ী-পেটা করে দিয়েছিল।

তর্ক করতে করতে কখন সকাল হয়ে গিয়েছিল ওরা লক্ষ্য করেনি। আইভানফ্‌ কখন বেরিয়ে গিয়ে স্থানিনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল, ওর ভাল করে মনে পড়ে না। স্থানিন এসে কী রকম যেন অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করেছিল ইউরাই-এর কাছে।

সীনার কথা মনে পড়ল। নিজেকে বলল, "কাল যদি ওর দুর্বলতার সুযোগ নিতাম, তাহলে খুবই অন্যায় হ'ত।...কিন্তু কি করব এখন ওর বিষয়ে? ওকে হাত করে, ভোগ ক'রে, পরে পরিত্যাগ করব? না, আমি তো তা করতে পারি না! আমার মন যে বড় নরম! তাহলে? বিয়ে করব ওকে?"

বিয়ে!—শব্দটাই ইউরাই-এর কাছে অতি সাধারণ বলে মনে হ'ল। ওর মত জটিল মনোভাব-সম্পন্ন লোক কখনই বিয়ের মত একটা স্থূল শারীরিক যোগাযোগ বরদাস্ত করতে পারে না।...'কিন্তু ওকে তো আমি ভালবাসি!...তাহলে কেন আমি ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে চলে যাব? আমার নিজের সুখ-শান্তি কেন নষ্ট করে দেব? অসম্ভব!'

ওর নিজের লেখা একখানা খাতা খুলে ও পড়ে গেল:

"এই পৃথিবীতে ভালও নেই, মন্দও নেই।"

"কেউ বলে: যা স্বাভাবিক তাই ভাল এবং মানুষের কামনা-ভাবনায় দোষের নেই কিছু।"

"কিন্তু এ কথা প্রমাদপূর্ণ। কারণ, সব কিছুই তো স্বাভাবিক। অন্ধকার এবং শূন্য থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সবারই গোড়ার কথা এক।"

অন্যেরা বলে: "ঈশ্বর যা দেন তাই শুধু ভাল। কিন্তু তাও তো ঠিক নয়। নয়? কারণ, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকত, তাহলে তো সব কিছুরই উৎস তিনি, এমন কি, মহাপাপও তাঁরই থেকে এসেছে।"

অপর এক দল বলে: "অন্যের কল্যাণ সাধন করাই ভাল।"

"কিন্তু তা কি করে হয়? এক জনের কাছে যা ভাল অন্যের কাছে তা মন্দ।"

"দাস চায় তার মুক্তি, তার প্রভু চায় ওর দাসত্ব থাক্ বজায়। ধনী চায় তার ধন রক্ষা করতে, আর দরিদ্র চায় ধনীর সর্বনাশ। অত্যাচারিত চায় মুক্তি, বিজয়ী চায় তার জয়কে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে। অনাদৃত চায় ভালবাসা; জীবিত চায় না মরতে। মানুষ চায় পশু-জগতকে ধ্বংস করতে, পশু চায় মানুষের বিনাশ। সৃষ্টির আদি কাল থেকে অনন্ত কাল অবধি চলবে এই ব্যাপার। নিজস্ব সুখ-সুবিধা ভোগ করবার বিশেষ কোন অধিকার কোন মানুষেরই নেই।"

ঘৃণার চেয়ে প্রেম-দয়ার মূল্য বেশি বলে মনে করা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু তো এ কথাটাও মিথ্যা; কেন না, যদি প্রতিদান কিছু থাকত, তাহলে দয়া এবং নিঃস্বার্থপরতা সব সময়েই শ্রেয়ঃ;—কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে জীবন থেকে সুখ-সম্ভোগ আদায় করার চেষ্টা করাই ভাল।"

কী আশ্চর্য সত্যবাণী ও নিজেই লিখেছিল! ভাবল ইউরাই। দুঃখের ভেতরও বেশ খানিকটা গর্ব অনুভব করল ও নিজের জন্য।

জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল বাগানের দিকে; হলদে বিবর্ণ পাতায় আকীর্ণ হয়ে আছে বাগানটা। সর্বত্রই যেন মৃত্যুর—ধ্বংসের

আহ্বান শুনতে পেল ইউরাই। কিন্তু কী নিঃশব্দ এই মৃত্যুর সমারোহ! ইউরাই রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে-ফুলে উঠল।

"ঋতুচক্রে আবর্তন করছে পৃথিবী; একঘেয়ে, বিরক্তিকর এই জন্ম-মৃত্যুর পৌনঃপুনিক আসা-যাওয়া! কী করব আমি বছরের পর বছর?—ঠিক এখন যা করছি, তখনও তাই। তারপর আসবে এক দিন জরা, আসবে মৃত্যু।"

"জীবনে নেই কোন বিশেষ আকর্ষণ, বীরের জীবন তো এ-ই। একঘেয়ে জীবনের প্রান্তে নিরানন্দ মৃত্যু। আগুনের মত জ্বলে ওঠা, তার পর নিঃশেষ হয়ে যাওয়া; ভয়হীন, বেদনাহীন। সত্যিকার জীবন তো তা-ই!"

"আমার ভাগ্যেও তো তা-ই অপেক্ষা করছে!"—উচ্চারিত হ'ল ওর মুখ থেকে।

নকল বীর্যের মুখোস খসে পড়তে বিলম্ব হ'ল না ওর। বীর্যের জায়গায় দেখা দিল অসহায় একটা অবসন্ন মনোভাব।

"কেন আমি জীবন উৎসর্গ করব চাষী-মজতুরের উন্নতির জন্য,—যাতে আগামী হাজার বছর পরে যেন তাদের না থাকে কোন রুটির দৈন্য, না থাকে যৌন-পরিতৃপ্তির কোন অন্তরায়? গোল্লায় যাক যত শ্রমিক আর অ-শ্রমিক!"

আঃ, কেউ যদি গুলী করে আমাকে এ দুঃখের কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করত।...ননসেন্স! কেন অন্যে গুলী মারবে? আমি নিজেই তো পারি। আমি কি এতই কাপুরুষ যে, আমি নিজেই আমার এই দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটাতে পারি না! দু'দিন আগে বা পরে—মরতে তো হবেই! তবে..."

ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে, নাড়তে-চাড়তে ও বলল, "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখাই যাক না। সত্যি তো না..."

বারন্দায় বেরিয়ে এল ইউরাই। রাশি-রাশি ঝরা-পাতা ছড়িয়ে আছে সেখানে। করুণ একটা স্বর গুন্-গুন্ করতে করতে ও লাথি মেরে মেরে পাতাগুলি এদিকে সেদিকে সরিয়ে দিতে লাগল।

লালিয়া আস্‌ছিল বাগান থেকে। ফুর্তিভরে বলল ইউরাইকে, "কি গাইছ? মনে হচ্ছে যেন তোমার নিজের যৌবন-বিসর্জনের গান!"

"ছাই-ভস্ম বোকো না!" উষ্মা প্রকাশ করে ইউরাই বলল।

একটা অনিবার্য ঘটনা যেন এগিয়ে আস্‌ছে, যাকে রোধ করা ওর ক্ষমতাতীত। আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুর মত ও ইতস্ততঃ ঘুরে নির্জন একটি জায়গাব সন্ধান করতে লাগ্‌ল। নদীর দিকে একবার গেল, আবাব ফিবে এল বাগানের ভেতর।

চারদিকেব হল্‌দে পাতার প্রাচুর্যের মাঝে সবুজ পাতায় ভরা একটি ওক্ গাছেব তলায় এসে ও দাঁড়াল।

"এই তো শেষ!..."

"না, না, কী ননসেন্স! আমার সারা জীবন পড়ে রয়েছে আমার সামনে। মোটে চব্বিশ বছর আমার বয়স। এখনই কি?...তা হলে?..."

অকস্মাৎ সীনার মুখ ভেসে উঠল ওর মনে! বনের ভেতরে সেই রাতের বিসদৃশ ঘটনার পর ওর কাছে মুখ দেখান চলে না। কিন্তু, বেঁচে থাক্‌লে দেখা-সাক্ষাৎ তো হবেই ওদের!...এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল।

ওর জীবন থেকে সীনা চিরকালের জন্যই সবে গেছে! ভবিষ্যত এখন একটা তুহিন, নিরালম্ব, ধূসর, প্রেমহীন, আশাহীন অজস্র দিনের মিছিল মাত্র।

"খেতে আসুন।"—সাদা পোষাক-পরিহিতা বাড়ীর পরিচারিকা এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকৃছে।

"খাওয়া! সেই একঘেয়ে অভ্যাসের পুনরাবর্ত্তন!"—না, আর দেরী করা চলে না।

চোরের মত পা টিপে-টিপে ও সরে গেল ওক্ গাছের পেছনে, যেন পরিচারিকাটির চোখে না পড়ে। আশ্চর্য দ্রুততায় ও নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল।

'টিপ্ হয়নি!'—বাঁচবার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল ইউরাই।

চীৎকার করে পরিচাবিকাটি বাড়ীর ভেতর ছুটে গেল।

মনে হ'ল ইউরাই-এব—ওর চারদিকে কত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কে যেন ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে ওব মাথায়। ভ্রূর ওপর একটা হল্‌দে পাতা পড়েছে। অজস্র প্রশ্ন। কে যেন কাঁদছে—"ইউরা, ইউরা! ওঃ! কেন এ করলে?"

"লালিয়া নিশ্চয়!" ইউরাই ভাবল। চোখ মেলে, তাকাল ও। অসহ্য কষ্টে ও হাত-পা নেড়ে উচ্চাবণ করল, "ডাক্তার ডাক শীগ্‌গির!"

প্রচণ্ড ভয়ে ও বুঝল, কিছুতেই কিছু হবে না, বাঁচা চলবে না। অজস্র হল্‌দে পাতা এসে পড়ছে ওর চোখে, ভ্রূর ওপর, মুখে, গালে; মাথা হয়ে উঠছে অসম্ভব ভাবী। ঘাড় উঁচু করে একবার শেষ প্রয়াস করে ও ভাল করে সব দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু হল্‌দে পাতার আর বিরাম নেই, স্তূপীকৃত হয়ে উঠল ওব শরীরের ওপর। তারপর আর কি ঘটল ওর, তা ইউরাই কোন কালেই জানল না।

একত্রিশ

ইউরাই স্বারোগীশকে যারা জানত, আর যারা জানত না, যারা তাকে ভালবাসত অথবা অশ্রদ্ধা করত, এমন কি যারা ওর কথা ভাবেওনি কোন দিন,—তারা সবাই ওর মৃত্যুতে দুঃখিত হ'ল।

ওর আত্মহত্যার কারণ কেউ-ই আর বের করতে পারল না। আত্মহত্যা জিনিসটা বেশ খানিকটা মনোরম; চোখের জল, ফুল এবং হৃদয়দ্রাবী বক্তৃতাতেই এর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হয়ে থাকে। ওর নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ-ই শবসংকারে যোগ দেয়নি; লালিয়ার মানসিক অবস্থা শবযাত্রায় যোগ দেবার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না; ওর বাবা হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একমাত্র রিয়াজানৃজেফ্ ই পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল এবং সৎকার সংক্রান্ত যা-কিছু বন্দোবস্ত করবার সব ও-ই করল।

প্রচুর ফুল দিয়ে কফিনবাহী গাড়ীটা সাজান হ'ল। প্রচুর ফুলে চারপাশ ঢাকা ইউরাই-এর মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

সারা রাত ধরে সীনা কেঁদেছে আর ভেবেছে। স্যানিন-এর সঙ্গে সেই রাত্রের ব্যাপার ঘটবার পর থেকে ওর প্রতিটি কথা ত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যতই মনে করতে লাগল, ততই একটা অবর্ণনীয় ক্রোধ ও ঘৃণায় ও স্যানিনকে অভিসিঞ্চিত করল। ওর নিজের পদস্খলনকে এবং এই পদস্খলনের সহায়ক এবং কারণ হিসাবে স্যানিনকেও ও ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করতে লাগল। দুঃস্বপ্নের মত সেই রাত্রির ঘটনার স্মৃতি ওকে অহরহ পীড়িত করে তুলছিল।

সকালবেলা স্যানিন-এর সঙ্গে দেখা হতেই ও তার দিকে অপরিসীম

ঘৃণা ও বিরক্তি নিয়ে তাকাল। ভাল করে কথাও বলল না, দিল না কোন প্রত্যুত্তর স্তানিন-এর করমর্দনের।

ওর মনের ভাব বুঝতে স্তানিন-এর দেরী হয়নি। এরপর থেকে ওরা পরস্পরের কাছে অপরিচিতই থেকে যাবে, ওদের কাছাকাছি হবার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, ইউরাই-এর মৃত্যু তা তিরোহিত করে দিয়েছে। নিজের ঠোঁট কামড়ে স্তানিন একটু ভাবল, তারপর গিয়ে মিশল নিজের দলে,—শবযাত্রার ভেতর।

"দেখছ পীটরকে, কি রকম চেঁচাচ্ছে।"—আইভানফ্‌কে বলল।

শোক-সঙ্গীত গাইতে গাইতে যেখানে শবাধারবাহীবা চলছিল পীটরও ছিল সেখানে; রয়ে রয়ে সুউচ্চ গলা গানের শব্দ ছাপিয়ে দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল।

"কী রোগা-পট্‌কা লোক, কিন্তু গলার জোরখানা বলিহারী যাই।" —আইভানফ্‌ মন্তব্য করল।

"আমার ধারণা"—স্তানিন বলল, "পিস্তল থেকে গুলী বেরোবার সেকেণ্ড তিনেক আগেও ইউরাই আত্মহত্যা করবে বলে স্থির নিশ্চিত হতে পারে নি। যে রকম ভাবে বেঁচেছিল, মরল সেই রকমই!"

"মোটেব ওপর, শেষ অবধি একটা আস্তানা করে নিল তো নিজের জন্য!" আইভানফ্‌ টিপ্পনী কাটল।

কালো মাটি ইউরাইকে গ্রহণ করল।

মাটির ভেতর যখন কফিনটা একেবারে নেমে গেল, সীনার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটা হৃদয়ভেদী তীব্র আর্তনাদ। ও আর পারল না নিজেকে সংযত রাখতে। যার কাছে আর কোন দিনই নিজের যৌবন ও সৌন্দর্যের ডালি তুলে ধরা যাবে না, মৃত্যু চিরন্তরে বিচ্ছেদ ঘটাল যার সঙ্গে,—তার প্রতি যে-প্রেম ও সঞ্চিত করেছিল

নিজের অন্তরে এত দিন ধরে, এখন আর তা লোকের অগোচর রাখবার কোন প্রয়াসই করল না সে।

ওকে ধরাধরি করে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। মাটি চাপা পড়ল কফিনের ওপর। একটা ফার-গাছের চারা পুঁতে দেওয়া হ'ল সমাধির ওপর।

শ্যাফরফ্ প্রস্তাব করল, "বন্ধুগণ, আসুন আমরা সবাই মিলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এ-ভাবে চলে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ কিছু বলুন।"

"স্যানিনকে বলুন না।"—আইভানফ্ বলল।

"স্যানিন, কোথায় স্যানিন?" শ্যাফরফ ডাকল ওকে, "আসুন ভাডিমির পেট্রোভিচ্ আপনি কিছু বলবেন?"

বিমর্ষ ভাবে স্যানিন বলল, "আপনি নিজেই কিছু বলুন।" সীনার কান্নার দিকে ওর কান ছিল।

"আমি যদি পারতাম, তা হলে নিশ্চয়ই বলতাম। সত্যিই···কী ভাল লোকই তিনি ছিলেন···তাই না? সামান্য কিছু বলুন না আপনি?" শ্যাফরফ্ আবার অনুরোধ করল।

কঠোর দৃষ্টিতে স্যানিন ওর দিকে তাকাল। প্রায় রাগ করেই যেন বলল, "বলবার কি আছে? পৃথিবী থেকে আরেকটি মূর্খ কমে গেল। এই তো!"

উপস্থিত সকলেই পরিষ্কার শুনল শব্দ কয়টি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সবাই। জবাবের ভাষাও জোগাল না কারো মুখে।

শুধু ডুবোভা চেঁচিয়ে বলল, "কী নোংরা!"

কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে স্যানিন প্রশ্ন করল, "কেন?"

মুঠো-করা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কি যেন ডুবোভা বলতে যাচ্ছিল, অন্য কয়েকটি মেয়ে ওকে ঘিরে ধরে নিবৃত্ত করল। জনতা গেল ভেঙে। এখানে-সেখানে শোনা যাচ্ছিল প্রতিবাদের চীৎকার। শ্যাফরফ্ ছুটে

আসছিল, কি ভেবে অর এগোল না। রিয়াজানজেফ্ এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ক্রোধ আর বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

চিন্তা-নিমগ্ন স্ত্যানিন তাকিয়ে দেখল চশমা-পরা একজন কে যেন ওকে কি বলছে। আইভানফ্ ওকে নিয়ে কবরখানার বাইরে চলে এল। ঘটনাটা এত বিশ্রী হয়ে উঠবে তা আইভানফ আশঙ্কা করেনি, তবে এই সার্বজনীন সস্তা ভাবালুতার বিরুদ্ধে স্ত্যানিন কিছু বলুক এই আশা সে করেছিল। সত্যিই ও দুঃখিত হয়েছিল। মুখে বলল—

"চুলোয় যাক আহাম্মকগুলো।" পাছে স্ত্যানিন-এর ওপর কোন অত্যাচার হয়, এই ভয়ে ও আগে থেকেই সাবধান করতে গিয়ে বিস্মিত হ'ল স্ত্যানিন-এর বিমর্ষ চোখের দৃষ্টি দেখে।

ওর পরিচয় জান্ত না এ-রকম এক দল ছেলে-মেয়ের একটা জটলায় ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্যাফরফ্ ওদের কি-সব বলছিল; স্ত্যানিনকে দেখে শ্যাফরফ্ এগিয়ে এল। স্ত্যানিন ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে-ও দাঁড়িয়ে গেল।

স্ত্যানিন বলল, "কি চাই ?"

"কিছু না, কিছু না,—" শ্যাফরফ্ জবাব দিল, "কিন্তু আমার সতীর্থরা সবাই তাদের অসন্তোষ…"

বাধা দিয়ে স্ত্যানিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আপনাদের অসন্তোষ আমি থোড়াই কেয়ার করি!…আপনিই আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যা ভেবেছি তাই বলেছি; এখন আপনারা চাইছেন অসন্তোষ প্রকাশ করতে! আপনাদের ভাবপ্রবণতা একটু কম থাকলে আমি আপনাদের বোঝাতে পারতাম যে, আমি কোন অন্যায় কথা বলিনি। স্যারোগিশ একটি নীরেট মুখ্যু ছিল। মরলও মুখ্যুর মত। কিন্তু আপনাদের মগজ তো ভর্তি হয়ে আছে ধোঁয়ায় আর জঞ্জালে; আমার কথা বুঝবার মত ঘিলু আপনাদের মাথায় নেই। সরে পড়ুন বলছি!"

ভিড় ঠেলে ও এগিয়ে গেল।

"ঠেল্‌ছেন কেন মশাই?" শ্যাফরফ্‌ বলল।

কে আরেকজন বলে উঠল, "অভদ্র..." কথাটা ও শেষই করতে পারল না।

"লোককে কী ভয়ই তুমি পাইয়ে দিতে পার!" পথে যেতে যেতে আইভানফ্‌ বলল ওকে, "তুমি একটি আস্ত বিভীষিকা।"

"স্বাধীনতা, মুক্তি, এই সব কথা বলে যদি এই উন্মাদের দল তোমাকে কখন বিরক্ত করতে আসে, আশা করি তুমি তাদের সঙ্গে আরও কঠিন ব্যবহার করবে। রসাতলে যাক্‌ ওরা!" স্যানিন বলল।

"চীয়ার আপ, বন্ধু!" আইভানফ্‌ ঠাট্টার আমেজ নিয়ে বলল, "কি এখন করব, জান? কিছু বীয়ার কিনে এনে ইউরাই স্বারোগিশ-এর আত্মার কল্যাণের জন্য পান করি চল।"

"যা ইচ্ছা কর।" স্যানিন জানাল।

"আমরা ফিরে আসতে আসতে সবাই চলে যাবে। তখন কবরের পাশে বসে বীয়ার পান করে একসঙ্গেই মৃতকে সম্মান এবং নিজেদের আনন্দ দেওয়া হবে।

"বেশ, তাই হবে।"

ওরা তাই করল।

বত্রিশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরবার পথে স্তানিন ওকে বলল, "শোন—"

"কি ?"

"আমার সঙ্গে রেল-ষ্টেশনে চল। আমি চলে যাচ্ছি।"

আইভানফ্ দাঁড়িয়ে গেল।

"কেন ?"

"এখানে আর ভাল লাগছে না !"

"কেউ ভয় দেখিয়েছে তোমাকে ?"

"আমাকে ? না, আমার ইচ্ছে হ'ল তাই যাচ্ছি।"

"কিন্তু একটা কারণ থাকবে তো ?"

"প্রিয় বন্ধু, কোন বাজে প্রশ্ন ক'র না। আমি যেতে চাইছি, ব্যস, ঐ যথেষ্ট। যতক্ষণ অবধি চারপাশের লোকজনকে চেনা যায় না ততক্ষণই তাদেরকে ভাল লাগে। এই ধর যেমন সীনা কার্সাভিনা, সেমেনেফ্ কিংবা লিডা ; এরা গড্ডলিকার বাইরেই তো ছিল। কিন্তু এখন আর এদের আমি সহ্য করতে পারছি না। যতক্ষণ পেরেছি, সহ্য করেছি ; কিন্তু আর নয়।"

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আইভানফ্ ওর মুখের দিকে। বলল, "তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় নেবে না ?"

"না হে ! এরাই তো সব চেয়ে বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।"

"মালপত্র নেবে তো ?"

"এমন কিছু নেইও আমার। তুমি যদি আমাদের বাড়ীর

"বাগানটায় দাঁড়াও একটু, আমি ঘরে গিয়ে আমার থলেটা জানালা গলিয়ে তোমাকে ছুঁড়ে দেব। তা নইলে, হেন-তেন হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সবাইকে। কী-ই বা বলব বাড়ীতে?"

"হুঁ",—বলল আইভানফ, "চলে যাচ্ছ, ভাল লাগছে না।…কি করব?"

"চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"তা দিয়ে দরকার কি? পরে ঠিক করে নিলেই হবে।"

"আমার হাতে তো টাকা-পয়সা নেই?"

স্যানিন হেসে বলল, "আমারও নেই।"

"না, না, তুমি বরং একাই যাও, কয়েক দিনের ভেতরই কলেজ খুলবে, পুরাণো গর্তে গিয়ে ঢুকতে হবে।"

দু'জন ঋজু ভাবে তাকাল দু'জনের মুখের দিকে। আইভানফ মুখ নামিয়ে নিল।

স্যানিন বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে নিজের যাবার পথে শুনতে পেল, বারান্দায় লিডা ও নোভিকফ কথা বলছে;—

"কিন্তু, তুমি আমার কাছে কি চাও?" লিডার গলা।

"আমি চাই না কিছুই। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছে না যে, তুমি আমার জন্য নিজেকে বলি দিচ্ছ, এই রকম ভাবছ তুমি। কিন্তু আদতে—"

"হাঁ, তা জানি; আমি ত্যাগ স্বীকার করিনি, তুমিই করেছ। হাঁ, তুমিই! আর কি চাই?"

নোভিকফ বিরক্ত হচ্ছিল। "আমার কথা তুমি বুঝছ না!" ও বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং ত্যাগ-স্বীকারের কথাই ওঠে না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, আমাদের মধ্যে যে-ই হ'ক একজন

ত্যাগ স্বীকার করছে, তাহলে কি করে আমরা একসঙ্গে থাকব? আমার কথা বুঝবার চেষ্টা কর। মাত্র একটা সর্তেই আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি,—তা হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে কেউ-ই যেন ত্যাগ-স্বীকার করেছি এ-কথা না ভাবি। হয় আমরা পরস্পরকে ভালবাসব, তা হলেই হবে আমাদের মিলন স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত; আর তা যদি আমরা না পারি—"

লিডা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

"কি হ'ল!" নোভিকফ্ বিরক্ত হ'ল। "আমি তোমাকে বুঝতে পারি না। আমি এমন কি বললাম যে তুমি অসন্তুষ্ট হলে? ও-রকম কেঁদ না।..."

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লিডা।

ভ্রূ কুঁচকে স্যানিন নিজের ঘরে ঢুকল। ভাবল—"এত দূর গড়িয়েছে। ডুবে মরলেই বোধ হয় লিডা ভাল করত।"

থলেটা ছুঁড়ে দিয়ে ও নিজেও জানালা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাগানে।

ষ্টেশনের হোটেলে ওরা পরস্পরের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পান করল।

"মধুময় হোক তোমার যাত্রা।" আইভানফ্ গ্লাশ তুলে বলল।

স্যানিন উত্তর দিল—"আমার যাত্রা চিরকালই এক। জীবনের কাছে আমি চাইও না কিছু, প্রত্যাশাও করি না কিছু। আর ভাগ্যের কথা যদি ব'ল, শেষ অবধি তারও অবশিষ্ট থাকে না বিশেষ কিছু। শেষ অবধি আছে বার্ধক্য আর মৃত্যু। এই সব।"

গাড়ীতে উঠল গিয়ে স্যানিন।

"গুড বাই—"

"গুড বাই—"

হুইস্‌ল্ দিয়ে গাড়ী নড়ে' উঠল।

আইভানফ্ বলল, "তোমাকে বেশ লেগেছিল। মানুষের মত মানুষ হিসেবে মাত্র তোমাকেই পেয়েছিলাম।"

"আর তুমিই একমাত্র লোক, যে আমার কথা ভেবেছে কোন দিন।"—স্থানিন হেসে বলল।

গাড়ী চলে গেল।

গার্ডের গাড়ীর পেছনকার লাল আলোটাও যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আইভানফ্ বাড়ীর দিকে মুখ ফেরাল।

তেত্রিশ

গাড়ীর ভেতর আলোগুলি মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। তামাকের আর ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় যাত্রীদের আব্ছা-আব্ছা দেখাচ্ছে ; পশুর পালের মত ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে শুয়ে-বসে আছে সকলে। গুটি-তিনেক চাষী কথা বলাবলি করছিল।

"দিন-কাল বড় খারাপ যাচ্ছে, কি বল ?"

স্ত্যানিন-এর পাশের চাষীটি বলল, "এর বেশি খারাপ আর কি হতে পারে ?…কর্তারা তো নিজেদের নিয়েই আছেন। আমাদের জন্য ভাববার ফুরসৎ কোথায় ? তোমরা যাই বল বাপু, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বেঁচে থাকা নিয়ে কথা যখন, তখন জোর যার মুলুক তারই হয়।"

"তা হলে বক্-বক্ কর কেন ?" ওদের বক্তব্য বিষয়টা আঁচ করে নিয়ে স্ত্যানিন বলল।

হাত নেড়ে বুড়ো চাষী ওকে প্রশ্ন করল, "কি আর আমরা করতে পারি ?"

স্ত্যানিন উঠে গিয়ে জায়গা বদল করল। এই সব চাষীদের ও ভাল করেই জানে। ওদের ওপর যারা জুলুম করে, তাদের না পারে প্রতিরোধ করতে, না পারে ধ্বংস করতে ; পশুর মত করে জীবন যাপন। কোটি-কোটি হতভাগ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে-ভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছে, এরাও তেমনি কাটায় জীবন অমানুষের মত—দৈব অনুগ্রহের ওপর ভরসা ক'রে।

রাত্রি গভীর হ'ল। স্ত্যানিন-এর সামনের বেঞ্চে বসেছিল একজন

ব্যাপারী সস্ত্রীক। বৌকে ধমকাচ্ছিল লোকটা, "গরু কোথাকার, দেখাচ্ছি মজা!"

স্ত্যানিন-এর তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ বৌটির চাপা আর্তনাদে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপারীটা বৌ-এর বুকের কাছ থেকে চট্ করে হাত সরিয়ে নিল। ও যে একটা গর্হিত শারীরিক অত্যাচার করছিল ওর স্ত্রীর ওপর, তা বুঝতে স্ত্যানিন-এর বিলম্ব হয়নি।

"জানোয়ার কোথাকার!" স্ত্যানিন রেগে বলল।

লোকটা একটু ভীত হ'ল, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে স্ত্যানিন উঠে গেল। গাড়ীর করিডর দিয়ে চলে চলে ও গিয়ে দাঁড়াল একবারে শেষ কামরাটার পেছনে।

"কি হীনই না মানুষ!"

কামরাগুলোর থেকে আসছিল বহু লোকের অস্বাস্থ্যকর অবস্থিতি-জনিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কলুষিত হাওয়া; কামরার নিষ্প্রভ আলোয় ঘুমন্ত নর-নারীর মুখগুলিতে একটা পাণ্ডুর প্রাণহীনতার লক্ষণ।

পূর্ব দিগন্তে উষার আভাষ। রাত্রিশেষের আকাশে লেগেছে ধূসর নীলাভ রং। প্রান্তরের ওপারে দিক্‌চক্রবালে নূতন দিনের আশ্বাস। ফুটবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে, দ্বিধাহীন স্ত্যানিন দিল লাফ। বজ্রের আওয়াজ করে ট্রেন ওকে পেছনে ফেলে চলে গেল।

নরম মাটি থেকে ও উঠে দাঁড়াল।

আনন্দময় এক চীৎকার করে ও বলে উঠল, "এই তো ভাল!"

সীমাহীন বিরাট পৃথিবী ওর চারদিকে; সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কী মুক্ত এই পরিবেশ! ফুস্‌ফুস বিস্তারিত করে স্ত্যানিন নিঃশ্বাস গ্রহণ করল। উজ্জ্বল চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল চারদিকে।

তার পর শুরু করল চল্‌তে পুব দিকে মুখ করে।

সূর্যের সোনালী রশ্মিগুলি আকাশে নীলাভ রেখা এঁকে দিচ্ছে; আকাশটাকে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের গম্বুজের তলা।

সূর্যের প্রথম কিরণ ওর চোখের ওপর পড়তেই ওর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। মনে হ'ল, ও যেন চিরকাল এই সামনেই চল্‌বে, সামনে—সূর্যের সান্নিধ্যের দিকে।